গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য

শিক্ষক নির্দেশিকা

বিষয় : চারু ও কারুকলা
শ্রেণি : ষষ্ঠ

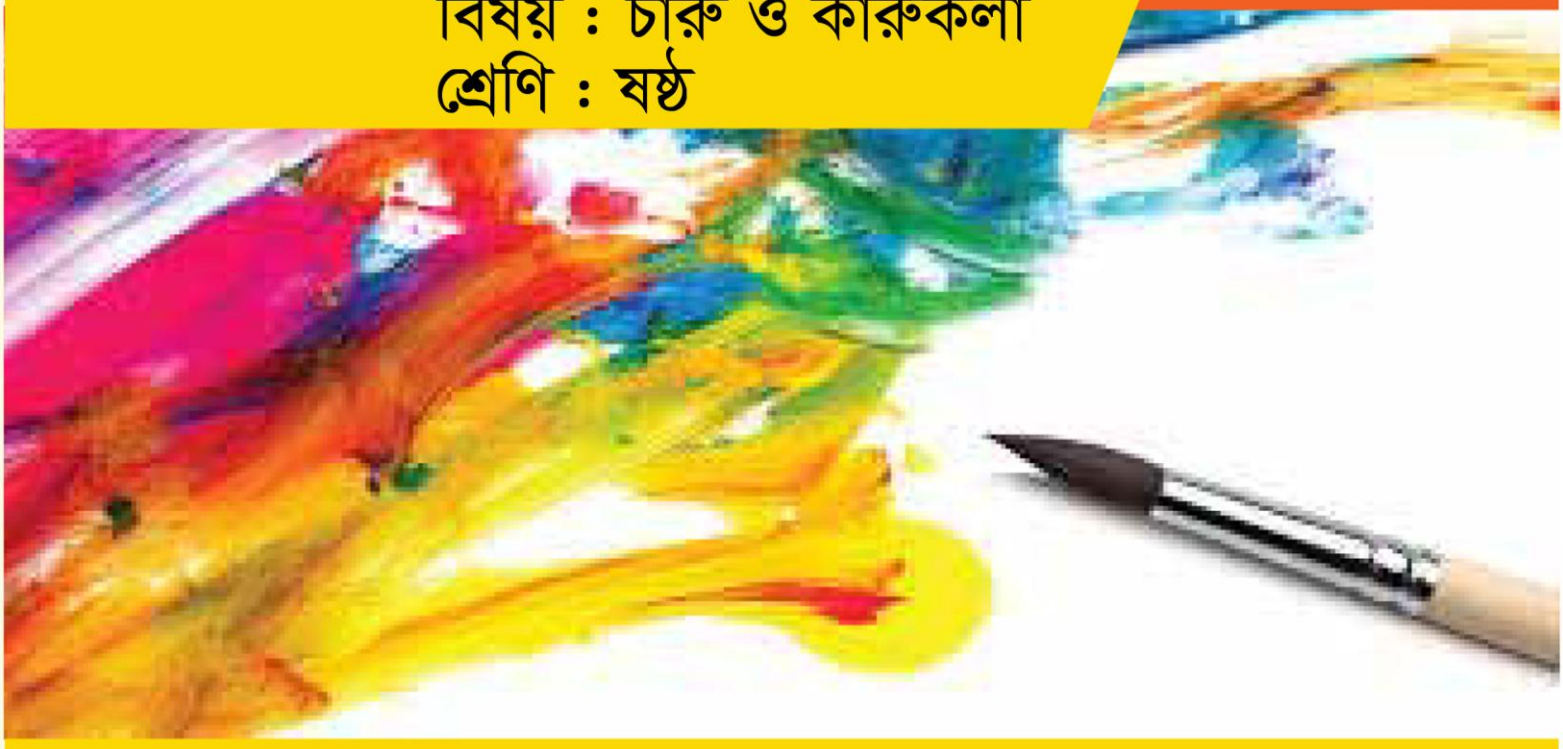

মার্চ ২০২০
বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU)
সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা

চারু ও কারুকলা

ষষ্ঠ শ্রেণি

ধারণা গঠন

অধ্যাপক শামীমা আখতার

প্রণয়ন ও সম্পাদনা

মোঃ আলী হাসান
লিপিকা রানী সাহা
মোঃ শামসুল হুদা
মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

সার্বিক তত্ত্বাবধান

অধ্যাপক রবিউল কবীর চৌধুরী

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
শিক্ষা ভবন, ১৬ আবদুল গণি রোড, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

নং ..... তারিখ ২০২০

প্রোগ্রাম পরিচালকের বক্তব্য

জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২-এর বিষয় কাঠামোতে 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয় দু'টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য যথাযথ অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এই অর্জনের যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। সামষ্টিক মূল্যায়নের চেয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এই দু'টি বিষয়ে অধিক কার্যকরী। তাই 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়কে পাবলিক পরীক্ষায় না রেখে ইতোমধ্যে বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত অর্থে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়িত হচ্ছে না। জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে সকল শিক্ষার্থী গড়ে ৯০% এর উপর নম্বর পেয়েছে। স্পষ্টত শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত এই নম্বর সমীক্ষার ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিষয় দু'টিতে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিখনকে নির্দেশ করে না। এ অবস্থায় মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে সেসিপের অর্থায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি পাইলট প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল ষষ্ঠ শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয় দু'টিতে কার্যকর ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা যা শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে সহায়তা করে গুণগত শিক্ষাকে নিশ্চিত করবে। কার্যকর ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে পাইলট প্রোগ্রামে অনলাইন নম্বর প্রেরণ এবং শিক্ষক পরিচালিত আঞ্চলিক মনিটরিং এর ধারণা প্রবর্তন করা হয়েছিল। পাইলট প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতার আলোকে ২০২০ সাল থেকে বছরব্যাপী এ দু'টি বিষয়ের ওপর ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয় এবং শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের মূল চালিকা শক্তি হলেন শিক্ষকমণ্ডলী। তাই ষষ্ঠ শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ের শ্রেণিশিক্ষকগণ যেন ধারাবাহিক মূল্যায়নের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন সেজন্য পূর্ণাঙ্গ রূপরেখাসহ একটি শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহার করে শিক্ষকগণ এ বিষয় দু'টির শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা এবং শিক্ষার্থীকে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করবেন। ধারাবাহিক মূল্যায়নের তথ্যাদি অনলাইনে সংরক্ষণের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ রয়েছে, যা শিক্ষকগণের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে নির্ভরযোগ্য করবে। তাছাড়া ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য আঞ্চলিক মনিটরিং ও মডারেশন প্যানেল গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU), এনসিটিবির কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট উইং ও নায়েম এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রেণিশিক্ষকগণের সহযোগিতায় একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে এই শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নে তাঁদের মূল্যবান মেধা, শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে শিক্ষক নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত করা সম্ভব হলো তাঁদের সবাইকে SESIP এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃপক্ষের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রত্যাশা করছি, বছরব্যাপী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে, যার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীবৃন্দ সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে গড়ে উঠবে। সত্যিকার অর্থে তখনই আমরা তাদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন ও সুকুমার বৃত্তিসমৃদ্ধ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারব বলে আশা করছি।

(প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক)
প্রোগ্রাম পরিচালক
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)
এবং মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালকের বক্তব্য

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। তাছাড়া SDGs (Sustainable Development Goals) অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সেসিপ কাজ করে যাচ্ছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় পাবলিক পরীক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির প্রচলন এবং মাস্টার ট্রেইনারসহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ২,০০,০০০ শিক্ষককে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন, বিস্তরণ, শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা প্রণয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সারা দেশের ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপনসহ ই-লার্নিং মডিউল প্রণয়ন ও শিক্ষকগণের শ্রেণি কার্যক্রমে এগুলোর ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রি-ভোকেশনাল ও ভোকেশনাল প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ ও পূর্ত কাজ সম্পাদন, পিছিয়ে পড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে রিসোর্স টিচার নিয়োগ, উপবৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা, হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, ২০,০০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ, বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তনের লক্ষ্যে পাঁচটি বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ের গুরুত্ব এবং শিখন শেখানো কার্যক্রম বিবেচনায় এ বিষয় দু'টি ২০১৭ সাল থেকে বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণরূপে ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment) এর আওতাভুক্ত করা হয়। বিষয় দু'টি তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাস গঠন, নন্দনতত্ত্ব ও সুকুমার বৃত্তির চর্চার মাধ্যমে সুস্থ জীবন গঠন এবং নিজেদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টি জ্ঞান, বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য, ঝুঁকি এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এক সমীক্ষায় দেখা গেছে পাবলিক পরীক্ষা থেকে বাদ দেয়ার সাথে সাথে বিদ্যালয়গুলোতে বিষয় দু'টির গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ের রুটিন থেকেও বিষয় দু'টি বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয় দু'টির উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হচ্ছে। বিষয় দু'টির শিখন ও শিখন মূল্যায়ন হওয়া জরুরি।

ষষ্ঠ শ্রেণির 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ে শিখন শিখানো কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য সংরক্ষণ এবং মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণের জন্য ইতোপূর্বে পাইলট প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর নিবিড় পর্যবেক্ষণে মাঠ পর্যায়ে 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ের শিক্ষকবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিনিধির (উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার) সহায়তায় পাইলট প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। এই প্রোগ্রামের সফলতার উপর ভিত্তি করে এই দু'টি বিষয়ে বছরব্যাপী ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি শিক্ষক নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, শিখনকে অধিক কার্যকর, স্থায়ী ও ফলপ্রসূ করতে এবং বিশেষত শিক্ষার্থীর আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন ও মূল্যায়ন করতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিকল্প নেই।

এই শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর বিশেষজ্ঞবৃন্দের সাথে মূল্যবান অবদান রেখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ও চারুকলা অনুষদ ও শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা এর শিক্ষকবৃন্দ। এছাড়া CDW-NCTB এবং নায়েমের বিশেষজ্ঞগণ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও সারাদেশের সংশ্লিষ্ট দু'টি বিষয়ের শ্রেণিশিক্ষকবৃন্দ তাঁদের মূল্যবান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই শিক্ষক নির্দেশিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই শিক্ষক নির্দেশিকাটি প্রণয়নে সেসিপের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দও জড়িত ছিলেন। আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়েছেন। তাঁদেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মো. আবু ছাইদ শেখ)
অতিরিক্ত সচিব ও
যুগ্ম-প্রোগ্রাম পরিচালক
সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য তার দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা জরুরি। শিক্ষার্থীর শিখনের সফলতা তার শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক প্রফুল্লতার সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মনন, সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করাও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ সমস্ত দিক বিবেচনায় প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যশিক্ষা, চারুকলা, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম কাঠামোতেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয় দু'টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টির মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করে তাকে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলা। যেহেতু বিষয়টি শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন রীতি, চর্চা ও অভ্যস্ততার সাথে জড়িত সেহেতু তা গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে চারু ও কারুকলা বিষয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর সুকুমার বৃত্তির চর্চার মাধ্যমে মনন ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, এটিও কাগজ-কলমের পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই বিষয় দু'টির ক্ষেত্রে সামষ্টিক মূল্যায়নের চেয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন যথাযথ কার্যকর ও ফলপ্রসূ। তাই 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয় দু'টিকে পাবলিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত না করে শতভাগ ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অভীষ্ট অর্জনে গুণগত শিক্ষা অর্জনের বিকল্প নেই। আর গুণগত শিক্ষার পূর্বশর্ত হচ্ছে শ্রেণি কার্যক্রমকে বাস্তবমুখী করে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর করা। বিদ্যমান মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও তার মানবীয় গুণাবলির বিকাশ এবং প্রায়োগিক দক্ষতার চিত্র পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ের জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় বিষয় দু'টিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৮ ও ২০১৯ সালের জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা গড়ে ৯০% এর উপর নম্বর পেয়েছে। স্পষ্টত এই ফলাফল শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিখনকে নির্দেশ করে না। তাই মূল্যায়নকে ত্রুটিমুক্ত ও যথার্থ করতে শিক্ষকগণকে প্রস্তুত করে তোলা জরুরি।

উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে সেসিপের অর্থায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর অধীনে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন, তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ে পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে এই শিক্ষক নির্দেশিকা প্রবর্তন করা হয়েছে।

একাধিক কর্মশালার মাধ্যমে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU), ঢাকা এর মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞগণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এর কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট উইং ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ এ শিক্ষক নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছেন। তাছাড়া 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ের নির্বাচিত শ্রেণিশিক্ষকগণের সহযোগিতা ব্যতীত এই নির্দেশিকাটি তৈরি করা সম্ভব হতো না। শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়নে অবদানের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা করছি যে শিক্ষক নির্দেশিকাটি শিক্ষকদের কার্যকর শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নকে ফলপ্রসূ করে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বছরব্যাপী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয় এবং শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। আমি এই উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(প্রফেসর মু. জিয়াউল হক)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ও
সভাপতি, বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি

ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন, জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী, সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদ সৃষ্টি। শিক্ষাক্রমের এ লক্ষ্য অর্জন প্রধানত দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং যথোপযুক্ত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ। দ্বিতীয়টি শিক্ষার্থীর অর্জনের সঠিক মাত্রা নির্ণয় অর্থাৎ মূল্যায়ন। বিভিন্ন দেশে নানাভাবে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত মূল্যায়ন দু'টি ধারায় করা হয়। একটি হলো ধারাবাহিক বা গঠনকালীন মূল্যায়ন এবং অন্যটি হলো সামষ্টিক মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে গঠনকালীন মূল্যায়ন। জাতীয় শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষার ফলাফলে দেয়া যায় যে, বিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত অর্থে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাই সেসিপের উদ্যোগে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা এ দু'টি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ জন্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৮টি জেলার ৩২টি বিদ্যালয়কে ৮টি ক্লাস্টারে বিভক্ত করে তিন মাসের একটি পাইলট প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছিল। পাইলটিং প্রোগ্রামের সফলতার ওপর ভিত্তি করে সারাদেশে বছরব্যাপী ষষ্ঠ শ্রেণিতে বর্ণিত দু'টি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামকে সফল করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণের জন্য বর্ণিত বিষয় দু'টির শিখন শেখানো কার্যাবলির দিকনির্দেশনা সম্বলিত শিক্ষক নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে।

একটি শিক্ষক নির্দেশিকার সঠিক পরিকল্পনা ও প্রয়োগের ওপর শ্রেণি কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়নে যে বিষয়গুলো অধিক কার্যকরী সেই বিষয়গুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক নির্দেশিকার ক্লাস সাজানো হয়েছে। প্রতিটি ক্লাসের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে হাতে-কলমে কাজ, কল্পনাশক্তির ব্যবহার এবং অনুশীলনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বছরব্যাপী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, যথাযথভাবে অনলাইনে নম্বর প্রেরণ এবং মনিটরিং জোরদারের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেল গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুসারে 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ে ৭০টি করে ক্লাস শিক্ষক নির্দেশিকায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এই ৭০টি ক্লাস 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ের জন্য শিক্ষাক্রমের শিখনফলের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে। একেকটি শিখনফলকে আবার কয়েকটি বিভাজিত শিখনফলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাজিত শিখনফলভিত্তিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এক নজরে শিখন- শেখানোর কৌশল এবং শ্রেণিকার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যা দেখে একজন শ্রেণিশিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম সহজে পরিচালনা করতে পারবেন। শিখনফলভিত্তিক মূল্যায়ন চেকলিস্ট, আত্মপ্রতিফলনমূলক জার্নাল, বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন), শিক্ষার্থীর ডায়েরি মূল্যায়ন টুলস্ হিসাবে রাখা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি ক্লাসে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা, মূল্যায়ন, ফিডব্যাক ও নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায় যে, শিক্ষক নির্দেশিকা সঠিকভাবে অনুসরণ করা হলে শ্রেণি কার্যক্রম আনন্দদায়ক, ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে।

(প্রফেসর রবিউল কবীর চৌধুরী)
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ (পরীক্ষা ও মূল্যায়ন)
ও
ফোকাল পয়েন্ট
বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-সেসিপ
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রোগ্রাম পরিচালকের বক্তব্য		৩
যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালকের বক্তব্য		৪
চেয়ারম্যানের বক্তব্য		৫
ভূমিকা		৬
সূচিপত্র		৭
প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা		৮
	বিষয়বস্তু	**পৃষ্ঠা**
১	চারু ও কারুকলা বিষয়ের পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পর্কে কিছু কথা	১০
২	অনলাইন রেজিস্ট্রেশন	১১
৩	অনলাইনে নম্বর প্রেরণ	১২
৪	শিখন মূল্যায়নে মোবাইল অ্যাপস এর ব্যবহার	১৩
৫	চারু ও কারুকলা বিষয়ের উদ্দেশ্য ও পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন	১৫
৬	ইউনিট পরিচিত	১৬
৭	বছরব্যাপী ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিট ও অধ্যায় বিন্যাস	১৭
৮	ইউনিট ও অধ্যায় ভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ও নম্বর বন্টন	১৮
৯	শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহার নির্দেশনা	১৯
১০	ফলাবর্তন নির্দেশনা	
১১	নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা	২০
১২	নম্বর সংরক্ষণ ও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলে অন্তর্ভূক্তকরণ	২১
১৩	অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও নম্বর সংরক্ষণ	২২
১৪	মূল্যায়ন ছক থেকে গ্রেডশিটে নম্বর উত্তোলন বিষয়ক নির্দেশনা	
শিখনফলভিত্তিক শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম		
১৫	ইউনিট-১: শ্রেণি কার্যক্রমের নমুনা (ক্লাস ১--১৯)	২৩
১৬	ইউনিট-২: শ্রেণি কার্যক্রমের নমুনা (ক্লাস ২০--৩৭)	৬২
১৭	ইউনিট-৩: শ্রেণি কার্যক্রমের নমুনা (ক্লাস ৩৮--৫১)	৯৭
১৮	ইউনিট-৪: শ্রেণি কার্যক্রমের নমুনা (ক্লাস ৫২--৭০)	১২৪
পরিশিষ্ট		
ক	শিখন মূল্যায়ন ছকসমূহ	১৬৪
খ	চেকলিস্ট থেকে গ্রেডশিটে নম্বর উত্তোলন বিষয়ক নির্দেশনা	১৬৮
গ	আবেগীয় ক্ষেত্রের নম্বর উত্তোলন বিষয়ক নির্দেশনা	১৬৯
ঘ	শিখন শেখানো কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ	১৭০
ঙ	শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিও সংরক্ষণ নির্দেশনা	১৭৫
চ	শিক্ষার্থীর ডায়েরি মূল্যায়ন নির্দেশনা	১৭৯
ছ	আত্ন-প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখা ও মূল্যায়ন নির্দেশনা	১৮১
জ	আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেল	১৮২
ঝ	প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৮৪
ঞ	মনিটরিং ও মেন্টরিং কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কতর্ব্য	১৮৫
ট	চারু ও কারুকলার গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ	১৮৬

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু শব্দ/পরিভাষা

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Able Students	পারগ শিক্ষার্থী: শ্রেণিতে পাঠদান শেষে যে সকল শিক্ষার্থী শিখন অর্জনে সক্ষমতা অর্জন করে/সফল হয় তারাই পারগ শিক্ষার্থী।
Affective Domain	আবেগীয় ক্ষেত্র: কোন কিছুর প্রতি মানুষের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভুতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয় এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত। মৌখিক বা লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এর মূল্যায়ন করা যায় না।
Assessment	কৃতিত্ব যাচাই: শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়াই হল মূল্যায়ন বা কৃতিত্ব যাচাই।
Assessment Instrument	মূল্যায়ন উপকরণ: শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাই করার জন্য যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন-প্রশ্নপত্র, নির্দেশনা, রেটিং স্কেল, চেকলিস্ট ইত্যাদি।
Checklist	চেকলিস্ট: শিক্ষার্থী মূল্যায়ন টুল যা শিক্ষার্থীর ধারণাগত জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ইত্যাদির উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির তালিকা নির্দেশ করে।
Class Test	শ্রেণি অভীক্ষা: পাঠ্যসূচির কোনো পরিচ্ছেদ, পাঠ্যপুস্তকের কোনো অধ্যায় বা কোনো ইউনিটের শিখন-শেখানো শেষে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি জানার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের পরীক্ষা।
Cognitive Domain	বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্র: মস্তিষ্ক ও চিন্তার সাথে জড়িত। মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এই দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়।
Comprehension	অনুধাবন: কোন বিষয়বস্তু থেকে অর্থ তুলে ধরতে পারা। নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা, বর্ণনা, অনুবাদ ইত্যাদি।
Curriculum	শিক্ষাক্রম: শিক্ষার কোন পর্যায়ের বা বিষয়ের যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা।
Demonstration	প্রদর্শন: কোনো কিছু দেখিয়ে এটি সম্পর্কে ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা। কোনো কিছু উপস্থাপনে শুধু বর্ণনা না করে তা দেখানো হলে ধারণা লাভ সহজ হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।
Discussion/Open Discussion	আলোচনা/উন্মুক্ত আলোচনা: কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জানা-বোঝার দক্ষতা, সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য, ধারণা বিনিময়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ, উদ্দীপনা এবং যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।
Examination	পরীক্ষা: শিক্ষার্থীরা কাগজ কলম ব্যবহার করে প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রদানের মাধ্যমে তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ করে। পরীক্ষার একটি আনুষ্ঠানিকতা থাকে এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় (সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা)।
Evaluation	মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীর অর্জনের (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ইত্যাদি) মাত্রা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান।
Feedback	ফলাবর্তন: কোন কিছু মূল্যায়ন বা পরিবীক্ষণের পর এর ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়া। যেমন-ক্লাস পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদের ভুল ধরিয়ে নির্দেশনা দেওয়া।
Follow-up	ফলো আপ: শিক্ষার্থীদের এ্যাসাইনমেন্ট বা কোন কাজ করতে দেওয়ার পর শিক্ষক কর্তৃক তাদের কাজের গতিধারা ও স্বরূপ পরিবীক্ষণ (মনিটর) করা।
Formative/ Continuous Assessment	গঠনকালীন মূল্যায়ন: শিখন-প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন। শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখনের মানোন্নয়ন।
Grading	গ্রেডিং: শিক্ষার্থীর সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিক্ষার্থীর সক্ষমতা বোঝানোই হচ্ছে গ্রেডিং। অন্যভাবে নির্দিষ্ট প্রতীকের (১/A) মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সক্ষমতার স্তরকে বোঝানোর প্রক্রিয়াই হচ্ছে গ্রেডিং। শিক্ষাক্রমের শিখন উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী কতটুকু অর্জন করেছে তা গ্রেডিং/মার্কিং এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। গ্রেডিং এর মাধ্যমে প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ভবিষ্যত চাকুরি কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীর সক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হন। এছাড়া এ গ্রেডিং/মার্কিং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার নিজের শিখন ঘাটতি সম্পর্কে জানতে পারে।
Group Work	দলগত কাজ: একটি সহযোগিতামূলক শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষা লাভ করে।
Home Work	বাড়ির কাজ: শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হয়। এজন্য শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ যেন শিক্ষার্থীর থাকে এমন বাড়ির কাজ দিতে হয়।
Inter-personal skills	আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা: সামাজিক আচরণ বা দক্ষতা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার সমাজ ও সামাজিকতার সাথে মিথস্ক্রিয়া এবং যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

শব্দ/পরিভাষা	অর্থ
Intra-personal skills	অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা: ব্যক্তিগত ও আচরণিক দক্ষতা যা কোন ব্যক্তির নিজস্ব মন ও মানসিকতায় অর্ন্তনিহিত, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়।
Knowledge	জ্ঞান: তত্ত্ব, তথ্য, সূত্র, ধারণা, ইত্যাদি জানা এবং স্মরণ রাখা।
Learning Outcome	শিখনফল: পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আচরণের যে পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়।
Less able Students	অপারগ শিক্ষার্থী: শ্রেণিতে পাঠদান শেষে যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে দুর্বলতা থাকে তারাই অপারগ শিক্ষার্থী।
Marking Scheme/Rubrics	নম্বর প্রদান নির্দেশিকা/রুব্রিক্স: শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরের গুণাগুণ যাচাই করে মান অনুযায়ী পরীক্ষকগণ কীভাবে নম্বর প্রদান করবেন সে সম্পর্কিত নির্দেশনা। এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
Measurement	পরিমাপ: শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব যাচাইয়ে ব্যবহৃত ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত উপাত্ত (সংখ্যাবাচক)।
Moderation	পরিশোধন: প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র মানসম্মত করা।
Observation	পর্যবেক্ষণ: আনুষ্ঠানিক কর্মপ্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীর আচরণ-আচরণ, কার্যকলাপ অবলোকন করতে পারেন। তবে এটি আনুষ্ঠানিকও হতে পারে যা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়।
Pair Work	জোড়ায় কাজ: এটিও একটি সহযোগিতামূলক শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের দুই জন শিক্ষার্থী পরস্পর মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষা লাভ করে।
Peer Assessment	সতীর্থ মূল্যায়ন: একই শ্রেণির অধিকতর পারগ শিক্ষার্থী অর্থাৎ যারা বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে এবং অন্যকে সহজে বুঝাতে সক্ষম, এমন শিক্ষার্থী দ্বারা অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদান ও তার শিখন অর্জন মূল্যায়ন।
Peer Learning	সতীর্থ শিখন: একই শ্রেণির অধিকতর পারগ শিক্ষার্থী অর্থাৎ যারা বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে এবং অন্যকে সহজে বুঝাতে সক্ষম এমন শিক্ষার্থী দ্বারা অপারগ শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তার শিখন অর্জন নিশ্চিতকরণ।
Port-folio	পোর্ট ফোলিও: শিক্ষার্থীর একাডেমিক কাজ যেমন: এসাইনমেন্টস, লিখিত নমুনা, শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি, ডকুমেন্টস, সম্পাদিত কাজ, তৈরিকৃত শিখন উপকরণ ইত্যাদির সংগ্রহ। ইলেকট্রনিক্যালি কোন মিডিয়াম অথবা অনলাইন স্টোরেজও পোর্ট ফোলিও হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
Psychomotor Domain	মনোপেশিজ ক্ষেত্র: মূলত: পেশির দক্ষতাকে বুঝায়। যেমন: হাতে-কলমে কাজ ও ব্যবহারিক কাজ ইত্যাদি মনোপেশিজ ক্ষেত্রের বিষয়।
Question-Answer	প্রশ্ন-উত্তর: পাঠ চলাকালে শিক্ষক অনেক প্রশ্ন করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ফিডব্যাক পেতে এটি খুবই কার্যকর পদ্ধতি। কেন, কীভাবে, কারণ ব্যাখ্যা কর ইত্যাদি চিন্তন দক্ষতামূলক প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মধ্যে উত্তর দেয়ার উদ্দীপনা তৈরি করা যায়।
Rating Scale	রেটিং স্কেল: শিক্ষার্থী মূল্যায়ন টুল যা শিক্ষাথীর কার্য সক্ষমতা, দক্ষতা লেভেল, পদ্ধতি, গুণাগুন, পরিমাণ এসকলের প্রয়োজনীয় সমন্বয়ে একটি রিপোর্ট নির্দেশ করে। এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করা যায়।
Reliability	নির্ভরযোগ্যতা: একাধিকবার অভীক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে সঙ্গতি।
Remedial Measure	নিরাময়মূলক সহায়তা: নিয়মিত ফলাবর্তন প্রদান সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়া শিক্ষাথীদের দুর্বলতা দূর করে শিখন অর্জন নিশ্চিত করার জন্য শ্রেণি কার্যক্রমের বাইরে বিশেষ ব্যবস্থা। এটি ধারাবাহিক মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য।
Reflective Journal	আত্ম-প্রতিফলনমূলক জার্নাল: এমন এক জায়গা যেখানে শিক্ষার্থী তার নিজের প্রতিদিনের কাজের প্রতিফলন লিপিবদ্ধ করে। এখানে শিক্ষার্থী তার নিজের প্রতিদিনের ভালো/মন্দ বা উভয় ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা, আত্ম-মূল্যায়ন, আত্ম-সমালোচনা অর্ন্তভূক্ত করতে পারে।
Self-Assessment	স্ব-মূল্যায়ন/আত্ম-মূল্যায়ন: যখন *শিক্ষকদের সাহায্য ও পরামর্শে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিখনের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তখন নিজেদের লক্ষ্য বা অভিপ্রায় নিজেরাই সাব্যস্ত করতে পারে।*
Students Diary	শিক্ষাথীর ডায়েরি: শিক্ষার্থীদের তথ্য সুসংবদ্ধকরণ দক্ষতা তৈরি এবং তাদের শিখনের দায়িত্ব যেন তারা নিজেরাই নিতে পারে তার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগ মাধ্যম।
Students Performance	শিক্ষার্থীর কার্য সম্পাদন: শিক্ষার্থীর স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি শিখন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যসম্পাদন। একাডেমিক পারফর্মেন্স থেকে শিক্ষার্থীর সফলতা পরিমাপ করা যায়।
Summative Assessment	সামষ্টিক মূল্যায়ন: কারিকুলাম/ সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান শেষে একটি দীর্ঘ সময় পরে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব মূল্যায়ন (যেমন-সাময়িক/বার্ষিক পরীক্ষা, এইচএসসি, আলিম, এসএসসি পরীক্ষা,দাখিল পরীক্ষা)।
Teacher Assessment	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অর্থাৎ যথাক্রমে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ - এই তিন ক্ষেত্রের পরিবর্তন শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন।
Validity	যথার্থতা: যা পরিমাপ করার কথা তা কতটা করা গেছে নির্ধারিত শিখনফল কতটা অর্জিত হয়েছে তা পরিমাপের জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় ঐ প্রশ্নপত্র দ্বারা তা কতটা পরিমাপ করা সম্ভব।

পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর মাধ্যমিক পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়টি নতুন কিছু নয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তন করা হয়। প্রতিটি বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ২০ নম্বর বরাদ্দ করা হয়। এ সংক্রান্ত সরকারি পরিপত্র জারি করা হলেও প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়গুলোতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের চর্চা কার্যকরভাবে ছিল না। বিদ্যালয়গুলোতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রকৃত অবস্থা কী তা জানতে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU), মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা একটি সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪টি বিদ্যালয়ে এ সমীক্ষা কার্যক্রমের আওতাধীন ছিল। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় বিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত অর্থে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ২০১২ সালের পূর্বে এসবিএ (School Based Assessment) নামে মাধ্যমিক পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

চারু ও কারুকলা বিষয়ের উদ্দেশ্য অর্জন প্রচলিত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ের উদ্দেশ্য অর্জন করতে প্রয়োজন যথাযথ অনুশীলন ও চর্চা অর্থাৎ হাতে কলমে শিক্ষা। সামষ্টিক মূল্যায়নের চেয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এই বিষয়ে অধিক কার্যকরী। তাই 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য', 'চারু ও কারুকলা' এবং 'কর্ম ও জীবনমূখী শিক্ষা' বিষয়কে পাবলিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত না করে ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতাধীন বিষয়গুলোতে সকল শিক্ষার্থী গড়ে ৯০% এর উপর নম্বর পেয়েছে। স্পষ্টত শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত এই নম্বর সমীক্ষার ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিষয়গুলোতে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিখনকে নির্দেশ করে না। এ অবস্থায় চারু ও কারুকলা এবং শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কীভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে একটি পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো চুড়ান্ত করা হয়। পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামোর কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (BEDU) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপর ২০১৯ সালে দুই মাস ব্যাপী একটি পাইলট প্রোগ্রাম পরিচালনা করে। এ পাইলটিং এর উদ্দেশ্য ছিল চারু ও কারুকলা বিষয়ে শতভাগ ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকরভাবে পরিচালনা করা।

পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রমে শিখন নিশ্চিতকরণে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানকে হাতে-কলমে প্রয়োগ ও শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময়ই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও মূল্যায়নকে নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে কিছু নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের তথ্য সহজে সংরক্ষণের জন্য মোবাইল অ্যাপস ও ওয়েব পেজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মূল্যায়নকে নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে আঞ্চলিক মনিটরিং ও মডারেশন প্যানেল এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকগণের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (Guide) সরবরাহ করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (Guide) অনুসারে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে আশা করা যায় তা শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিখন নিশ্চিত করবে এবং মূল্যায়নকে নির্ভরযোগ্য করবে।

অনলাইন রেজিস্ট্রেশন

ষষ্ঠ শ্রেণিতে চারু ও কারুকলা বিষয়ে পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, মূল্যায়নের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ, মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, একজন শিক্ষক এই পদ্ধতিতে কাগজ-কলমের পরিবর্তে মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করতে পারবেন, এক্ষেত্রে মূল্যায়নের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অনলাইন তথ্য বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) জমা হবে এবং সংরক্ষিত থাকবে। তবে একজন শিক্ষক চাইলে মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার না করেও সরাসরি অনলাইন তথ্য বাতায়নে মূল্যায়ন তথ্য সংরক্ষণ করতে পারবেন। একজন শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক ইউজার আইডির মাধ্যমে অনলাইন তথ্য বাতায়ন (cas.konnect.edu.bd) থেকে যেকোনো সময় শিক্ষার্থীর প্রগ্রেস রিপোর্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। এজন্য তাকে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বার্ষিক পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। কারন, শ্রেনি কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক যখনই মূল্যায়নের জন্য মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করবেন তখনই শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইন তথ্য বাতায়নে আপলোড হবে এবং শিক্ষার্থীর পোগ্রেস রিপোর্টে সংযুক্ত হয়ে যাবে। একজন শিক্ষকও যেকোনো সময় একজন শিক্ষার্থীর বা সকল শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির তথ্য অনলাইন তথ্য বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) দেখতে পারবেন, চাইলে ওয়ার্ড, এক্সেল বা পিডিএফ ফরমেটে ডাউনলোড করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠান প্রধানও যেকোনো সময় একটি বা সকল বিষয়ের শিখন ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের তথ্য অনলাইন তথ্য বাতায়নে দেখতে পারবেন বা ডাউনলোড করতে পারবেন। যা তার মনিটরিং ও মেনটরিং এর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এসকল সুবিধা ভোগ করার জন্য চারু ও কারুকলা বিষয়ের পরিমার্জিত শিখন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার শুরুতেই আপনাকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এজন্য আপনাকে যেসকল ধাপ অনুসরণ করতে হবে সেগুলো হচ্ছে -

১. যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে একটি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা;
২. সংগৃহীত আইডি এবং পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) লগইন করে পর্যায়ক্রমে শ্রেণি, সেকশন এবং শিক্ষার্থীদের তথ্য যোগ/আপলোড করা;
৩. পাসওয়ার্ডসহ নিজের প্রোফাইল আপডেট করা।

লগইন করার ওয়েবপেইজটি হবে নিম্নরূপ

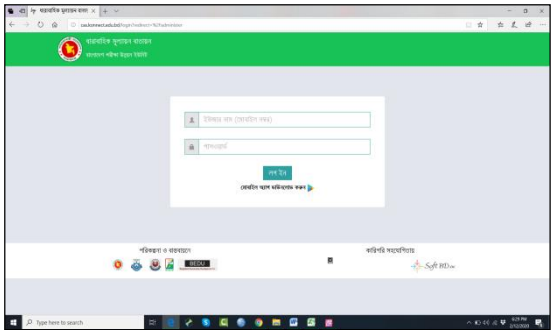

লগইন করার পর বিভিন্ন তথ্য যোগ করার ড্যাশবোর্ডটি হবে নিম্নরূপ

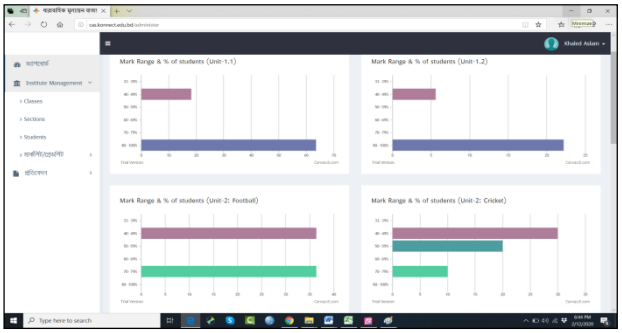

অনলাইনে নম্বর প্রেরণ

আপনি যদি মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করেন তাহলে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) আপনার ড্যাশবোর্ডে আপলোড হয়ে যাবে। আপনি যদি মূল্যায়ন কার্যক্রমে মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার না করেন বা আংশিকভাবে ব্যবহার করেন তাহলে প্রতিটি ইউনিটের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলার সময়ই ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) লগইন করে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন তথ্য (নম্বর) আপলোড করতে হবে। কারন বিভিন্ন ইউনিটের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরপরই আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেলের সভা অনুষ্ঠিত হবে, সভায় আপনাকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে শিক্ষার্থীদের গ্রেডশিটের ডাউনলোডেড কপি সরবরাহ করতে হবে বা আপনার ড্যাশবোর্ডেই মূল্যায়ন তথ্য প্রদর্শন করতে হবে।

পরিমার্জিত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিখন ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে ৪টি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) লগইন করলে আপনার ড্যাশবোর্ডে প্রতিটি ইউনিটের জন্য একাধিক বিষয়বস্তু প্রদর্শিত হবে। যেমন- আপনি যদি ইউনিট-১ সিলেক্ট করেন তাহলে ইউনিট-১ এর তিনটি বিষয়বস্তুসহ ড্যাশবোর্ডে আপনার প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর নাম ও রোলসহ নিচের ইন্টারফেসটি দেখতে পাবেন-

ইউনিট-১																
শিক্ষার্থীর রোল নং	শিক্ষার্থীর নাম	চারু ও কারুকলার পরিচয়					ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন					ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ						ইউনিটের মোট নম্বর
		চারুকলার ও এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা	কারুকলার ও এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা	আদিম মানুষের শিল্পকলা সম্পর্কিত ধারণা	চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা	মোট	বি আঁকার সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে ধারণা	আকৃতি ও গঠনের প্রয়োগ	বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ	রং ও আলোছায়ার প্রয়োগ	মোট	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যবহার	ছবি আঁকার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ	পেনসিল ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার	বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ	ছবিতে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার	মোট	
১	রাজু																	
২	লিপি																	
৩	নাসির																	

আপনি প্রতিদিন যেসকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন সম্পন্ন করবেন তাদের তথ্য ঐ দিনই ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) আপলোড করুন। ইউনিটের কার্যক্রম শেষ করার পর একদিনে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন তথ্য আপলোড করতে চাইলে মানসিক চাপ ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের সমস্যা হতে পারে। যেমন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা ইন্টারনেট না থাকা ইত্যাদি। মনে রাখবেন, সময়মতো ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) মূল্যায়ন তথ্য আপলোড করা বাধ্যতামূলক। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পর সংশ্লিষ্ট ইউনিটের গ্রেডশিট লক হয়ে যাবে। লক অবস্থায় আপনি ইউনিট সংশ্লিষ্ট কোনো মূল্যায়ন তথ্য সংযোজন বা পরিমার্জন করতে পারবেন না।

শিখন মূল্যায়নে মোবাইল অ্যাপস এর ব্যবহার

পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রমকে অধিকতর সহজ ও নির্ভরযোগ্য করার জন্য শিক্ষকবৃন্দের জন্য একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হচ্ছে। মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে একজন শিক্ষক যেসকল কাজ করতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে -

- ✓ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি গ্রহণ
- ✓ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
- ✓ বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখা। যেমন,
    - প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিগত শিখন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন
    - সকল শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন
    - বিভিন্ন দিনের উপস্থিতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মোবাইল অ্যাপস এর ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়। তবে উপযুক্ত মোবাইল সেট থাকলে অ্যাপসটি ব্যবহার করাই উত্তম। এর ফলে আপনি একাধিক সুবিধা পেতে পারেন। মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করলে -

- ➢ আপনি সহজেই রোল কল করতে পারবেন, চাইলে যেকোনো দিনের উপস্থিতি পতিবেদনও দেখতে পারবেন;
- ➢ যেকোনো সময়, যেকোনো পর্যায়ে, যেকোনো শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির চিত্র মোবাইলে দেখার সুযোগ পাবেন;
- ➢ ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) লগইন করে আপনাকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন তথ্য (নম্বর) আপলোড করতে হবে না। এতে সময় ও পরিশ্রম সাশ্রয় হবে;
- ➢ মূল্যায়ন তথ্য (নম্বর) সংরক্ষণের জন্য রেজিস্টার বই,আলাদা জায়গা দরকার হবে না। এতে তথ্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি যেমন থাকবে না তেমনি ব্যয়ও কমবে;
- ➢ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) লগইন করে সহজেই যেকোনো ধরণের সংশোধন ও পরিমার্জন সম্ভব। কাটকুটি বা ঘষামাজার প্রয়োজন নেই;
- ➢ শিক্ষার্থীদের গ্রেডশিট তৈরির প্রয়োজন নেই, ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) নির্ভুল ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রেডশিট প্রস্তুত থাকবে, যেকোনো সময় ডাউনলোড বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা অভিভাবক তা ডাউনলোড করতে পারবে;
- ➢ শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন যেকেনো সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি দেখতে পারবে।

আপনার যদি একটি উপযুক্ত স্মার্টফোন (এ্যানড্রয়েড ভার্সন) থাকে, তাহলে খুব সহজেই আপনি মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করতে পারেন। এজন্য আপনাকে -

১. ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়ন (cas.konnect.edu.bd) বা গুগল প্লে স্টোর থেকে মোবাইল অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়ন	প্লেস্টোর
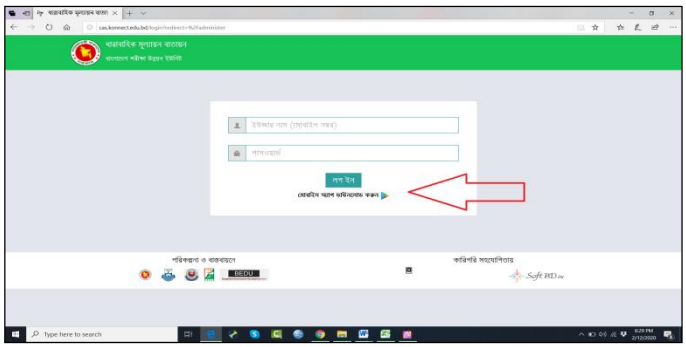	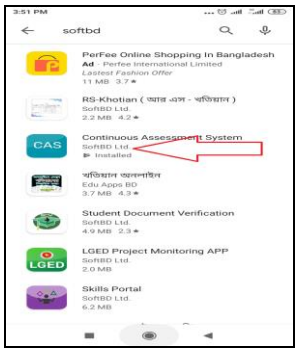

২. যদি ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে শ্রেণি, সেকশন ও শিক্ষার্থীর তথ্য আপলোড করা থাকে তাহলে অ্যাপসটি মোবাইলে ইনস্টল করেই এর ব্যবহার শুরু করা যাবে।

৩. মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারের বিস্তারিত নির্দেশিকা ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়ন ও অ্যাপসে পাওয়া যাবে।

চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিখন উদ্দেশ্য ও পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায়ে চারু ও কারুকলা বিষয়ের শিখন উদ্দেশ্য-

১. চারু ও কারুকলা শিক্ষার মাধ্যমে কল্পনাশক্তি ও সৃজন ক্ষমতার বিকাশ।
২. প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন ও জীবনধারা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ ও অনুসন্ধিৎসু হওয়া।
৩. জাতীয় ঐতিহ্য, শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
৪. আন্তর্জাতিক শিল্পকলা ও শিল্পী সম্পর্কে ধারণা লাভের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
৫. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে চারু শিল্পী ও শিল্পকর্মের ভূমিকা সম্পর্কে জেনে এদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
৬. চারু ও কারুকলার কাজ হাতে কলমে করার মাধ্যমে সাহসী, উদ্দমী ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা।
৭. সুস্থ জীবনবোধ তৈরিতে চারু ও কারুকলার অনুষঙ্গ হিসেবে শিল্প ও সাহিত্য, চিত্র প্রদর্শনী, রুচিশীল চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠা।
৮. সৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন, রুচিশীল, কর্মমুখী ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা।

শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন শিখন শেখানো কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই চারু ও কারুকলার ক্ষেত্রে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে আবদ্ধ না থেকে, শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষাথীর আচরণকে মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। শিখন শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের মাধ্যম হিসাবে তিন ধরনের শিখনক্ষেত্রই (বুদ্ধিবৃত্তিয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ) এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। মূল্যায়ন কার্যক্রমে এ বিষয়টির প্রকৃতি বিবেচনায় গাঠনিক মূল্যায়নই অধিক উপযুক্ত, যার মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম চলাকালীন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত বিকাশ হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে, বিভিন্ন সহায়তামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করে প্রত্যাশিত বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

ইউনিট পরিচিত

ইউনিট-১

- ❖ **চারু ও কারুকলার পরিচয়**
- ❖ **ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম, ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যম**

প্রথম ইউনিটে চারুকলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ইউনিটে প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের চারু ও কারুকলার ইতিহাস এবং ছবি আঁকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা দিয়ে ছবি আঁকা শেখানো হবে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশ ও তার নিজের চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনাকে ইচ্ছেমতো রঙ তুলিতে প্রকাশ করে তারা ইচ্ছে মত রং তুলিতে ছবি এঁকেছে। কিন্তু সঠিক ও নিখুঁতভাবে আঁকার জন্য কিছু নিয়ম কানুন জানা দরকার। আমাদের চারপাশের বিষয়বস্তুকে সঠিক আকার আকৃতিতে তুলে ধরতে হবে। সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ছবি আঁকলে ছবি সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়। শিক্ষার্থী ছবি আঁকার নিয়ম ও বিভিন্ন বিষয়গুলো জেনে তার কল্পনা, প্রতিভা ও দক্ষতার সমন্বয়ে ছবি আঁকবে এবং কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিবে। তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটবে, গড়ে উঠবে প্রকৃতি ও দেশের প্রতি ভালোবাসা।

ইউনিট-২

- ❖ **ছবি আঁকার অনুশীলন**

দ্বিতীয় ইউনিটে রয়েছে পঞ্চম অধ্যায় যা চারুকলার ব্যবহারিক দিকের সাথে সম্পর্কিত। ছবি আঁকার অনুশীলন বিষয়ে এই ইউনিটে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির সাধারণ বিষয়াবলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস অংকন, প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিভিন্ন উৎসবের ছবি, বিভিন্ন ধরনের নকশা অংকন এই ইউনিটের অর্ন্তভুক্ত বিষয়। এই ইউনিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকার অনুশীলন করানো।

ইউনিট-৩

- ❖ **বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস**
- ❖ **বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প**

তৃতীয় ইউনিটে অধ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এখানে রয়েছে চারু ও কারুকলার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প বর্ণনা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাংলাদেশের শিল্পকলায় পথিকৃত শিল্পীদের নাম ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে। একজন শিক্ষাথী কেন চারু ও কারুকলা শিখবে তাও জানতে পারবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে ধারণা হবে এবং বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পের নামও জানতে পারবে। লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনে গর্ববোধ করবে। এর মাধ্যমে সাধারণ লোকের শ্রমলব্ধ কাজের প্রতিও শিক্ষার্থীরা শ্রদ্ধাশীল হবে।

ইউনিট-৪

- ❖ **কাগজ ও ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম**

ব্যবহারিক বস্তুতে সৌন্দর্য আরোপ করার মধ্যে দিয়ে কারুশিল্পের সূচনা। এ ইউনিটের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কারুপণ্য তৈরি করা শেখানো। চারিপাশের সাধারণ ও ফেলনা জিনিস দিয়েও সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে তাকে যে শিল্পরূপ দেয়া যায় তা শেখানো এ অধ্যায়ের অর্ন্তভুক্ত বিষয়। মানুষের জীবন যাপনকে সুন্দর ও নান্দনিক করার জন্যই মানুষ কীভাবে সাধারণ জিনিসকে শিল্পরূপ দিতে পারে তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে।

চারু ও কারুকলা বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিট ও অধ্যায় বিন্যাস

জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম সাময়িক ও দ্বিতীয় সাময়িক এ দুটো পরীক্ষার মাধ্যমে শিখন মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। চারু ও কারুকলা বিষয়টির ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর (গ্রেড) অন্যান্য বিষয়ের নম্বরের সাথে যোগ করে অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করতে হবে। এ বিষয়টি বিবেচনা করে অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার সাথে দুটো ইউনিটকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট ও অধ্যায়সমূহ নিম্নরূপ-

প্রথম সাময়িক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ইউনিট ও অধ্যায়সমূহ				
ইউনিট	**অধ্যায়**	**বিষয়বস্তু**	**ক্লাসের সংখ্যা**	**মোট ক্লাস**
ইউনিট-১	প্রথম	চারু ও কারুকলার পরিচয়	০৫টি	৩৭টি
	চতুর্থ	ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম, ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যম	১৪টি	
ইউনিট-২	পঞ্চম	ছবি আঁকার অনুশীলন	১৮টি	
দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ইউনিট ও অধ্যায়সমূহ				
ইউনিট	**অধ্যায়**	**বিষয়বস্তু**		
ইউনিট-৩	দ্বিতীয়	বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস	০৬টি	৩৩টি
	তৃতীয়	বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প	০৮টি	
ইউনিট-৪	ষষ্ঠ	কাগজ ও ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম	১৯টি	
			সর্বমোট	**৭০টি**

ইউনিট ও অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ও নম্বর বণ্টন

অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ইউনিট ও অধ্যায়সমূহ						
ইউনিট	অধ্যায়	মূল্যায়ন কৌশল	নম্বর সংরক্ষণ কৌশল	বরাদ্দকৃত নম্বর	ইউনিট ভিত্তিক নম্বর	মোট নম্বর
ইউনিট-১	প্রথম	শ্রেণির কাজ	মূল্যায়ন ছক-১	১২	৫৬	১০০
	চতুর্থ	শ্রেণির কাজ	মূল্যায়ন ছক-২	১২		
			মূল্যায়ন ছক-৩	১৫		
	জার্নাল প্রতি ইউনিটের সর্বোত্তমটি		গ্রেডশিট	৭		
	ডায়েরি লিখন প্রতি ইউনিটে ১বার		গ্রেডশিট	১০		
ইউনিট-২	পঞ্চম	শ্রেণির কাজ	মূল্যায়ন ছক-৪	৯	৪৪	
			মূল্যায়ন ছক-৫	৯		
			মূল্যায়ন ছক-৬	৯		
	জার্নাল প্রতি ইউনিটের সর্বোত্তমটি		গ্রেডশিট	৭		
	ডায়েরি লিখন প্রতি ইউনিটে ১বার		গ্রেডশিট	১০		

বার্ষিক পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত ইউনিট ও অধ্যায়সমূহ						
ইউনিট	অধ্যায়	মূল্যায়ন কৌশল	নম্বর সংরক্ষণ কৌশল	বরাদ্দকৃত নম্বর	ইউনিট ভিত্তিক নম্বর	মোট নম্বর
ইউনিট-৩	দ্বিতীয়	শ্রেণির কাজ	মূল্যায়ন ছক-৭	১৫	৪৭	১০০
	তৃতীয়	শ্রেণির কাজ	মূল্যায়ন ছক-৮	১৫		
	জার্নাল প্রতি ইউনিটের সর্বোত্তমটি		গ্রেডশিট	৭		
	ডায়েরি লিখন প্রতি ইউনিটে ১বার		গ্রেডশিট	১০		
ইউনিট-৪	ষষ্ঠ	শ্রেণির কাজ	মূল্যায়ন ছক-৯	১২	৫৩	
			মূল্যায়ন ছক-১০	১২		
			মূল্যায়ন ছক-১১	১২		
	জার্নাল প্রতি ইউনিটের সর্বোত্তমটি		গ্রেডশিট	৭		
	ডায়েরি লিখন প্রতি ইউনিটে ১বার		গ্রেডশিট	১০		

বিশেষ নির্দেশনা

ষষ্ঠ শ্রেণির চারু ও কারুকলা বিষয়ের পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ২০২০ সালের মার্চ মাসে শুরু হচ্ছে। যেহেতু শিক্ষাবর্ষের ২টি মাস অতিবাহিত হয়েছে, তাই প্রধান শিক্ষক বিষয় শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে শিক্ষাবর্ষের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত শিক্ষাক্রমে নিধারিত ৭০টি শ্রেণি কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- এই বছরের (২০২০) অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে এ বিষয়ের নম্বর যুক্ত করার প্রয়োজন নেই।
- তবে বার্ষিক পরীক্ষায় সকল ইউনিটে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সমন্বয় করে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়ের নম্বর যুক্ত করে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করবেন। (অথ্যাৎ গ্রেড নির্ধারণে এ বিষয়টি যুক্ত হবে)
- ২০২১ সাল থেকে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত ইউনিট ও অধ্যায় বিন্যাস অনুযায়ী অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে চারু ও কারুকলা বিষয়ের নম্বর যোগ করে ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে।

শিক্ষক নির্দেশিকা ব্যবহার নির্দেশনা

ধারাবাহিক মূল্যায়নে শ্রেণিতে শিখন শিখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন একইসাথে চলে। এ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী শিখন অর্জনের কোন পর্যায়ে আছে তা চিহ্নিত করা, চূড়ান্ত মান আরোপ নয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত ও মূল্যায়নকে নির্ভরযোগ্য করাই ধারাবাহিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই নির্দেশিকার শিখন-শেখানো কার্যক্রমসমূহ (ক্লাস) সাজানো হয়েছে। নির্দেশিকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে আশা করা যায় শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন ফলপ্রসূ হবে।

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সার্বিক ধারণা অর্জন করবেন;
- প্রতিটি শ্রেণি কার্যক্রম যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে। শিখন কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রতিটি কার্যক্রম এবং এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবেন;
- বিষয়ের চাহিদার কারণে শ্রেণি কার্যক্রমগুলোতে মনোপেশিজ ক্ষেত্রে (অনুশীলন) অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;
- সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে ফলাবর্তনকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাণ বলা হয়। শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশিকায় প্রদত্ত ফলাবর্তন কৌশল কার্যকরভাবে প্রয়োগ করবেন;
- নির্দেশিকায় প্রতিটি শ্রেণি কার্যক্রম শিক্ষাক্রমের নির্দেশনার আলোকে ৫০ মিনিট সময় বিবেচনা করে সাজানো হয়েছে। কিন্তু সময় বিভাজন করা হয়নি। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে নিজের মত করে সময় বিভাজন করবেন;
- এই শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রতিটি ক্লাসের জন্য একটি সাধারণ নিরাময়মূলক সহায়তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে সেই মোতাবেক নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন;
- আত্ন-প্রতিফলনমূলক জার্নাল বিষয়ে **(পরিশিষ্ট-ছ)** স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে সে অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদান করবেন;
- ডায়েরি লেখার বিষয়ে শিক্ষকের জন্য নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন **(পরিশিষ্ট-চ)**;
- নির্দেশিকায় প্রদত্ত নম্বর সংরক্ষন (ছক পূরণ) নির্দেশনা অনুসারে নিয়মিত ছক পূরণ করবেন;
- পোর্টফোলিও সম্পর্কে শিক্ষক নিজের ধারণা সুগঠিত করবেন; **(পরিশিষ্ট-ঙ)**
- শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন ও মূল্যায়নকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ/ডকুমেন্ট/যথাযথভাবে পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করবেন;
- শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসের জন্য বিশেষ কোন নির্দেশনা থাকলে যথাসময়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিবেন;

ফলাবর্তন নির্দেশনা

সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে ফলাবর্তনকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রাণ বলা হয়। শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা ফলাবর্তন প্রদান করে অপারগ শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করতে পারেন। এই শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রতিটি শ্রেণি কার্যক্রমে পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে সম্ভাব্য ফলাবর্তন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় শিক্ষক বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা

ফলাবর্তন প্রদানের পরেও কিছু শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে এসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তার মাধ্যমে শিখন অর্জন নিশ্চিত করানো যেতে পারে। সামষ্টিক মূল্যায়নে এ সুযোগ না থাকলেও ধারাবাহিক মূল্যায়নে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, অপারগ শিক্ষার্থীর সংখ্যা, অপারগ শিক্ষার্থীর সক্ষমতা, বিদ্যালয়ের/শ্রেণিকক্ষের অবকাঠামো, শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণের সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নিরাময়মূলক সহায়তা কার্যক্রম নির্ভর করে। এসব বিষয় বিবেচনা করে এই শিক্ষক নির্দেশিকায় একটি সাধারণ নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অপারগ শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের সম্ভাব্য কিছু কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষক তাঁর শ্রেণি কার্যক্রমে যে কৌশল প্রযোজ্য হবে সেটি ব্যবহার করে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন-

- শিক্ষক নিজে তাঁর সুবিধাজনক সময়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন;
- পরবর্তী পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী যেন বুঝতে পারে সে কারণে নিরাময়মূলক সহায়তা পরবর্তী পাঠের আগেই হওয়া বাঞ্চনীয়;
- শিক্ষক প্রয়োজনে পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের যে কোন সুবিধাজনক সময়ে নিরাময়মূলক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং শিক্ষক এটা তদারকি করবেন;
- বিষয় শিক্ষক যদি মনে করেন পাঠের বিষয়বস্তু অভিভাবক/বাড়ির অন্য কেউ শিক্ষার্থীকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন তাহলে অভিভাবককে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব দিতে পারেন;
- বিদ্যালয় ছুটির পরে যদি নিরাময়মূলক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্যই শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণকে পূর্বেই জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, নাহলে অভিভাবকগণ উৎকণ্ঠায় থাকতে পারেন।
- নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের বিভিন্ন কৌশলগুলো এই নির্দেশিকায় সংযুক্ত করা হয়েছে। বিষয় শিক্ষক তা অনুধাবন করে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কৌশল ব্যবহার করবেন। **(পরিশিষ্ট-ঘ)**

বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের নম্বর সংরক্ষণ ও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলে অন্তর্ভুক্তকরণ

ধারাবাহিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্য শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখনের অবস্থা জেনে যাদের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করা। এ মূল্যায়নের নম্বর শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত করতে না পারলে শিক্ষার্থী শিখন শেখানো কার্যক্রমে আগ্রহী নাও হতে পারে। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষার্থীর গ্রেডে অন্তর্ভূক্ত করা এবং শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন এমনকি সম্ভাব্য পাবলিক পরীক্ষাতেও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নের নম্বর গ্রেডশীটে অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কীভাবে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়টির গ্রেড যুক্ত হবে তা জানা প্রয়োজন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের নম্বর সংরক্ষণ ও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ফলাফলে যুক্ত করার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে-

- প্রতিটি শ্রেণি কার্যক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের নম্বর সংরক্ষণের নির্দেশনা দেয়া আছে। সে অনুযায়ী নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে;
- নম্বর সংরক্ষণ সবসময়ই তাক্ষণিকভাবে করতে হবে। কারণ শ্রেণির বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে সাথে সাথে নম্বর সংরক্ষণ করলে তা প্রকৃত মূল্যায়নকে প্রতিফলিত করবে। মূল্যায়ন তথ্য পরে সংরক্ষণ করলে তা পূর্ব ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে যা মূল্যায়নের নির্ভরযোগ্যতা কমিয়ে দেয়;
- এই নির্দেশিকায় বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বিবেচনা করে অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার জন্য ইউনিট, অধ্যায় ও নম্বর বিভাজন করা হয়েছে। এই ইউনিট ও অধ্যায় বিভাজন অনুযায়ী বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফলে এ বিষয়ের নম্বর (গ্রেড) যুক্ত করে ফলাফল প্রদান করবেন;
- অনলাইনে প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর গ্রেড স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হবে;
- শিক্ষার্থীর লিখিত ডায়েরি ও জার্নাল এর নম্বর তার গ্রেড নির্ধারণে যুক্ত হবে, তাই প্রতি ইউনিটে একবার এ নম্বর গ্রেডশীটে যুক্ত করতে হবে;
- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়ন করা হলেও তা শিক্ষার্থীর গ্রেড নির্ধারণে যুক্ত হবেনা, আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ড শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গ্রেডশীটে আলাদাভাবে যুক্ত থাকবে;

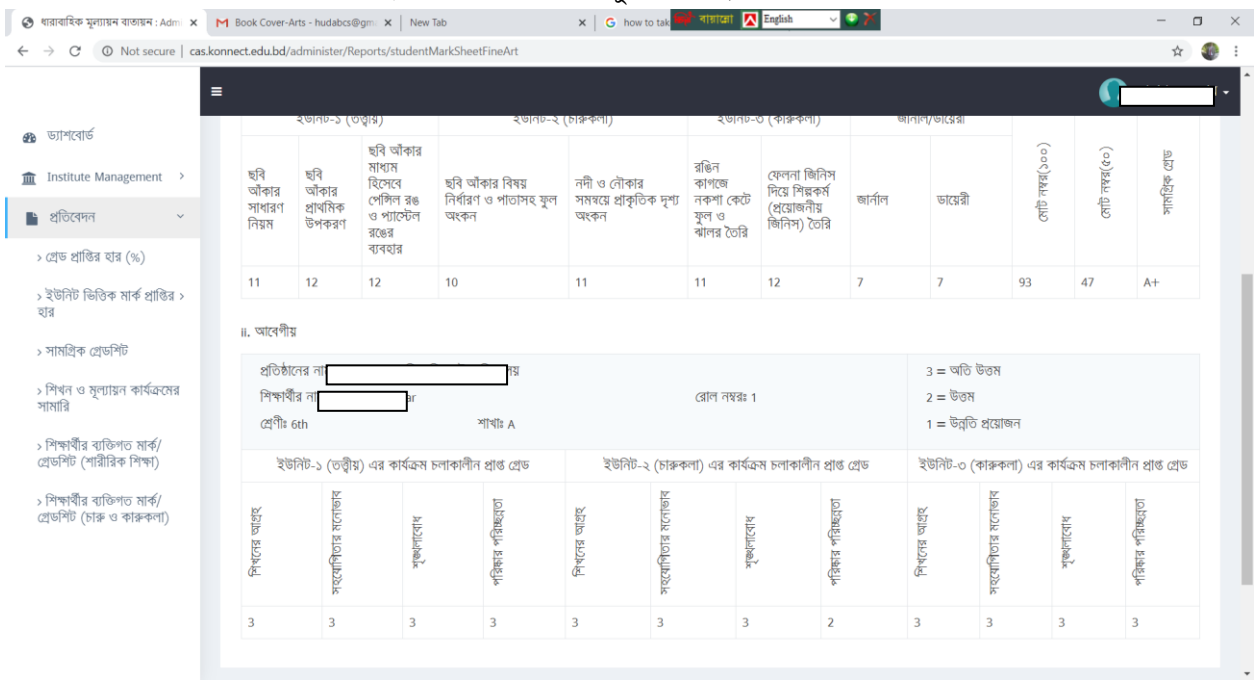

- উপরে একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত গ্রেডশীটের নমুনা দেখানো হয়েছে যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের মাধ্যমে তার গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে;
  (বর্ণিত ছকে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদণ্ডে ৩/২/১ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা দেখানো হয়েছে। বর্তমান নির্দেশিকায় আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন অর্জন ৩/২/১ সংখ্যার পরিবর্তে A/B/C এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে)
- আবেগীয় ক্ষেত্রে শিখন মূল্যায়ন ও নম্বর সংরক্ষণ প্রক্রিয়া প্রতিটি শ্রেণি কার্যক্রমে উল্লেখ করা আছে। সে অনুযায়ী আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও নম্বর সংরক্ষণ

ধারাবাহিক মূল্যায়নে একজন শিক্ষার্থীর সম্পাদিত কাজের মাধ্যমে তার শিখন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। তাই শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি মূল্যায়ন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে। অনুপস্থিতিকে সবসময়ই নিরুৎসাহিত করবেন। তবে যৌক্তিক কারণে কোন শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে তাকে মূল্যায়নের জন্য বিবেচনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক-

- ❖ কোন যৌক্তিক কারণে শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে তা যাচাই পূর্বক যে শ্রেণি কার্যক্রমে অনুপস্থিত ছিল তার বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোন কাজ (বাড়ির কাজ/অবসর সময়ে পরীক্ষা/অংকন/ ইত্যাদি) সম্পাদনের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করে মূল্যায়ন ও নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ❖ অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর সম্পাদিত কাজের নমুনা শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করবেন।

ছক থেকে গ্রেডশিটে নম্বর উত্তোলন বিষয়ক নির্দেশনা

- ❖ একজন শিক্ষক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করলে তার প্রদত্ত নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর গ্রেডশীটের সংশ্লিষ্ট অংশে জমা হবে;
- ❖ যে সকল শিক্ষক কাগজে কলমে চেকলিষ্ট পূরণ করবেন, তারা সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকার্যক্রম শেষে ছকের নির্দিষ্ট মানদন্ড পূরণ করে রাখবেন এবং অনলাইন পোর্টালে সংশ্লিষ্ট অংশে উত্তোলন করবেন;
- ❖ শিক্ষক চাইলে একটা মানদন্ড শেষে বা সম্পূর্ণ ছক পূরণের পর শিক্ষার্থীর প্রদত্ত নম্বর গ্রেডশিটের সংশ্লিষ্ট অংশে জমা করতে পারেন;
- ❖ শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবে শিখন মূল্যায়নের তথ্য (নম্বর) অনলাইন পোর্টালে উত্তোলন করবেন (যদি মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার না করেন) এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রয়োজনে সংশোধন করতে পারবেন;
- ❖ কোন একটি ইউনিট শেষে প্যানেল মডারেশন সভায় অনুমোদিত নম্বর চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

নম্বরের ব্যপ্তি	লেটার গ্রেড	নম্বরের ব্যপ্তি	লেটার গ্রেড
৪০-৫০	A+	২০-২৪	C
৩৫-৩৯	A	১৬-১৯	D
৩০-৩৪	A-	০-১৫	F
২৫-২৯	B		

বিশেষ নির্দেশনা

৬ষ্ঠ শ্রেণির চারু ও কারুকলা বিষয়ের পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ২০২০ সালের মার্চ মাসে শুরু হয়েছে। যেহেতু শিক্ষাবর্ষের ২টি মাস অতিবাহিত হয়েছে, তাই প্রধান শিক্ষক বিষয় শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে শিক্ষাবর্ষের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষক নির্দেশিকায় প্রদত্ত সকল (৭০) শ্রেণি কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- ❖ এই বছরের (২০২০) অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে এ বিষয়ের নম্বর যুক্ত করার প্রয়োজন নেই।
- ❖ তবে বার্ষিক পরীক্ষায় সকল ইউনিটে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সমন্বয় করে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়ের নম্বর যুক্ত করে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করবেন। (অর্থ্যাৎ গ্রেড নির্ধারণে এ বিষয়টি যুক্ত হবে)
- ❖ ২০২১ সাল থেকে শিক্ষক নির্দেশিকায় বর্ণিত ইউনিট ও অধ্যায় বিন্যাস অনুযায়ী অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে চারু ও কারুকলা বিষয়ের নম্বর যোগ করে ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে।

শিখনফলভিত্তিক শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম

ইউনিট-১

ক্লাস-১: (সার্বিক আলোচনা)

বছরব্যাপী চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন সমন্ধে শিক্ষার্থীদের সার্বিক ধারণা প্রদান।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন- শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.বছরব্যাপী চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন সমন্ধে শিক্ষার্থীদের সার্বিক ধারণা প্রদান।	- উদ্দেশ্য -ইউনিট পরিচিতি -শিখন-শেখানো কার্যক্রম -মূল্যায়ন প্রক্রিয়া -ডায়েরি/জার্নাল/ এ্যাসাইনমেন্ট/প্রজেক্টওয়ার্ক বিষয়ে ধারণা -সম্ভাব্য উপকরণ -মূল্যায়নের মানদন্ড	-আগ্রহ -সহযোগিতা -শৃঙ্খলাবোধ	-আলোচনা -প্রশ্নোত্তর	-বোর্ড/মাল্টিমিডিয়া -শিক্ষার্থীর ডায়েরি -বিভিন্ন ওয়ার্কশীট -ছক -গ্রেডশীট	–	–	–	–

শিখন শেখানো কার্যাবলি: বছরব্যাপী চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন সমন্ধে শিক্ষার্থীদের সার্বিক ধারণা প্রদান

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- সারা বছর **চারু ও কারুকলা** বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নের শিখন-শেখানো কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করবেন;
- শিক্ষার্থীদের কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে এবং তাদের প্রাপ্ত নম্বর কীভাবে সংরক্ষন করা হবে তা সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত ডায়েরি তারা কীভাবে লিখবে সে সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন;
- ডায়েরি লিখনে কীভাবে নম্বর প্রদান করা হবে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ধারণা প্রদান করবেন;
- কোন কোন মানদন্ডে (বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও মনোপেশিজ) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে তা জানিয়ে দিবেন;
- কতদিন পর পর শিক্ষার্থীরা তাদের অগ্রগতি প্রতিবেদন জানতে পারবে তা জানিয়ে দিবেন;
- বছরব্যাপি শিখন কার্যক্রমের অধ্যায় বিন্যাস জানিয়ে দিবেন;
- আত্ম-প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখার নিয়ম ও নম্বর বন্টন শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন;
- শিখন-শেখানো কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও কার্যকর শিখনের জন্য ন্যূনতম কী কী উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে তা শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন;
- প্রয়োজনীয় শিখন উপকরণ (ডায়েরি, পোর্টফোলিও) শিক্ষার্থীদের মাঝে বন্টন করে দিবেন;
- কোন শিক্ষার্থীর সার্বিক নির্দেশনা বোঝায় কোন ঘাটতি থাকলে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তনের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করবেন।

*****চারু ও কারুকলা বিষয়ের ক্লাস যেদিন থাকবে সেদিন প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সঙ্গে আনতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা প্রদান করবেন।**

ক্লাস-২: (অধ্যায়-১)

শিখনফল: চারু ও কারুকলা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন- শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. চারুকলা কী তা বর্ণনা করতে পারবে। ২. চারুকলার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদানের নাম উল্লেখ করতে পারবে।	১.চারুকলার পরিচয় ২.চারুকলার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদানের নাম (কাগজ, বিভিন্ন রং)	-চারুকলা সম্পর্কিত ধারণা -ছবি আঁকার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে ধারণা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সহযোগিতা	প্রদর্শন নিরব পাঠ আলোচনা প্রশ্নোত্তর অনুশীলন	-বোর্ড/মাল্টিমিডিয়া -চারুকলার বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত পোস্টার পেপার/বাস্তব উপকরণ	-প্রশ্নোত্তর -একক কাজ -পর্যবেক্ষণ	-	-	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: চারুকলার পরিচয় ও চারুকলার বিভিন্ন উপাদান।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন-
  - ❖ চারুকলা বলতে তোমরা কী বুঝ?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক চারুকলার পরিচয় বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন;
- অথবা, পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোন উপায়ে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, একক কাজ ও আলোচনা)

- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিখন-শেখানো কার্যক্রম এগিয়ে নিতে পারেন-
  - ❖ সাধারণত: আমরা কোন কোন জিনিসের উপর ছবি আঁকি?
  - ❖ প্রাচীন কালেও কী এসব জিনিসের উপর ছবি আঁকা হতো?
- যত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে প্রশ্নোত্তরের আওতায় আনা যায় সে চেষ্টা করবেন;
- একজন শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীদের বলা বিভিন্ন উপাদনের নাম বোর্ডে লিখতে বলবেন;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে জিনিসের নাম উল্লেখ করবে সেই জিনিসটির ছবি শিক্ষক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন;
- বোর্ডে লেখা ছবি আঁকার বিভিন্ন জিনিসের নাম অন্যান্য শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন; (বর্তমান ও প্রাচীন কাল আলাদাভাবে লেখার নির্দেশনা দিবেন)
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরে সম্ভাব্য কোন জিনিসের নাম বাদ পড়লে প্রয়োজনে ব্যাখ্যাসহ শিক্ষক তা বলে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের খাতায় লিখতে বলবেন;
- **একই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার বিভিন্ন ধরনের রং সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন;**
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতা***) নিচের ছকের আলোকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
শৃঙ্খলাবোধ	শান্তভাবে নিরব পাঠ /শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ/ সহপাঠীর সাথে কাঙ্খিত আচরণ
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/বন্ধুকে শিখনে সাহায্য

নিরব পাঠ: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ৫ মিনিট পাঠ: ২ অংশ নিরবে পাঠ করার নির্দেশনা দিবেন।

- নিরব পাঠ চলাকালীন শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন;
- নিরব পাঠ শেষ হলে পাশের বন্ধুর সাথে জোড়ায় বসে পাঠের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার নির্দেশনা দিবেন;
- জোড়ায় কাজ চলাকালীন শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিয়ে শিক্ষক শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন; যেমন-
  - ছবি অংকনের সময় কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হয়?
  - কোন রঙে পানি ও তেল মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়?
  - সাধারণত কোন কোন স্থানে ছবির প্রদর্শনী করা হয়? ইত্যাদি
- অথবা এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অন্য প্রশ্নের মাধ্যমেও শিখন অর্জন মূল্যায়ন করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের লেখা উত্তর সংগ্রহ করে শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লিখিত উত্তর তাদের পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করবেন;
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতার মনোভাব***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই ক্লাসের বিষয়বস্তু **'চারুকলার পরিচয় ও চারুকলার বিভিন্ন উপাদান'**- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি (ক্লাস-২) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-১ (চারু ও কারুকলার পরিচয়)** এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (চারুকলা ও এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা) পূরণ করবেন;

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৩: (অধ্যায়-১)

শিখনফল: চারু ও কারুকলা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. কারুকলার পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে। ২. নিজ বাড়ি ও আশেপাশের কারু ও লোকশিল্পের বিভিন্ন উপদ্যান চিহ্নিত করতে পারবে।	১. কারুকলার পরিচয় ২.কারুশিল্প ও লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদান	-কারুকলার পরিচয় -কারুশিল্প ও -লোকশিল্পের বিভিন্ন উপাদান –সক্রিয় অংশগ্রহণ –সহযোগিতা –শৃঙ্খলাবোধ	প্রদর্শন নিরব পাঠ আলোচনা প্রশ্নোত্তর অনুশীলন	-বোর্ড/মাল্টিমিডিয়া -কারুকলার বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত পোস্টার পেপার -কারুকলার সহজলভ্য বাস্তব উপাদান	-প্রশ্নোত্তর -একক কাজের ওয়ার্কসীট -একক কাজ -পর্যবেক্ষণ	একক কাজের উত্তর	–	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: চারুকলার পরিচয় ও চারুকলার বিভিন্ন উপাদান।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন-
  - ❖ কারুকলা বলতে তোমরা কী বুঝ?
  - ❖ তোমার বাড়িতে আছে এমন ২/১টি কারু পণ্যের নাম বল।
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক কারুকলার পরিচয় বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন;
- অথবা, পাঠের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্য কোন উপায়ে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (নিরব পাঠ, একক কাজ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা)

- শিক্ষক এই ক্লাশের সাথে সম্পর্কিত পাঠ: ৩ অংশ শিক্ষার্থীদের ৫ মিনিট নিরব পাঠের নির্দেশনা প্রদান করবেন;
- নিরব পাঠ শেষে হলে শিক্ষক কারুশিল্প রও লোকশিল্পের বিভিন্ন পণ্য এলোমেলোভাবে পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন।

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী ছবিতে এলোমেলোভাবে প্রদর্শিত জিনিসগুলোকে কারুশিল্প ও লোকশিল্প এ দুটি ভাগে বিন্যস্ত করবে।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থী খাতায় এলোমেলোভাবে প্রদর্শিত পণ্যসমূহকে কারুশিল্প ও লোকশিল্প এ দুটি ভাগে বিন্যস্ত করবে;
- একক কাজ শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার পাশের বন্ধুর সাথে খাতা বিনিময় করবে;
- শিক্ষক সঠিক উত্তর বোর্ডে প্রদর্শন করবেন;
- বোর্ডে প্রদর্শিত সঠিক উত্তরের ভিত্তিতে একজনকে অন্যজনের উত্তর মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করতে নির্দেশ দিবেন;
- সঠিক উত্তরের আলোকে কোন কোন শিক্ষার্থী ভুল করেছে তা পর্যায়ক্রমে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন;
- যেসব শিক্ষার্থী ভুল করেছে তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দিবেন;
- এ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;

এই ক্লাসের সাথে সম্পর্কিত পাঠ: ৪ এর কারুশিল্প ও লোকশিল্পের বিভিন্ন বস্তুর ছবি সম্বলিত পোস্টার/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করে-

- দৈবচয়নের ভিত্তিতে কোনটি কোন শিল্পের অন্তর্গত শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করতে বলবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা চাইবেন;
- যেসব শিক্ষার্থী ভুল করেছে তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দিবেন;
- এ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতা***) নিচের ছকের আলোকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
শৃঙ্খলাবোধ	শান্তভাবে নিরব পাঠ /শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ/ সহপাঠীর সাথে কাঙ্খিত আচরণ
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/বন্ধুকে শিখনে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- দৈবচয়নের ভিত্তিতে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন; যেমন-
  - ❖ কারুশিল্প ও লোকশিল্প কি একই?
  - ❖ কারুশিল্প ও লোকশিল্পের মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে?
  - ❖ বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র কি কারুশিল্প না লোকশিল্পের অন্তর্গত ?
  - ❖ শীতলপাটিকে তুমি কোন শিল্পের অন্তর্গত পন্য বলে মনে কর ? যুক্তি দাও।
- অথবা, পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন অর্জন মূল্যায়ন করতে পারেন;
- **এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (*সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা*) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;**
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিচের নিরাময়মূলক সহায়তা পরিকল্পনা ছকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'কারুকলার ধারণা ও উপাদান'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-১ (চারু ও কারুকলার পরিচয়)- এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (কারুকলার ও এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা) পূরণ করবেন;
- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- **শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;**
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (*সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ*)শিখন সন্তোষজনক নয় তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৪: (অধ্যায়-১)

শিখনফল: ছবি আঁকার সূচনালগ্নের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	**মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড**		
						স্ব-মূল্যায়ন	**সতীর্থ মূল্যায়ন**	**শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন**
১. ছবি আঁকার ও কারুশিল্পের সূচনা লগ্নের কথা বর্ণনা করতে পারবে।	১. আদিম মানুষের শিল্পকলা	-মানুষের আঁকা প্রথম ছবি -আদিম মানুষের ছবি আঁকার উদ্দেশ্য -আদিম মানুষের ছবি আঁকার উপকরণ -আদিম মানুষের কারুশিল্প -সক্রিয় অংশগ্রহণ –সহযোগিতারমনোভাব –শৃঙ্খলাবোধ	প্রদর্শন আলোচনা প্রশ্নোত্তর অনুশীলন	-বোর্ড/মাল্টিমিডিয়া -আদিম মানুষের তৈরি বিভিন্ন ছবি সম্বলিত পোস্টার - আদিম মানুষের তৈরি কারুশিল্পের ছবি।	-প্রশ্নোত্তর -একক কাজ ওয়ার্কসীট -দলগত কাজ -পর্যবেক্ষণ		দলগত কাজের সঠিক উত্তর	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ছবি আঁকার সূচনালগ্নের কথা।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পাঠ্য বইয়ের মুদ্রিত গুহাচিত্রটি অথবা অন্য কোন প্রাচীন গুহাচিত্র শ্রেণিতে প্রদর্শন করবেন;
- ছবিটি সকল শিক্ষার্থীকে ১ মিনিট মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবেন-
  - ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো?
  - এ ছবিটি কিসের উপর আঁকা হয়েছে?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক আদিম মানুষের শিল্পকলা বিষয়ক আলোচনা শুরু করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (নিরব পাঠ, দলগত কাজ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা)

নিরব পাঠ: আদিম মানুষের শিল্পকলা সম্পর্কিত পাঠ: ৫ ও ৬ শিক্ষার্থীদের ৫ মিনিট নিরব পাঠের নির্দেশনা দিবেন।

- নিরব পাঠ শেষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করে দলগত কাজের নির্দেশনা দিবেন।

দলগত কাজ: আদিম মানুষের ছবি আঁকার উদ্দেশ্য, ছবি আঁকার বিভিন্ন উপকরন ও তাঁদের তৈরি বিভিন্ন কারুশিল্পের উদাহরণ দলে আলোচনা করে সরবরাহকৃত ছক অনুযায়ী উপস্থাপনের নির্দেশনা দিবেন।

দলগত কাজ উপস্থানের নমুনা ছক

দলের নাম ও দলের সদস্যদের রোল নং	আদিম মানুষ কী কারণে ছবি আঁকত	ছবি আঁকার জন্য আদিম মানুষ কী ব্যবহার করতো	আদিম মানুষের ব্যবহৃত ২ টি কারুশিল্পের নাম লিখ

- শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে প্রদত্ত ছকের মত করে খাতায় লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ শেষ হলে একদলের কাজ অন্য দলের সাথে বিনিময় করতে বলবেন;
- শিক্ষক প্রদত্ত দলগত কাজের সম্ভাব্য সঠিক উত্তর বোর্ডে উপস্থাপন করবেন;
- প্রদর্শিত সঠিক উত্তরের আলোকে একদলকে অন্য দলের কাজ মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- কোন দল কোন কোন ক্ষেত্রে সঠিক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল করেছে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন;
- যেসব দলের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা ব্যাখ্যাসহ ফলাবর্তন প্রদান করবেন;
- এ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেস্টা করবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের আচরন (মানবীয় গুণাবলি) পর্যবেক্ষণ করবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (*সক্রিয় অংশগ্রহণ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতা*) নিচের ছকের আলোকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
শৃঙ্খলাবোধ	শান্তভাবে নিরব পাঠ /শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ/ সহপাঠীর সাথে কাঙ্খিত আচরণ
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/বন্ধুকে শিখনে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিয়ে শিক্ষক শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন; যেমন-
  - আদিম মানুষ কোথায় অংকন করতেন?
  - আদিম মানুষ কি ঘর সাজানোর জন্য ছবি অংকন করতো?
  - আদিম মানুষ সাধারণত কিসের ছবি আঁকতেন ? **অথবা, পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য যেকোন প্রশ্ন;**
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তর সংগ্রহ করে শিখন মূল্যায়ন করবেন;
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব ও শৃঙ্খলাবোধ***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষকের দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'আদিম মানুষের শিল্পকলা'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-১ (চারু ও কারুকলার পরিচয়)- এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (আদিম মানুষের শিল্পকলা সম্পর্কিত ধারণা) পূরণ করবেন।
- **আবেগীয় ক্ষেত্র:**
- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৫: (অধ্যায়-১)

শিখনফল: . চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে	১. চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা	-চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা -আত্ম-প্রতিফলনমূলক জার্নাল –সক্রিয় অংশগ্রহণ –সচেতনতা	প্রদর্শন আলোচনা প্রশ্নোত্তর অনুশীলন	-বোর্ড/মাল্টিমিডিয়া -কারুকলার বিভিন্ন উপাদান সম্বলিত পোস্টার পেপার -কারুকলার সহজলভ্য বাস্তব উপাদান	-প্রশ্নোত্তর -একক কাজের ওয়ার্কসীট -একক কাজ -পর্যবেক্ষণ		একক কাজের ওয়ার্কসীট	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পোস্টারে অথবা মাল্টিমিডিয়ায় এমন ২/১টি প্রাচীন ছবি প্রদর্শন করবেন যা খুব বেশি বিমূর্ত নয় অর্থাৎ ছবিগুলো দেখে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে সার্বিক ধারণা পাওয়া যায় ;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রদর্শিত ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে তা পাঁচ (৫) বাক্যে খাতায় লিখবে।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তারা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে তা ৫ বাক্যে খাতায় লিখতে বলবেন;
- দৈবচয়নের ভিত্তিতে কিছু শিক্ষার্থীর কাছে কি লিখেছে জানতে চাইবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সুত্র ধরে কীভাবে চারুকলা প্রাচীর সভ্যতা ও জাতি সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে সে সম্পর্কে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- একইভাবে কী কারণে চারু ও কারুকলাকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় তা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতা***) নিচের ছকের আলোকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
শৃঙ্খলাবোধ	শান্তভাবে নিরব পাঠ /শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ/ সহপাঠীর সাথে কাঙ্খিত আচরণ
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/বন্ধুকে শিখনে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- দৈবচয়নের ভিত্তিতে পাঠ: ৭ ও ৮ এর সাথে সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন; যেমন-
  - কোন একটি বিলুপ্ত সভ্যতা সম্পর্কে জানার সবচেয়ে সহজ উপায় কী এবং কেন?
  - চিত্রকলা বা শিল্পকলাকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলা হয় কেন?
- তোমার নিজের ক্ষেত্রে চারু ও কারুকলা কেন প্রয়োজন ১টি কারণ উল্লেখ কর
- অথবা, পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য যেকোন প্রশ্ন
- যেসব শিক্ষার্থী সন্তোষজনকভাবে শিখন অর্জন করেছে তাদের ধন্যবাদ দেবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদেরকেও প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু 'চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা' -এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-১ (চারু ও কারুকলার পরিচয়)- এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা) পূরণ করবেন;
- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠটি এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ➢ পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

আত্ন-প্রতিফলনমূলক জার্নাল লিখন: "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর আঁকা একটি ছবি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এ ছবিতে কী কী বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে তার বর্ণনা লিখ"। শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি কোথায় (বই, ক্যালেন্ডার, ইন্টারনেট ইত্যাদি) পেতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-১ (চারু ও কারুকলার পরিচয়)

চারু ও কারুকলার পরিচয়									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ				মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	চারুকলার ও এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা	কারুকলার ও এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা	আদিম মানুষের শিল্পকলা সম্পর্কিত ধারণা	চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহযোগিতা	শৃঙ্খলাবোধ	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									

এখানে, ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ক্লাস-৬: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল : ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে ছবি অংকন করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে	১. ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ২.আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং	-ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম -ফ্রি হ্যান্ডে রেখার ব্যবহার -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ	-আলোচনা -প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -নীরব পাঠ -অনুশীলন -একক কাজ	গোলাকার, তিন ও চার কোনাকার আকৃতি ব্যবহার করে আঁকা ছবি (কার্টিজ পেপার/পোস্টার)/ মাল্টিমিডিয়া/ বোর্ড ইত্যাদি।	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছকগ্রেডিশট

শিখন শেখানো নির্দেশনা: ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক বোর্ডে পাঠের সাথে সম্পর্কিত উপকরণ টাঙিয়ে/এঁকে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠে প্রবেশ করবেন।
- এক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর সহায়তা নিতে পারেন অথবা পাঠের সাথে সংগতি রেখে অন্য কোনো প্রশ্ন করতে পারেন;
- ❖ আমরা বোর্ডে কী দেখতে পাচ্ছি? সম্ভাব্য উত্তর: ঘর, গাছ, সূর্য ইত্যাদি;
- ❖ ঘর, গাছ, সূর্য এগুলোর আকার ও আকৃতি কি একই রকম? সম্ভাব্য উত্তর: ছোট, বড়, গোল, বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন রঙের ইত্যাদি;
- ❖ ঘর, গাছ, সূর্য কোন দিক হতে আলাদা?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠ উপস্থাপন করবেন **(ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম, আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং)**।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন ও আলোচনা, নীরব পাঠ ও প্রশ্নোত্তর)

- শিক্ষক ১/২ টা ভুল ছবি প্রদর্শন করবেন। [যেখানে বিষয়গুলো সাজানো নেই, দূরত্ব অনুপাতও ঠিক নেই। আলোছায়ার সঠিক প্রয়োগ হয়নি অর্থাৎ নিয়মের ব্যত্যয় হয়েছে]
- শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন এবং ঠিক আছে কিনা দেখতে বলবেন;
- শিক্ষক ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মের প্রাথমিক আলোচনা করবেন;
- এ বিষয়ে শিক্ষক নিজে আলোচনা করে এ সম্পর্কিত পাঠটি নীরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নীরবে পাঠ করবে;
- শিক্ষক এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করবেন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ,** অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে **শৃঙ্খলাবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

সহজভাবে ছবি আঁকার নিয়ম সম্পর্কিত শিখনফলটি অর্জিত হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক নিচের কার্যক্রম সম্পাদন করতে বলবেন-

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নিজ নিজ খাতায় একটা ঘরের ছবি আঁকতে বলবেন;
- আকৃতি অনুযায়ী ঘরের বিভিন্ন অংশ অংকন প্রণালি ঠিক না হলে ঠিক করে দিবেন;
- সঠিকভাবে করতে না পারা শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলো ধরে ঠিক করে দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাজের সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন;
- এরপরও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন;
- শিক্ষার্থীরা যেসব জায়গায় ভুল করেছে তার সূত্র ধরে শিক্ষক বোর্ডে গোল আকৃতি ব্যবহার করে ফুল/গ্লাস/ আপেল/কলস/হাঁস/গাছ, তিন কোণা আকৃতি ও চার কোণা আকৃতি ব্যবহার করে ঘর অংকন করে আলোচনা করবেন।

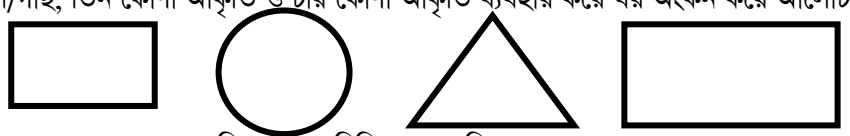

- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ খাতায় একটি ঘর অংকন করবে।

- পুনরায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খাতায় ঘর আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আঁকা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজ চলাকালীন সময়ে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে (সতীর্থ মূল্যায়নের) ছক সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা ঘরের ছবি তার পাশের বন্ধুর সাথে বিনিময় করার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক (বন্ধুর চোখে) অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন।

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক -২০তম ক্লাস)

তোমার নাম ---------- রোল নং -------- সেকশন -------	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	বন্ধুর নাম ---------- রোল নং -------- সেকশন -------
	আকৃতির ব্যবহার				
	বিষয়বস্তু অংকন				
	রেখার ব্যবহার (ড্রইং)				

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের (৬ষ্ঠ ক্লাস) বিষয়বস্তু 'ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম) এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে ধারণা) চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন;

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৭: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: আকৃতি ও গঠনসহ ছবি অংকন করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরণ ও নির্দেশক/ মানদন্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. গোল আকৃতি ব্যবহার করে কলসী ও গ্লাস অংকন করতে পারবে।	১. গোল আকৃতি ব্যবহার করে কলসী ও গ্লাস অংকন	-সঠিক নিয়মে আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং এর নৈপূণ্য (গোল আকৃতির মাধ্যমে কলসী ও গ্লাস অংকন) -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- প্রশ্নোত্তর - প্রদর্শন - অনুশীলন -একক কাজ	তিনটি ভিন্ন আকৃতিকে ভিত্তি করে আঁকা তিনটি ছবি (পোস্টার)/ মাল্টিমিডিয়া/ বাস্তব উপকরণ	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ - অংকন দক্ষতা		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: গোল আকৃতি ব্যবহার করে কলসী ও গ্লাস অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্ন বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন-
  - ❖ ঘরের মধ্যে সব কিছু কি একই রকম থাকে? শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য উত্তর 'না' থেকে শিক্ষক ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন আকৃতির ধারণাকে সম্পৃক্ত করবেন।

পরবর্তীতে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন-

- ❖ গাছ ও সূর্য দেখতে কি একই রকম?
- ❖ এ দুটি বস্তুর আকৃতি কি দেখতে একই রকমের?

- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক এ বিষয়ে (আকৃতি ও গঠনসহ ছবি অংকন) পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর ও একক কাজ)

- তিনটি ভিন্ন আকৃতিকে ভিত্তি করে আঁকা তিনটি ছবি (সূর্য, গাছ ও টিনের ঘর) প্রদর্শন করবেন অথবা এঁকে দেখাবেন;
- অংকিত ছবির আলোকে নমুনা প্রশ্ন হতে পারে-
  - ❖ প্রদর্শিত ছবিগুলো কি একই রকম?
  - ❖ এ ছবিগুলোর পার্থক্য কী কী?
- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কওে বোর্ডে গোল আকৃতি ব্যবহার করে কলসী ও গ্লাস অংকন করে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সহযোগিতা করবেন।

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী গোল আকৃতি ব্যবহার করে কলসী ও গ্লাস অংকন করবে।

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গোল আকৃতি ব্যবহার করে একটি কলসী ও গ্লাস আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আঁকা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দিক নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা ছবি তার পাশের বন্ধুর কাছে দিতে এবং বন্ধুর আঁকা ছবি তার কাছে নিতে নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ,** অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে **শৃঙ্খলাবোধ** এবং অংকনে রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে **সৌন্দর্যবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক-২১তম ক্লাস)

শিক্ষার্থীর নাম রোল :	বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর নাম রোল নম্বর :
	১.ছবি আঁকতে আকৃতি অনুসরন				
	২.ছবি আঁকার পারদর্শীতা				

মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ফলাবর্তন

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল গঠন ও আকৃতির সাথে সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গঠন ও আকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে (গোল আকৃতি) শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- অংকন প্রণালী ঠিক না হলে ঠিক করে দিবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন এবং সুবিধাজনক সময়ে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'আকৃতি ও গঠন অনুযায়ী ছবি অংকন'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনটি (৭ম, ৮ম ও ৯ম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম দুটি (৭ম ও ৮ম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৯ম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসসমূহের (৭ম ও ৮ম) শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)**-এর এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশ **(আকৃতি ও গঠনের প্রয়োগ)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই,
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৮: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: আকৃতি ও গঠনসহ ছবি অংকন করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরণ ও নির্দেশক/ মানদন্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.গোল আকৃতি ব্যবহার করে শাপলা ফুল, হাঁস ও মাছ অংকন করতে পারবে।	১.গোল আকৃতি ব্যবহার করে শাপলা ফুল, হাঁস ও মাছ অংকন	-সঠিক নিয়মে আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং এর নৈপূণ্য (গোল আকৃতির মাধ্যমে শাপলা ফুল, হাঁস ও মাছ অংকন) -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- প্রশ্নোত্তর - প্রদর্শন - অনুশীলন -একক কাজ	গোল আকৃতি দিয়ে শাপলা ফুল, হাঁস ও মাছ (পোস্টার)/ মাল্টিমিডিয়া/ বাস্তব উপকরণ	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ - অংকন দক্ষতা		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: গোল আকৃতি ব্যবহার করে শাপলা ফুল, হাঁস ও মাছ অংকন করতে পারবে

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন,আমরা তো গত ক্লাসে দেখেছি বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে কিভাবে ছবি আঁকা যায়। আচ্ছা বৃত্ত আকৃতি দিয়ে কী কী ফুল আঁকা যায়?
- শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ফুলের নাম বলবে। তা থেকে শিক্ষক শাপলা ফুলের নামটি বেছে নিয়ে বলবেন, এসো আমরা বৃত্ত দিয়ে আমাদের জাতীয় ফুলের ছবি আঁকি।
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক এ বিষয়ে (আকৃতি ও গঠনসহ ছবি অংকন) পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, একক কাজ ও বোর্ড ব্যবহার)

- শিক্ষক গোল আকৃতি দিয়ে শাপলা ফুল, হাঁস ও মাছ এঁকে (অথবা মাল্টিমিডায়ার মাধ্যমে প্রদর্শন অথবা পোস্টারের মাধ্যমে ধাপগুলো তুলে ধরতে পারেন) তার কৌশল বর্ণনা করতে পারেন;
- বাস্তব উপকরণ টেবিলে সাজিয়েও প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারেন;
- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন করবেন।

একক কাজ : প্রত্যেক শিক্ষার্থী গোল আকৃতি ব্যবহার করে শাপলা ফুল,হাঁস ও মাছ অংকন করবে।

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গোলাকৃতি ব্যবহার করে শাপলা ফুল, হাঁস ও মাছ আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আঁকা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দিক নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজ চলাকালীন সময়ে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা ছবি তার পাশের বন্ধুর কাছে দিতে এবং বন্ধুর আঁকা ছবি তার কাছে নিতে নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ,অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে শৃঙ্খলাবোধ এবং অংকনে রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

শিক্ষার্থীর নাম: রোল :	বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর নাম: রোল নম্বর :
	ছবি আঁকতে আকৃতি অনুসরন				
	অংকনে পারদর্শীতা				

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের শিখনফলটি গঠন ও আকৃতির সাথে সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গঠন ও আকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে (গোল আকৃতির ব্যবহার, অংকন দক্ষতা এবং কাজের পরিচ্ছন্নতা) শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- অংকন প্রণালি ঠিক না হলে ঠিক করে দিবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'আকৃতি ও গঠন অনুযায়ী ছবি অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনটি (৭ম, ৮ম ও ৯ম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম দুটি (৭ম ও ৮ম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৯ম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসসমূহের (৭ম ও ৮ম) শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)**-এর এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশ **(আকৃতি ও গঠনের প্রয়োগ)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৯: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: আকৃতি ও গঠনসহ ছবি অংকন করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরণ ও নির্দেশক/ মানদন্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১ তিন কোণা, চার কোণা ও গোল আকৃতি ব্যবহার করে ঘর ও গাছ অংকন করতে পারবে।	১. তিন কোণা আকৃতি ও চার কোণা আকৃতি ব্যবহার করে ঘর অংকন ২. গোল আকৃতি ব্যবহার করে গাছ অংকন	-সঠিক নিয়মে আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং এর নৈপুণ্য (গোল আকৃতি, ত্রিভূজ ও চতুর্ভূজ এর মাধ্যমে গাছ ও ঘর অংকন) -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা(সৌন্দর্যবোধ)	-প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন -একক কাজ	চারটি ভিন্ন আঙ্গিকের আঁকা চিত্র (পোস্টার)/ মাল্টিমিডিয়া/ বাস্তব উপকরণ	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -অংকন দক্ষতা		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: তিনকোণা, চারকোণা ও গোল আকৃতি ব্যবহার করে গাছ ও ঘর অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্ন বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন-
- ❖ তোমার আশেপাশের ঘর ও গাছের আকৃতি কি দেখতে একই রকমের? উত্তর না হলে, কেন না, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উত্তর বের করার চেষ্টা করবেন;
- ❖ গত ক্লাসে আমরা বৃত্ত আকৃতি দিয়ে শাপলা ফুল, হাঁস ও মাছ আঁকা শিখেছি। এসো আজ আমরা ত্রিভূজ ও চতুর্ভূজ আকৃতি দিয়ে ঘর আঁকা শিখি।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, একক কাজ ও বোর্ড ব্যবহার)

- ছবি আঁকার কৌশল শিক্ষক বোর্ডে এঁকে (প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করে) দেখাতেও পারেন;
- বাস্তব উপকরণ টেবিলে সাজিয়েও প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারেন;
- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন করবেন।

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী তিন কোণা, চার কোণা ও গোল আকৃতি ব্যবহার করে গাছ ও ঘর অংকন করবে।

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন আকৃতি ব্যবহার করে গাছ ও ঘর অংকন করতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আঁকা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দিক নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি বোর্ডে টানিয়ে দিয়ে ছবির সঠিকতা নিয়ে আলোচনা করবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে সতীর্থ মূল্যায়নের **ছক** সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা ছবি তার পাশের বন্ধুর কাছে দিতে এবং বন্ধুর আঁকা ছবি তার কাছে নিতে নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ, অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে শৃঙ্খলাবোধ এবং অংকনে রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীর নাম রোল :	বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর নাম রোল নম্বর :
	আকৃতি ব্যবহার করে ছবি আঁকতে পারা				
	অংকনে পারদর্শিতা				

মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ফলাবর্তন

এই পাঠের শিখনফলটি গঠন ও আকৃতির সাথে সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন।এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গঠন ও আকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে (ত্রিভূজ ও চতুর্ভূজ ও গোল আকৃতির ব্যবহার, অংকন দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধ)শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- অংকন প্রণালি ঠিক না হলে ঠিক করে দিবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'আকৃতি ও গঠন অনুযায়ী ছবি অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনটি (৭ম, ৮ম ও ৯ম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- এই ক্লাসটি উপরোক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট শেষ (৯ম) ক্লাস;
- শিখন মূল্যায়নের সময় শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসসমূহের (৭ম ও ৮ম) শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)**-এর এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশ **(আকৃতি ও গঠনের প্রয়োগ)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-১০: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: ছবি আঁকার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরণ ও নির্দেশক/ মানদন্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.দুরত্ব ও অনুপাত অনুযায়ী ছবি অংকন করতে পারবে।	১.দুরত্ব, অনুপাতও বিষয় সাজানো	-অংকনে বিষয়বস্তু সাজানো -দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনত া(সৌন্দর্যবোধ)	-প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন -একক কাজ	চারটি ভিন্ন আঙ্গিকের আঁকা চিত্র (পোস্টার)/ মাল্টিমিডিয়া/ বাস্তব উপকরণ	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -অংকন দক্ষতা		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: দুরত্ব ও অনুপাত ও বিষয় সাজানো অনুযায়ী ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত প্রশ্ন বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন-
  - কোনো একটি স্থান থেকে দূরে/কাছের সবগুলো বাড়ি কি একই রকম দেখা যায়?
  - দূরের একটি ঘর ও কাছের একটি ঘর কি আমরা একই সমান দেখি?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক এ বিষয়ে (বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাত) পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন,একক কাজ, প্রশ্নোত্তর ও বোর্ড ব্যবহার)

- চারটি ভিন্ন আঙ্গিকে অংকিত একই চিত্র (পাঠ্য বইয়ের ছবি/ মাল্টিমিডিয়া/ বাসা থেকে এঁকে নিয়ে আসা ছবি/ শিক্ষক বোর্ডে এঁকে দেখাতেও পারেন);
- প্রদর্শিত ছবির আলোকে নমুনা প্রশ্ন হতে পারে-
  - প্রদর্শিত ছবিগুলো কি একই রকম?
  - এ ছবিগুলোর পার্থক্য কী কী?
- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন করবেন।

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী দুরত্ব ও অনুপাত ও বিষয় সাজানো অনুযায়ী গাছ ও উড়ন্ত পাখিসহ একটিছবি অংকন করবে।

- শিক্ষক দূরত্ব ও অনুপাত বিবেচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গাছ ও উড়ন্ত পাখিসহ একটি দৃশ্য আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষক এ সময় শিক্ষার্থীদের কাজের দূরত্ব ও অনুপাত এবং বিষয় সাজানোর দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন ;
- শিক্ষার্থীদের কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আঁকা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দিক নির্দেশনা দিয়ে অংকনে সহযোগিতা করবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে সতীর্থ মূল্যায়নের **ছক** সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা ছবি তার পাশের বন্ধুর কাছে দিতে এবং বন্ধুর আঁকা ছবি তার কাছে নিতে নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ, অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে শৃঙ্খলাবোধ এবং অংকনে রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

তোমার নাম ----------	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	বন্ধুর নাম ----------
রোল নম্বর -------- সেকশন _____	১. বিষয়বস্তু সাজানো				রোল নম্বর -------- সেকশন _____
	২. দূরত্ব ও অনুপাতের অনুসরণ				
	৩. রেখার ব্যবহার (ড্রইং)				

মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ফলাবর্তন

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের সাথে সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাত বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- দৃশ্যের বিভিন্ন অংশের অংকন প্রণালি ঠিক না হলে ঠিক করে দিবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'দুরত্ব ও অনুপাত অনুযায়ী ছবি অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (১০ম ও ১১তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম (১০ম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (১১তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসের (১০ম) শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)**-এর এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশ **(বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-১১: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: ছবি আঁকার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন- শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরণ ও নির্দেশক/ মানদন্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.দুরত্ব ও অনুপাত অনুযায়ী ছবি অংকন করতে পারবে	১.দুরত্ব, অনুপাত ও বিষয় সাজানো	-অংকনে বিষয়বস্তু সাজানো -দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- প্রশ্নোত্তর - অনুশীলন -একক কাজ	চারটি ভিন্ন আঙ্গিকের আঁকা চিত্র (পোস্টার)/ মাল্টিমিডিয়া/ বাস্তব উপকরণ	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ - অংকন দক্ষতা		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: দূরত্ব ও অনুপাত ও বিষয় সাজানো অনুযায়ী ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্ববর্তী ক্লাশের আলোচনার সূত্র ধরে শিক্ষক এ বিষয়ে (বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাত) শ্রেণীকার্যক্রম শুরু করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, একক কাজ, প্রশ্নোত্তর ও বোর্ড ব্যবহার)

- বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থান নির্নয় করবেন
- চারটি ভিন্ন আঙ্গিকে অংকিত একই চিত্র (পাঠ্য বইয়ের ছবি) মাল্টিমিডিয়া/ শিক্ষক বোর্ডে এঁকে আবারও দেখাতে পারেন;
- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা আরো পরিস্কার করবেন।

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী দূরত্ব ও অনুপাত ও বিষয় সাজানো অনুযায়ী প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন করবে।

- শিক্ষক দূরত্ব ও অনুপাত বিবেচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আঁকা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং বিষয় সাজানো ও দূরত্ব অনুপাত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষক যে কোনা একজন শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি বোর্ডে টানিয়ে দিয়ে ছবিটির দুরত্ব, অনুপাত ও বিষয় সাজানোর সঠিকতা নিয়ে আলোচনা করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা ছবি তার পাশের বন্ধুর কাছে দিতে এবং বন্ধুর আঁকা ছবি তার কাছে নিতে নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ, অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে শৃঙ্খলাবোধ এবং অংকনে রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

তোমার নাম ----------	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	বন্ধুর নাম ----------
রোল নম্বর -------- সেকশন -----	১. বিষয়বস্তু সাজানো				রোল নম্বর -------- সেকশন -----
	২. দূরত্ব ও অনুপাতের অনুসরণ				
	৩. রেখার ব্যবহার (ড্রইং)				

মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ফলাবর্তন

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের সাথে সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাত বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- দৃশ্যের বিভিন্ন অংশ অংকন প্রণালি ঠিক না হলে, দুরত্ব অনুপাতের সামঞ্জস্যতা ঠিক করে দিবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'দুরত্ব ও অনুপাত অনুযায়ী ছবি অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (১০ম ও ১১তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম (১০ম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছেন;
- শিক্ষক উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত এই (১১তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসের (১০ম) শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)**-এর এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশ **(বিষয় সাজানো,দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চুড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-১২: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: ছবি আঁকার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে ।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন- শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদন্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.আলোছায়া প্রয়োগ করে ছবি আঁকতে পারবে।	১.আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার	-ছবিতে আলোছায়ার ব্যবহার -রঙের শেড তৈরি -মৌলিক রঙের মিশ্রণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- পর্যবেক্ষণ - প্রশ্নোত্তর - একক কাজ	ফুলদানি, টর্চ লাইট/ মোবাইল টর্চ, পেন্সিল, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ - অংকন দক্ষতা যাচাই		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি : ছবি অংকনে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক একটি টর্চ লাইট ও একটি ফুলদানি নিয়ে ক্লাসে যাবেন ;
- তারপর ফুলদানিতে টর্চের আলো ফেলে আলোর অংশটুকু নির্দেশ করে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে পারেন;
  - তোমরা কী দেখছো? প্রত্যাশিত উত্তর হতে পারে- আলো
  - আবার প্রশ্ন করবেন– আলোর বিপরীতে আমরা কী দেখছি? প্রত্যাশিত উত্তর – ছায়া
  - এই দুই অবস্থাকে আমরা কীভাবে আঁকবো? প্রত্যাশিত উত্তর- যেদিকে আলো পড়েছে সেদিকে হালকা পেন্সিল স্কেচ এবং যেদিকে অন্ধকার সেখানে গাঢ় পেন্সিল স্কেচ করবে;
  - আমরা এই কার্যক্রম থেকে কী কী বিষয় পেয়েছি? প্রত্যাশিত উত্তর – আলো ও ছায়া;
- উল্লিখিত আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক আলোছায়ার ব্যবহার বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা: (প্রদর্শন,একক কাজ ও প্রশ্নোত্তর)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী আলোছায়া ব্যবহার করে একটি ফুলদানি অংকন করবে।

- প্রথমে শিক্ষক বোর্ডে আলোছায়ার প্রয়োগ দেখিয়ে একটি ছবি এঁকে দেখাবেন/ মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন এবং পাশাপাশি এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন;
- শিক্ষার্থীদের আলোছায়া ব্যবহার করে একটি ফুলদানির ছবি আঁকতে দিবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের ছক অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ,অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে শৃঙ্খলাবোধ এবং অংকনে রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল আলোছায়া ও রঙের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন;

- এক্ষেত্রে শিক্ষক-প্রশ্নোত্তর ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- শিক্ষক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিগুলো নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন;
- এ ধরনের প্রশ্ন করে মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন-
  - ছবি আঁকতে আলো ছায়ার প্রয়োজন কেন?
- প্রত্যাশিত উত্তর – বস্তুর গঠনগত পার্থক্য তুলে ধরার জন্য এবং আলোর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি নিরূপণের জন্য;
- শিক্ষার্থীরা আলো ছায়া প্রয়োগ করে ছবি অংকন করতে পেরেছে কি না তা দেখবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং নিরাময়মূলক সহায়তা দিবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'আলোছায়া প্রয়োগ করে ছবি অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (১২তম ও ১৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম (১২তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (১৩তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসের (১২তম) শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)**-এর এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশ **(রং ও আলোছায়ার প্রয়োগ)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে **(সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ) শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-১৩: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: ছবি আঁকার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে ।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদন্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.আলোছায়া প্রয়োগ করে ছবি আঁকতে পারবে ২.রঙের সঠিক ব্যবহার করতে পারবে।	১.আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার	-ছবিতে আলোছায়ার ব্যবহার -রঙের শেড তৈরি -মৌলিক রঙের মিশ্রণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	-পর্যবেক্ষণ -প্রশ্নোত্তর -একক কাজ	ফুলদানি, টর্চ লাইট/ মোবাইল টর্চ, তিনটি মৌলিক রং (প্যাস্টেল), মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ - অংকন দক্ষতা যাচাই		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি : ছবিতে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক বলতে পারেন, গত ক্লাসে আমরা পেন্সিল দিয়ে আলো ছায়ার ব্যবহার দেখেছি। আজ আমরা দেখব কিভাবে রং দিয়ে ছবিতে আলোছায়া ফুটিয়ে তোলা যায়।

শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, অংকন, প্রশ্নোত্তর)

- প্রথমে শিক্ষক বোর্ডে রং (রঙিন চক অথবা বোর্ড মার্কার) দিয়ে আলোছায়া প্রয়োগ করে একটি ছবি এঁকে দেখাবেন/ মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন এবং পাশাপাশি এর কৌশল ব্যাখ্যা করবেন;
- শিক্ষার্থীদের আলোছায়া ব্যবহার করে একটি ফুলদানির ছবি আঁকতে দিবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে গিয়ে শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- শিক্ষক পুনরায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে পারেন –
  - ❖ তোমরা এই ছবিগুলো কীভাবে রঙিন করবে? প্রত্যাশিত উত্তর – রং ব্যবহার করে;
  - ❖ এবার দেখতো আমার কাছে কী কী রং আছে? (মৌলিক রংগুলো দেখিয়ে) প্রত্যাশিত উত্তর – লাল, নীল, হলুদ;
- এখন শিক্ষক বোর্ডে টানানো সাদা কাগজে লাল ও হলুদ রং ঘষে কমলা রং তৈরি করে দেখাবেন;
- এভাবে শিক্ষক মৌলিক রং ও মাধ্যমিক রং সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ, অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে শৃঙ্খলাবোধ এবং অংকনে রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিখনমূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল আলোছায়া ও রঙের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন;

- এক্ষেত্রে শিক্ষক-প্রশ্নোত্তর ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- শিক্ষক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিগুলো নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন;
- এ ধরনের প্রশ্ন করে মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন-
  - ❖ ছবি আঁকতে আলো ছায়ার প্রয়োজন কেন?
- প্রত্যাশিত উত্তর – বস্তুর গঠনগত পার্থক্য তুলে ধরার জন্য এবং আলোর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি নিরূপণের জন্য;
- শিক্ষার্থীরা আলো ছায়া প্রয়োগ করে ছবি অংকন করতে পেরেছে কি না তা দেখবেন;
- মৌলিক রঙের ব্যবহার করে মাধ্যমিক/ নুতন রঙ তৈরির প্রণালী ঠিক না হলে ঠিক করে দিবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'আলোছায়া প্রয়োগ করে ছবি অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (১২তম ও ১৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম (১২তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত এই (১৩তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসের (১২তম) শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)**-এর এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশ **(রং ও আলোছায়ার প্রয়োগ)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- এই পাঠটি **'নিয়ম মেনে ছবি অংকন'** সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)

ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ				মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে ধারণা	আকৃতি ও গঠনের প্রয়োগ	বিষয় সাজানো,দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ	রং ও আলোছায়ার প্রয়োগ		সক্রিয় অংশগ্রহণ	শৃঙ্খলাবোধ (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা)	সৌন্দর্যবোধ	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									

এখানে, ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ক্লাস-১৪: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণগুলোর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরণ ও নির্দেশক/ মানদন্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের নাম ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ১. কাগজ ও পেন্সিলের ব্যবহার করতে পারবে।	১.ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ২.বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও পেন্সিলের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার	-ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের ধারণা -কাগজের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ -পেন্সিলের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ -কাগজের ব্যবহার -পেন্সিলের ব্যবহার -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতার মনোভাব -শৃঙ্খলাবোধ	- প্রশ্নোত্তর -সংক্ষিপ্ত আলোচনা - নিরব পাঠ - দলগত কাজ	বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও পেন্সিল, ওয়ার্ক পেপার, ছক, কালি-কলম, তুলি, বোর্ড, ক্লিপ, ইজেল, রং	- প্রশ্নোত্তর - দলগত কাজ - পর্যবেক্ষণ		নমূনা উত্তরের আলোকে সহপাঠীর উত্তর মূল্যায়ন	ছক

শিখন শেখানো নির্দেশনা: ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ, বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও পেন্সিলের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো অথবা পাঠের সাথে সম্পর্কিত অন্য কোনো প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন-
  - তোমরা কি ছবি আঁক?
  - তোমরা যখন ছবি আঁক তখন কী কী জিনিস ব্যবহার কর?
  - এগুলোকে আমরা কী বলি?
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর,প্রদর্শন,নিরব পাঠ ও দলগত কাজ)

- কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের নাম জানতে চাইবেন;
- শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আগে সংগ্রহ করে রাখা উপকরণ (যেমন: কাগজ, পেন্সিল, কালি-কলম, তুলি, বোর্ড, ক্লিপ, ইজেল, রং ইত্যাদি) দেখিয়ে প্রাথমিক উপকরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন;
- বাস্তব উপকরণ সংগ্রহে না থাকলে শিক্ষক এ উপকরণগুলোর ছবি দেখিয়ে প্রাথমিক উপকরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ এর "কাগজ" অংশ ৫ মিনিট নিরব পাঠের নির্দেশনা দিবেন

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীদেরকে দলগতভাবে আলোচনা করে সরবরাহকৃত কাগজগুলোর নাম, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার শিক্ষক প্রদত্ত ছকে লিপিবদ্ধ করবে।

- শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করবেন। দলগুলোর নামকরণ করবেন;
- প্রত্যেকটি দলে বিভিন্ন ধরনের কাগজ **(কার্টিজ পেপার, আর্ট পেপার, বক্স বোর্ড ও অফসেট পেপার)** ক্রমিক নং দিয়ে সরবরাহ করবেন;
- শিক্ষার্থীদেরকে দলগতভাবে আলোচনা করে সরবরাহকৃত কাগজগুলোর নাম, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার শিক্ষক প্রদত্ত ছকে লিপিবদ্ধ করতে বলবেন;
- দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেকটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন;
- দলগত কাজ শেষ হলে এক দলের কাজ অন্যদলের সাথে বিনিময়ের নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষক দলগত কাজের সঠিক উত্তর বোর্ডে প্রদর্শন করবেন;
- দলগুলোকে শিক্ষক প্রদর্শিত সঠিক উত্তর দেখে একে অপরের কাজ মূল্যায়ন করার নির্দেশনা দিবেন।

দলের নাম				
	কাগজের ক্রমিক নং	কাগজের নাম	কাগজটির বৈশিষ্ট্য (মসৃণতা/খসখসে, পুরুত্ব ও রং)	কাগজটির ব্যবহার
	১			
	২			
	৩			
	৪			

শিক্ষক দলগত কাজে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে কাগজের নাম, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন।

পাঠের পরবর্তী অংশে (পেন্সিল) শিক্ষক নিচের প্রশ্নের আলোকে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করতে পারেন-

- ❖ কাগজে আমরা কী দিয়ে ছবি আঁকবো?

শিক্ষার্থীর উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক পেন্সিল সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করবেন।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে বিভিন্ন ধরনের পেন্সিল ব্যবহার করে সরবরাহকৃত ছকের ঘরগুলো পূরণ করবে।

- ➢ শিক্ষক পেন্সিল সম্পর্কিত পাঠ্য বইয়ের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের পূর্বের দলে বসে মনোযোগ সহকারে **৫ মিনিট** নীরবে পাঠ করতে বলবেন;
- ➢ শিক্ষক পূর্বে গঠিত প্রত্যেকটি দলে ৪ ধরনের (HB, 2B, 4B, 6B) ৪টি পেন্সিল সরবরাহ করবেন;
- ➢ পেন্সিলগুলো ব্যবহার করার জন্য প্রত্যেকটি দলে ৪ টি ছকযুক্ত (ঘর) একটি ওয়ার্ক পেপার দেবেন;
- ➢ দলের সদস্যদেরকে আলোচনা করে ছকের ৪টি ঘর পূরণ করতে বলবেন;
- ➢ দলের অন্য সদস্যদের (যারা পেন্সিল ব্যবহার করছে না) মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন;
- ➢ ঘর পূরণ শেষ হলে শিক্ষক শ্রেণি প্রতিনিধিকে পেন্সিলগুলো দল থেকে উঠিয়ে আনতে বলবেন;
- ➢ পরবর্তীতে শিক্ষক প্রতিটি দলকে আলোচনার মাধ্যমে পূরণকৃত ঘরের নিচে পেন্সিলের গ্রেড, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার (লেখা/ছবি আঁকা) লেখার নির্দেশনা দিবেন;
- ➢ যেকোনো একটি দলের কাজ উপস্থাপনের নির্দেশনা দিবেন এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য দলের শিখন নিশ্চিত করবেন;
- ➢ শিক্ষার্থীর ধারণাগত ঘাটতি থাকলে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।
- ➢ শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ,** অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে **শৃঙ্খলাবোধ** এবং দলগত কাজ/অন্যান্য কাজের সময় অন্যকে সাহায্য করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে **সহযোগিতা** মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

দলগত কাজ উপস্থাপনের ছক (ওয়ার্ক পেপার)

(কাগজের প্রত্যেকটি ঘরের বৃত্ত যেকোনো একটি পেন্সিল দিয়ে ভরাট কর। দলের ৪ জন সদস্য ৪ ধরনের পেন্সিল দিয়ে বৃত্তগুলো ভরাট করবে)

দলের নাম	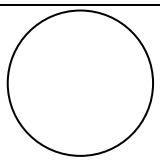	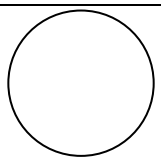	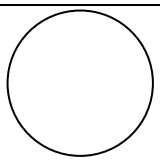	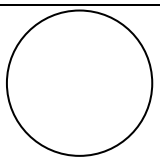

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ, বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও পেন্সিলের বৈশিষ্ট্য, কাগজ ও পেন্সিলের ব্যবহার। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ চলার সময় শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন ;
- কাগজ ও পেন্সিল চিহ্নিতকরণ সঠিক না হলে তা সংশোধন করে দিবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর জানতে সহায়তা করবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য রাখবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসের শেষে/পরদিন ক্লাস শুরুর আগে নিরাময় দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এ বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (১৪তম ও ১৫তম) শ্রেণিকার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই ক্লাসে (১৪তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (১৫তম) ক্লাসে শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-৩ (**ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ**)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যবহার**) চূড়ান্তভাবে পূরণ করে সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজ: উপযুক্ত কাগজ ও পেন্সিল ব্যবহার করে একটি গাছের ছবি অংকন করবে।

ক্লাস-১৫: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণগুলোর নাম, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন- শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. ছবি আঁকায় কালি-কলম ও কালি তুলির ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন ধরনের তুলি চিহ্নিত করতে পারবে। ৩. ক্যানভাস, বোর্ড, প্যালেট, ক্লিপ ও ইজেলের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।	১. কালি-কলম ও কালি তুলি ২. তুলি ৩. ক্যানভাস, বোর্ড, ক্লিপ ও ইজেল	-কালি-কলম ও কালি তুলির চিহ্নিতকরণ -তুলির ভিন্নতা চিহ্নিতকরণ -ক্যানভাস, বোর্ড, ক্লিপ ও ইজেল চিহ্নিতকরন -সহযোগিতার মনোভাব -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ	- প্রশ্নোত্তর - একক কাজ - নীরব পাঠ - উপস্থাপনা	বোর্ড, মার্কার, কলম, বিভিন্ন ধরনের তুলি, কালি ও কলম, ওয়ার্ক পেপার, বোর্ড, কালার প্যালেট, ক্লিপ, ইজেল	-প্রশ্নোত্তর -দলগত কাজ -পর্যবেক্ষণ			ছক

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণের (কালি-কলম ও কালি তুলি এবং তুলি) বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক তুলি, ক্যানভাস, বোর্ড, ক্লিপ ও ইজেল এগুলোর সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (নিরব পাঠ, প্রদর্শন ও আলোচনা)

- শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অংশটি নিরবে পাঠ করতে বলবেন;
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বাস্তব উপকরণ (শক্ত ও নরম তুলি) প্রদর্শন করে শক্ত তুলি ও নরম তুলির বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিবেন;
- ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন;
- রং, তুলি, ক্যানভাস, বোর্ড, প্যালেট, ক্লিপ ও ইজেল দেখিয়ে এসবের নাম ও কাজ বিষয়ে পাঠ সংক্রান্ত ধারণা সুসংহত করবেন;
- পুরো পাঠ সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ**, অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে **শৃঙ্খলাবোধ** এবং দলগত কাজ/অন্যান্য কাজের সময় অন্যকে সাহায্য করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ (কালি-কলম ও কালি তুলি এবং তুলি)। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে কালি-কলম ও কালি তুলি এবং তুলি বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- প্রদর্শনের সময় শিক্ষক সকলকে পর্যবেক্ষণ করবেন ;
- তুলি চিহ্নিতকরণ সঠিক না হলে তা সংশোধন করে দিবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু 'ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এ বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (১৪তম ও ১৫তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (১৫তম) ক্লাসে শিক্ষক পূর্বের ক্লাসের শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৩ (**ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ**)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যবহার) চূড়ান্তভাবে পূরণ করে সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-১৬: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল : ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যমের নাম উল্লেখ করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন- শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন কার্যক্রম		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যমের নাম উল্লেখ করতে পারবে।	১. ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম	-ছবি আঁকার মাধ্যম -স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রং শনাক্তকরণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সহযোগিতা	- প্রশ্নোত্তর - সমবেত কাজ - একক কাজ	বিভিন্ন প্রকার রঙ, কার্টিজ পেপার/ আর্ট পেপার/সাদা কাগজ, পেন্সিল, রাবার, বোর্ড	-পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক

শিখন শেখানো নির্দেশনা : ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম।

পাঠ প্রস্তুতি ও উপস্থাপনা:

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক নিম্ন লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - আমাদের কক্ষের দেয়ালের রঙ ও জানালার রঙের মধ্যে পাথর্ক্য আছে কি?
  - কী ধরনের পার্থক্য আছে?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং এর মাধ্যমে বাস্তব জীবনে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ লক্ষ্য করবেন।

পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা শুরু করবেন-

- তোমরা কি দিয়ে ছবি আঁকো?
- সব ছবি কি দেখতে একই রকমের হয়?
- কী কারণে এক একটি ছবি আলাদা রঙের হয়?

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, প্রদর্শন ও উন্মুক্ত আলোচনা)

- শিক্ষক প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও প্রদর্শনের মাধ্যমে ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রং সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদান করবেন;
- শিক্ষক বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে (সম্ভব হলে ছবি প্রদর্শন করে) স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ রং বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;

একক কাজ: ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের ভিত্তিতে ছক পূরণ করা।

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক কাজের জন্য সরবরাহকৃত নিচের ছকটি পূরণ করার নির্দেশনা দিবেন;

শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে যে কোনো পাঁচটি রঙের নাম লিখ	স্বচ্ছ রঙের একটি বৈশিষ্ট্য লিখ	সাদাকালো ছবি আঁকা যায় এমন দুটি রঙের নাম লিখ	তুমি কোন মাধ্যমে ছবি আঁকতে পছন্দ কর?

- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন;
- কাজ শেষে শিক্ষক দৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১ জন শিক্ষার্থীর কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন এবং এর মাধ্যমে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনে ঘাটতি রয়েছে তাদেরকে মৌখিকভাবে ফলাবর্তন দিবেন **অথবা** পারগ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন প্রদানের নির্দেশনা দিবেন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ,** অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে **শৃঙ্খলাবোধ** এবং দলগত কাজ/অন্যান্য কাজের সময় অন্যকে সাহায্য করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে **সহযোগিতার মনোভাব** মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল হলো ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যমের নাম উল্লেখ করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- প্রদর্শনের সময় শিক্ষক সকলকে পর্যবেক্ষণ করবেন ;
- সঠিক মাধ্যম চিহ্নিত করতে না পারলে সহায়তা করবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসের শেষে/পরদিন ক্লাস শুরুর আগে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম '**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এ বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (১৬তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিখন অর্জন মূল্যায়নের সময় শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শিখন মূল্যায়ন ছক-৩ (**ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ**)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**ছবি আঁকার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ**) চূড়ান্তভাবে পূরণ করে সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-১৭: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল : ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে পেন্সিল ও প্যাস্টেল রঙের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন- শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে পেন্সিল ও প্যাস্টেল রঙ ব্যবহার করতে পারবে।	১. পেন্সিল রং ২. প্যাস্টেল রং	-পেন্সিল ও প্যাস্টেল রঙের বৈশিষ্ট্য -পেন্সিল ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতা -শৃঙ্খলাবোধ	-প্রশ্নোত্তর -উন্মুক্ত আলোচনা -প্রদর্শন -একক কাজ	পেন্সিল রং, প্যাস্টেল রং, বোর্ড, কার্টিজ পেপার/ আর্ট পেপার/ সাদা কাগজ	-সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়ন -শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন -পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক

শিখন শেখানো নির্দেশনা: ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে পেন্সিল রঙ ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপনা:

- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে অথবা প্রাসঙ্গিক অন্য প্রশ্নের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - ছবি আঁকার জন্য তোমরা কী ধরনের পেন্সিল ব্যবহার কর?
  - সকল ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কি একই পেন্সিল ব্যবহার কর?
  - উজ্জল ও রঙিন ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পেন্সিল রং ব্যবহার কর?
- শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অবস্থান নির্ণয় করবেন। সেই সাথে শিক্ষক পাঠের পরিকল্পনাটা চেক করে নিবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা(প্রশ্নোত্তর,একক কাজ ও উন্মুক্ত আলোচনা)

- শিক্ষক পেন্সিল রঙ ও প্যাস্টেল রঙ হাতে নিয়ে দেখাবেন;
- পেন্সিল ও প্যাস্টেল রঙের পার্থক্য করতে বলবেন এবং এদের বৈশিষ্ট্য বলতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত উত্তরের পর শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের পেন্সিলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবেন;

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী পেন্সিল রঙ ও প্যাস্টেল রঙ ব্যবহার করে একটি আপেলে আলোছায়ার প্রয়োগ দেখাবে।

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি আপেল অংকন করে পেন্সিলের মাধ্যমে আলোছায়ার প্রয়োগ করতে বলবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আরেকটি আপেল অংকন করে প্যাস্টেল রঙের মাধ্যমে আলোছায়ার প্রয়োগ করতে বলবেন;
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং কোনো শিক্ষার্থীর সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে **সতীর্থ মূল্যায়নের ছক** সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পেন্সিল ও প্যাস্টেল রঙে আঁকা আপেলের দুটি ছবি তার পাশের বন্ধুর কাছে দিতে এবং বন্ধুর আঁকা ছবি তার কাছে নেয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের **ছক** অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ,** অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে **শৃঙ্খলাবোধ** এবং দলগত কাজ/অন্যান্য কাজের সময় অন্যকে সাহায্য করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

তোমার নাম ---------- রোল নম্বর -------- সেকশন -----	**মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়**	**খুব ভালো**	**ভালো**	**সন্তোষজনক নয়**	তোমার বন্ধুর নাম ---------- রোল নম্বর -------- সেকশন -----
	পেন্সিল রঙে আঁকা আপেলে আলোছায়ার প্রয়োগ কেমন হয়েছে?				
	প্যাস্টেল রঙে আঁকা আপেলে রঙের ব্যবহার কেমন হয়েছে?				
	তোমার বন্ধুর আঁকা ছবি তোমার কেমন লেগেছে?				

মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ফলাবর্তন

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল হলো ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে পেন্সিলের ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ ও সহপাঠী কর্তৃক মূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে পেন্সিল রঙ ও প্যাস্টেল রঙ বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- শিক্ষক একক কাজ চলাকালীন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের অবস্থা খেয়াল করবেন;
- শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং কারো শিখন ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে তার শিখন নিশ্চিত করবেন;
- বিষয়বস্তুর যে যে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা প্রতীয়মান হবে শিক্ষক সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষার্থীর শিখনের অবস্থা (পর্যবেক্ষণ ও একক কাজ) দেখে অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করবেন;
- ক্লাস শেষে/টিফিন পিরিয়ডে পারগ শিক্ষার্থীর সাথে অপারগ শিক্ষার্থীকে বসিয়ে শিখন নিশ্চিত করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে পেন্সিল রঙ ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার' -এর সাথে সম্পর্কিত;
- এ বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (১৭তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিখন অর্জন মূল্যায়নের সময় শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শিখন মূল্যায়ন ছক-৩ (**ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ**)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (পেনসিল ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার) চূড়ান্তভাবে পূরণ করে সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ***)**শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

শিখনমূল্যায়ন ছক-৪ (ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে পেন্সিল রঙ ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার)

ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে পেন্সিল রঙ ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার										
রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ					মোট	আবেগীয়/মানবীয় গুণ			মোট
	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যবহার	ছবি আঁকার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ	পেনসিল ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার	বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ	ছবিতে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহন	সৌন্দর্যবোধ	সচেতনতা (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা)	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১			A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										
৯										
১০										

এখানে, ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ক্লাস-১৮: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি অংকন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি অংকন করতে পারবে।	১. ছবি অংকন ও অনুশীলন	-ছবি আঁকায় নিয়ম ও মাধ্যমের সঠিক প্রতিফলন -আকৃতি ও গঠন -বিষয় সাজানো -দূরত্ব ও অনুপাত -আলোছায়া -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ	বোর্ড, মার্কার গ্রামের দৃশ্য সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	- একক কাজ - পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো নির্দেশনা: ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন:

- শিক্ষক পূর্বেই একটি গ্রামের দৃশ্য সংগ্রহ করে ক্লাসে নিয়ে যাবেন/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন।
- দৃশ্যটি দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন, এটা কিসের দৃশ্য?
- তারপর ছবিটি সরিয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এই দৃশ্যে কী কী আছে?
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি অংকনের নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা করবেন;
- আলোচনায় শিক্ষক এই অধ্যায়ের সবগুলো বিষয়ের পুনরালোচনা করবেন যেমন:আকৃতি ও গঠন, বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাত ও আলোছায়া।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা: (প্রশ্নোত্তর ও একক কাজ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম অনুসারে গ্রামের দৃশ্য অংকন করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে একটি গ্রামের দৃশ্য আঁকতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন সময়ে শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর অংকিত ছবি বোর্ডে টাঙিয়ে দিবেন;
- শিক্ষক বোর্ডে টাঙানো শিক্ষার্থীর আঁকা ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে ছবিটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে অন্যদের অংকিত ছবির কোনো ত্রুটি থাকলে তা একইভাবে সংশোধনের নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে **সতীর্থ মূল্যায়নের ছক** সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা ছবি তার পাশের বন্ধুর কাছে দিতে এবং বন্ধুর আঁকা ছবি তার কাছে নেয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের **ছক** অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন প্রশ্নোত্তর পর্ব ও অংকনে আগ্রহ দেখে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ,** অংকনের সময় উপকরণসমূহ গুছিয়ে রেখেছে কি না তা দেখে **শৃঙ্খলাবোধ** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

তোমার নাম :	**মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়**	**খুব ভালো**	**ভালো**	**সন্তোষজনক নয়**	**তোমার বন্ধুর নাম :**
	ছবির বিষয়বস্তু কেমন হয়েছে?				
রোল নম্বর:	বিষয় সাজানো কেমন হয়েছে?				**রোল নম্বর :**
	তোমার বন্ধুর আঁকা ছবি তোমার কেমন লেগেছে?				

মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ফলাবর্তন

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল গ্রামেরদৃশ্য অংকন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- শিক্ষার্থীনির্দেশনা অনুসরণ করে চিত্র অংকন করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- ছবি আঁকার ক্ষেত্রে আকৃতি ও গঠন, বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাত ও আলোছায়া দেখবেন
- গ্রামের দৃশ্য অংকনে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে তথ্য রাখবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি ছবি অংকন'**- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এ বিষয়বস্তু নিয়ে একটি (১৮তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত (১৮তম) ক্লাসে শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-৩ (ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ)**-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ**) চূড়ান্তভাবে পূরণ করে সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/**A** পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

***** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আঁকা ছবি নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করতে বলবেন এবং পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসতে বলবেন।**

ক্লাস-১৯: (অধ্যায়-৪)

শিখনফল: উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি অংকন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি অংকন করতে পারবে।	১.ছবি অংকন ও অনুশীলন	-ছবি আঁকায় নিয়ম ও মাধ্যমের সঠিক প্রতিফলন --রঙের ব্যবহার -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ	- প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ	বোর্ড, মার্কার গ্রামের দৃশ্য সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	- একক কাজ - পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো নির্দেশনা : উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন:

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্ববর্তী ক্লাসের প্রসঙ্গ এনে পূর্বের অংকন করা ছবি রং করতে বলবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা: (একক কাজ ও প্রশ্নোত্তর)

একক কাজ: ছবি আঁকার উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করেপূর্বের ক্লাসের অংকিত **গ্রামের দৃশ্য রঙ করা।**

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে তাদের আগের আঁকা গ্রামের ছবি সামনে নিয়ে বসতে বলবেন এবং প্রয়োজনীয় রং করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন সময়ে শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর অংকিত ছবি বোর্ডে টাঙিয়ে দিবেন;
- শিক্ষক রং করা ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন;
- শিক্ষক সেই সাথে রঙের ও আলোছায়ার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবেন;
- প্রয়োজনে ছবিটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে অন্যদেরকেও রং করা ছবির কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের নির্দেশনা দিবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে **সতীর্থ মূল্যায়নের ছক** সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা ছবি তার পাশের বন্ধুর কাছে দিতে এবং বন্ধুর আঁকা ছবি তার কাছে নেয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়নের **ছক** অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন।
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শৃঙ্খলাবোধ***) পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

তোমার নাম :	**মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়**	**খুব ভালো**	**ভালো**	**সন্তোষজনক নয়**	**তোমার বন্ধুর নাম :**
	আলো ছায়ার ব্যবহার কেমন হয়েছে?				
	রঙের ব্যবহার কেমন হয়েছে?				
রোল নম্বর:	বন্ধুর রং করা ছবি কেমন লেগেছে?				**রোল নম্বর :**

মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ফলাবর্তন

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল গ্রামের দৃশ্য অংকন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- ❖ কাছের বস্তুর তুলনায় দূরের বস্তুর রং কি হালকা না গাঢ়?
- ❖ বস্তুর রঙ ও ছায়ার রঙ কি একই রকম হবে?
- ❖ হলুদ ও নীল রং মিশালে কোন রং তৈরি হয়? ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন অর্জন মূল্যায়ন করতে পারেন।

- ➢ শিক্ষার্থী নির্দেশনা অনুসরণ করে ছবি রং করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- ➢ ছবি রং করার ক্ষেত্রে দূরত্ব, অনুপাত ও আলোছায়া দেখবেন;
- ➢ গ্রামের দৃশ্য অংকনে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- ➢ ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- ➢ ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে তথ্য রাখবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে ছবি অংকন'**- এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি (১৯তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত (১৯তম) ক্লাসে নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-৩ (ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (ছবিতে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার) চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- ➢ এই পাঠটি **বিষয়বস্তু** সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- ➢ তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ➢ পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-৩ (ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ)

নিয়ম মেনে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি অংকন										
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ					মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যবহার	ছবি আঁকার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ	পেনসিল ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার	বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ	ছবিতে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সৌন্দর্যবোধ	সচেতনতা (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা)	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										

এখানে, ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ইউনিট-২ (পঞ্চম অধ্যায়)

ক্লাস-২০: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: প্রকৃতির সাধারণ বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.প্রকৃতির সাধারণ বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ করতে পারবে।	১. প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ২. ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ	-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকার বিষয়নির্ধারণ -শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -শৃঙ্খলাবোধ	- প্রশ্নোত্তর - একক কাজ - পরিদর্শন - আলোচনা -জার্নাল লেখা	প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান	পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক

শিখন শেখানো কার্যাবলি: প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছবি আঁকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিবেন। যেমন-
  - তোমাদের কি ছবি আঁকতে ভালো লাগে?
  - তোমরা কিসের ছবি আঁকতে পছন্দ কর?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আলোচনাকে পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা)

শিক্ষক স্কুলের ভেতরে ছবি আঁকার মতো কী কী বিষয় আছে তা দেখানোর/পর্যবেক্ষণের জন্য বিদ্যালয় ঘুরে দেখার ঘোষণা দিবেন-

- বিদ্যালয় ঘুরে দেখার পূর্বে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবেন;
- শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয়টি ভালোভাবে ঘুরে দেখার সময় সেখান থেকে পছন্দ অনুযায়ী ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ করার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় ঘুরে দেখার সময় সাথে ১টি খাতা বা নোটপ্যাড, পেনসিল এবং কলম নিতে বলবেন;
- বিদ্যালয়ের প্রতিটি প্রাকৃতিক উপাদান মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশনা দিবেন এবং এই অভিজ্ঞতার আলোকে জার্নাল লিখতে হবে বলে ঘোষণা দিবেন;
- সারিবদ্ধভাবে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে বিদ্যালয়ের চারপাশ শিক্ষার্থীরা ঘুরে ঘুরে দেখবে;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে থাকবেন এবং তাদের আচরণ (বিষয়বস্তু দেখার মনোযোগ, নির্দেশনা অনুসরণ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের আগ্রহ) পর্যবেক্ষণ করবেন;
- শিক্ষার্থীরা কোনো প্রশ্ন করলে তার উত্তর দিবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার বিষয় নির্বাচন করে খাতায় লিখতে বলবেন;
- **বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীর সচেতনতা (গাছ, ফুল, পাতা অথবা অন্য কিছু ক্ষতি সাধন না করে) বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন;**
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসবেন এবং তাদের ছবি আঁকার বিষয়গুলো জেনে আলোচনার মাধ্যমে সবার ধারণা সুসংহত করবেন;
- ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ বিষয়ক শিখন অর্জন যাচাই করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল অনুসারে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- শিক্ষক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সময়ে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহন (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), শৃঙ্খলাবোধ (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, ক্লাসের বন্ধুদের সাথে মারামারি করছে কি না, ইত্যাদি), সচেতনতা (অহেতুক কেউ গাছপালা নষ্ট করে কি না, ফুল ছিড়ে ফেলে কি না) বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজের সময়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের শিখনের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন ;
- কোনো শিক্ষার্থীর মাঝে শিখন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- এর পরেও কোনো শিক্ষার্থীর দুর্বলতা থাকলে তাকে অপারগ হিসেবে চিহ্নিত করবেন;
- অপারগ শিক্ষার্থীকে শনাক্ত করে নিরাময়মূলক সহায়তার মাধ্যমে তার শিখন নিশ্চিত করবেন।

আত্ন-প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখা: বিদ্যালয় ঘুরে দেখার সময় কী কী প্রাকৃতিক উপাদান পর্যবেক্ষণ করেছো? কোন কোন বিষয় তোমাকে আকর্ষণ করেছে এবং কেন? এ বিষয়ে অনধিক ১০০ শব্দে তোমার অনুভূতি বর্ণনা করবে।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (২০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-৪ (ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন)**-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও ছবির বিষয় নির্ধারণ) চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

পরবর্তী ক্লাসের নির্দেশনা : আগামী ক্লাসে পাতা ও ফুলের ছবি আঁকার অনুশীলনের জন্য সবাইকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আসতে বলবেন।

ক্লাস-২১: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: গাছ, ফুল, লতা-পাতার ছবি আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
২. ফুল ও পাতা আঁকতে পারবে।	১. বিভিন্ন প্রকার ফুল অংকন অনুশীলন ২. পাতা অংকন অনুশীলন	-ফুল অংকন -পাতা অংকন -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -শৃঙ্খলাবোধ	-সংক্ষিপ্ত আলোচনা -একক কাজ -প্রদর্শন -পর্যবেক্ষণ	বোর্ড ফুল পাতা/ ফুল পাতার ছবি	-পর্যবেক্ষণ - একক কাজ		ছক	ছক

শিখন শেখানো কার্যাবলি : বিভিন্ন প্রকার ফুল ও পাতা অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন;
- বিগত ক্লাসের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফুল ও পাতা পর্যবেক্ষণের আলোকে ফুল ও পাতার ছবি আঁকার নিয়ম নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও সতীর্থ শিখন)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী পূর্বে পর্যবেক্ষণকৃত একটি ফুল ও একটি পাতা অংকন করবে।

- শিক্ষক বিভিন্ন পাতা ও ফুলের ছবি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এবং ফুল ও পাতার ভিন্নতা অনুসারে আকার-আকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবেন;
- শিক্ষক এবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাদের পূর্বে পর্যবেক্ষণকৃত একটি করে ফুল ও একটি করে পাতা অংকন করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করবেন;
- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অংকন শেষে তাদের ড্রইং খাতা বেঞ্চের উপর রাখতে বলবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাশের সহপাঠীর সাথে অংকিত ছবি বিনিময় করে উভয়কে তাদের ছবি নিয়ে আলোচনা করতে নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংকিত ড্রইংগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং যাদের শিখন ঘাটতি রয়েছে তাদের ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করবেন;

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল বিভিন্ন প্রকার ফুল ও পাতা অংকন। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ছকের মাধ্যমে ফুল ও পাতা অংকন দক্ষতা বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময়, সক্রিয় অংশগ্রহন (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), শৃঙ্খলাবোধ (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, বন্ধুদের সহযোগিতা করছে কি না, ইত্যাদি) সচেতনতা (একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের শিখনের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন;
- কারো শিখন ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে তাদের শিখনে সহায়তা করবেন;
- বিষয়বস্তুর যে যে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা প্রতীয়মান হবে শিক্ষক সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষার্থীর শিখনের অবস্থা (পর্যবেক্ষণ ও একক কাজ) দেখে অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করবেন এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু 'ছবি অংকনের সাথে'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনটি (২১তম, ২২তম ও ২৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক প্রথম দুটি (২১তম ও ২২তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (২৩তম) ক্লাসে পূর্বের দুটি ক্লাসের শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৪ (ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন)**-এর অংকনের সাথে সম্পর্কিত দুটি কলাম (**বিষয় সাজানো এবং ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্রঃ**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজঃ প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে একটি আমপাতার ছবি অংকন করে পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসবে।

ক্লাস-২২: (অধ্যায়-৫)
শিখনফল: গাছ, ফুল, লতা-পাতার ছবি আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
২. পাতাসহ ফুল অংকন করতে পারবে	১. পাতাসহ ফুল অংকন	-পাতাসহ ফুল অংকন দক্ষতা - সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -শৃঙ্খলাবোধ	- প্রদর্শন - একক কাজ - সংক্ষিপ্ত আলোচনা	বাস্তব পাতাসহ ফুল/ পাতাসহ ফুলের ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক

শিখন শেখানো কার্যাবলি: পাতাসহ ফুল অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- বাস্তব পাতাসহ ফুল/পাতাসহ ফুলের ছবি/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে শ্রেণিতে প্রদর্শন করবেন।
- পূর্বের ক্লাসের সূত্র ধরে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, পর্যবেক্ষণ, সতীর্থ মূল্যায়ন)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী পূর্ব অনুশীলনকৃত ফুল ও পাতার আলোকে পাতাসহ একটি পরিপূর্ণ ফুলের ছবি অংকন করবে।

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পূর্ব অনুশীলনকৃত ফুল ও পাতার আলোকে পাতাসহ ফুলের একটি পরিপূর্ণ ছবি আঁকতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেকের কাছে সতীর্থ মূল্যায়ন ছক (**বন্ধুর চোখে - ক্লাস ৩৬**) সরবরাহ করবেন;
- ছবি আঁকা শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার পাশের সহপাঠীর সাথে ছবি বিনিময় করতে নির্দেশনা দিবেন এবং সরবরাহকৃত সতীর্থ মূল্যায়ন ছক (**বন্ধুর চোখে - ক্লাস ৩৬**) অনুযায়ী একজনকে অন্যজনের কাজ মূল্যায়ন করতে বলবেন ;

সতীর্থ মূল্যায়ন ছক (বন্ধুর চোখে - ক্লাস ৩৬)

তোমার নাম: রোল নম্বর : সেকশন:	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	তোমার বন্ধুর নাম : রোল নম্বর : সেকশন:
	১. ফুল পাতা সাজানো				
	২. অংকন দক্ষতা				
	৩. রঙের প্রয়োগ				

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল- পাতাসহ ফুল অংকন করতে পারবে এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও সতীর্থ মূল্যায়ন ছক (**বন্ধুর চোখে - ক্লাস ৩৬)** মাধ্যমে পাতাসহ ফুল অংকন বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- শিক্ষক, ফুল ও পাতার ছবি আঁকার একক কাজ চলাকালীন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা দিবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের শিখনের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন;
- বিষয়বস্তুর যে যে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা প্রতীয়মান হবে শিক্ষক সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষার্থীদের, সক্রিয় অংশগ্রহন (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), শৃঙ্খলাবোধ (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, বন্ধুদেরকে সহযোগিতা করছে কি না) সচেতনতা (উপকরণ ঠিকমত গুছিয়ে রেখেছে কি না) বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করবেন;
- শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি (একক কাজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে) দেখে অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু 'ছবি অংকনের সাথে'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনটি (২১তম, ২২তম ও ২৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক প্রথম দুটি (২১তম ও ২২তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (২৩তম) ক্লাসে পূর্বের দুটি ক্লাসের শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৪ (ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন)**-এর অংকনের সাথে সম্পর্কিত দুটি কলাম (বিষয় সাজানো এবং ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।
- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্রঃ**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/**A** পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-২৩: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস আঁকতে পারবে	১. দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস অংকন	-সঠিক নিয়মে সরল রেখা ও বক্ররেখা ব্যবহার করে ছবি অংকন দক্ষতা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -শৃঙ্খলাবোধ	- প্রদর্শন - একক কাজ - সংক্ষিপ্ত আলোচনা	বিভিন্ন রেখার ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	-পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক

শিখন শেখানো কার্যাবলি: দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস অংকন

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক বোর্ডে নানা প্রকারের রেখা ব্যবহার করে বস্তুর আকার আকৃতি ও গঠনে রেখার যে ভূমিকা রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন;
- রেখার ব্যবহার দেখিয়ে বস্তুর বিভিন্ন অবয়ব এঁকে দেখাবেন। শিক্ষকের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের রেখা শনাক্ত করতে শিখবে। শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

১.নিম্নোক্ত আকৃতি/ রেখাগুলোর নাম বলো-

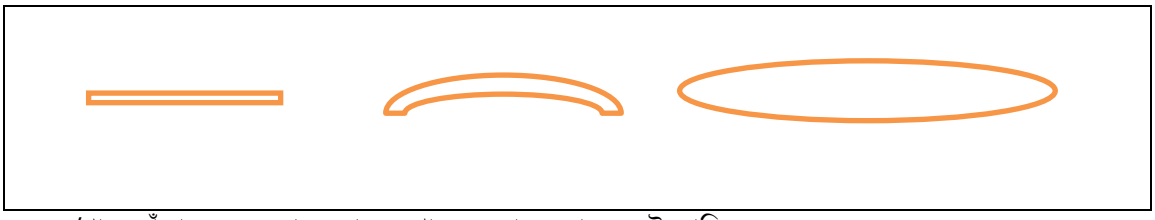

২. বল/গ্লাস আঁকার জন্য কোন কোন রেখার ব্যবহার করা হয়? ইত্যাদি।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও সতীর্থ মূল্যায়ন)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কলস অংকন করবে।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের খাতায় কলস আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আঁকা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে হাতে কলমে সহায়তা করবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে সতীর্থ মূল্যায়ন ছক (**বন্ধুর চোখে - ক্লাস ৩৭**) সরবরাহ করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার আঁকা কলসের ছবি তার পাশের বন্ধুর সাথে বিনিময় করার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সতীর্থ মূল্যায়ন ছক (**বন্ধুর চোখে - ক্লাস ৩৭**) অনুযায়ী বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন।

সতীর্থ মূল্যায়ন ছক (বন্ধুর চোখে - ক্লাস ৩৭)

শিক্ষার্থীর নাম রোল নম্বর:	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর নাম ও রোল নম্বর:
	রেখার ব্যবহার				
	বিষয়বস্তুর সঠিকতা				
	অংকন নৈপুণ্য				

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল হলো- দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস আঁকতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- শিক্ষার্থী দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস আঁকার ক্ষেত্রে সরল এবং বক্ররেখা ব্যবহার করতে পারছে কি না তা যাচাই করবেন;
- শিক্ষক একক কাজ চলাকালীন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করবেন;
- শিখন অর্জন না হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং কারো শিখন দূর্বলতা পরিলক্ষিত হলে তার শিখন নিশ্চিত করবেন;
- শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজের সময় সক্রিয় অংশগ্রহন (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), শৃঙ্খলাবোধ (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, ক্লাসের বন্ধুদের সহযোগিতা করছে কি না, ইত্যাদি) বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন;
- বিষয়বস্তুর যে যে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দূর্বলতা প্রতীয়মান হবে শিক্ষক সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন, শিক্ষার্থীর শিখনের অবস্থা (ক্লাস পর্যবেক্ষণ ও একক কাজ) দেখে অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'ছবি অংকনের সাথে'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনটি (২১তম, ২২তম ও ২৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম দুটি (২১তম ও ২২তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (২৩তম) ক্লাসে পূর্বের দুটি ক্লাসের শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৪ (ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন)**-এর অংকনের সাথে সম্পর্কিত দুটি কলাম (বিষয় সাজানো এবং ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- এই ক্লাসটি (২৩তম) এ অধ্যায়/বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ ক্লাস;
- তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
- পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-৪ (ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন)

ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন								
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ			মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও ছবির বিষয় নির্ধারণ	বিষয় সাজানো	ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	শৃঙ্খলাবোধ	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								

এখানে, ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ক্লাস-২৪: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
৪. প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে	১. নৌকা অংকন	-নৌকা অংকনের কৌশল ও রঙ করা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ - প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, মার্কার নৌকার দৃশ্য সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	- একক কাজ - পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: নৌকা অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্বেই একটি নৌকার দৃশ্য সংগ্রহ করে ক্লাসে নিয়ে যাবেন/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন।
- দৃশ্যটি দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন, এটা কিসের দৃশ্য?
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক নৌকা আঁকার বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে একটি নৌকার ছবি অংকন করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে একটি নৌকার ছবি আঁকতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে নৌকার ছবি আঁকতে বলবেন;
- বোর্ডে অংকিত শিক্ষার্থীর ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে ছবিটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে অন্যদের অংকিত ছবির কোনো ত্রুটি থাকলে তা একইভাবে সংশোধনে সহায়তা দিবেন;
- বোর্ডে অংকিত ছবির সাথে শিক্ষার্থীদের অংকন করা ছবির তুলনা করে নিজেদের ছবি মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে নিজেদের ছবি সংশোধন করে নেয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) এবং **সচেতনতা** (অংকনে বিষয় সাজানো ও রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল নৌকা অংকন করতে পারবে। এ বিষয়ের উপর শিক্ষক গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- শিক্ষার্থীরা অংকনের নিয়ম অনুসরণ করে চিত্র অংকন করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- নৌকা অংকনে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- নৌকা অংকনে কোনো ত্রুটি আছে এমন শিক্ষার্থীদের পাশে পারগ শিক্ষার্থীদের বসিয়ে ফলাবর্তন দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের ছবিতে রঙের ব্যবহারে কোন ত্রুটি থাকলে তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে সাতটি (২৪তম -- ৩০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (২৪তম--২৯তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)**-এর সকলমানদন্ড চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্রঃ আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা, শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/**A** পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজ : প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাড়িতে নৌকার দৃশ্য অংকন করে পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

ক্লাস-২৫: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.নদী আঁকতে পারবে।	১.নদী অংকন	-নদী অংকন ও রঙ করা -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	-প্রদর্শন -প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -একক কাজ -প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, মার্কার, নদীর দৃশ্য সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	-একক কাজ -পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: নদী অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্বেই একটি নদী দৃশ্য সংগ্রহ করে ক্লাসে নিয়ে যাবেন/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন।
- দৃশ্যটি দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন, এটা কিসের দৃশ্য?
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক নদী আঁকার বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে একটি নদীর ছবি অংকন ও রং করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে একটি নদীর ছবি এঁকে রং করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে বোর্ডে নদীর ছবি আঁকতে বলবেন;
- বোর্ডে অংকিত শিক্ষার্থীর ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে ছবিটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে অন্যদের অংকিত ছবির কোনো ত্রুটি থাকলে তা একইভাবে সংশোধনের নির্দেশনা দিবেন;
- বোর্ডে অংকিত ছবির সাথে শিক্ষার্থীদের অংকন করা ছবির তুলনা করে নিজেদের ছবি মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে নিজেদের ছবি সংশোধন করে নেয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) এবং **সচেতনতা (অংকনে বিষয় সাজানো ও রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ)** বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল নদী অংকন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- শিক্ষার্থী নির্দেশনা অনুসরণ করে নদী অংকন করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- শিক্ষার্থীদের ছবিতে রঙের ব্যবহারে কোন ত্রুটি থাকলে তা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- নৌকা অংকনে কোনো ত্রুটি আছে এমন শিক্ষার্থীদের পাশে পারগ শিক্ষার্থীদের বসিয়ে ফলাবর্তন দিবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রেখে সুবিধাজনক সময়ে নিরাময়মূলক সহায়তা দিবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে সাতটি (২৪তম -- ৩০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (২৪তম--২৯তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)**-এর সকল মানদন্ড চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা, শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজ :শিক্ষার্থীদের বাড়িতে নৌকা ও নদীর দৃশ্য অংকন করে পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

ক্লাস-২৬: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল : প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
৪. প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে।	১. নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন	-নৌকা অংকন ও রঙ করা -নদী অংকন ও রঙ করা -নদী ও নৌকার সমন্বয় -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ - সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ - প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, মার্কার, নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	-একক কাজ -পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্বেই একটি নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য সংগ্রহ করে ক্লাসে নিয়ে যাবেন/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন;
  - দৃশ্যটি দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন, এটা কিসের দৃশ্য?
  - তারপর ছবিটি সরিয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন একটি নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্যে কী কী থাকে?
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক নদী ও নৌকা আঁকার বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ-নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- বোর্ডে প্রদর্শিত ছবির সাথে শিক্ষার্থীদের ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে ছবিটি পরিমার্জন ও সংশোধনে সহায়তা করবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহন** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) এবং**সচেতনতা** (অংকনে বিষয় সাজানো ও রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- শিক্ষার্থী নির্দেশনা অনুসরণ করে অংকন করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিষয় সাজানোর দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় বাস্তবসম্মত নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন করতে পারছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-
- নৌকা ও নদী সমন্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকনে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- শিক্ষার্থীরা ছবিতে রঙের ব্যবহার কীভাবে করেছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- ছকের নির্দেশনা অনুসারে শিখন মূল্যায়ন করবেন এবং শিখন ত্রুটি আছে এমন শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তার মাধ্যমে তাদের শিখন দূর্বলতা পূরণের চেষ্টা করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে সাতটি (২৪তম -- ৩০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (২৪তম--২৯তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)**-এর সকল মানদন্ড চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্রঃ আবেগীয় ক্ষেত্র**

- এই পাঠটি এ বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা, শৃঙ্খলাবোধ***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/**A** পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-২৭: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.ষড় ঋতুর যে কোন একটি ছবি অংকন করতে পারবে।	১. ষড় ঋতুর দৃশ্য অংকন	-ষড় ঋতুর যে কোন ঋতুর একটির ছবি অংকন -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ - সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ - প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, ষড় ঋতুর যেকোন একটি ছবি সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	- একক কাজ - পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ষড় ঋতুর যে কোন একটি ঋতুর ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক যে কোন একটি ঋতুর ছবি অংকনের পূর্বে পাঠ্যপুস্তকের সংযুক্ত ছয়টি ঋতুর ছবি প্রদর্শণ করে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা করবেন।
- শিক্ষক এরপর ষড়ঋতুর যে কোন একটি ঋতুর দৃশ্যের ছবি ক্লাসে প্রদর্শন করবেন/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন।
- দৃশ্যটি দেখিয়ে শিক্ষক বলবেন, এটা কোন ঋতুর দৃশ্য?
- তারপর ছবিটি সরিয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এই ঋতুর দৃশ্যে কী কী আছে?
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক ষড় ঋতু যেমন গ্রীষ্ম/ বর্ষা/ শরৎ/ হেমন্ত/শীত/বসন্ত যে কোন একটি ছবি আঁকার বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্ধারিত একটি ঋতুর ছবি অংকন (রং না করে) করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সুনির্দিষ্ট একটি ঋতুর ছবি আঁকতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব অংকিত ছবিটি নির্দেশনা অনুসারে পরিমার্জন ও সংশোধন করে নিতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় **সক্রিয় অংশগ্রহন** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) এবং **সচেতনতা** (অংকনে বিষয় সাজানো ও রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে **সৌন্দর্যবোধ**) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এইপাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল ষড় ঋতুর যে কোন একটি ঋতুর ছবি অংকন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা চিত্র অংকন করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন;
- ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিষয় সাজানোর দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- যে কোন একটি ঋতুর ছবি অংকনে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন এবং নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে সাতটি (২৪তম -- ৩০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (২৪তম--২৯তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)**-এর সকল মানদন্ড চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেনসিল ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/**A** পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজ :শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অংকিত ছবিটি সঠিক করে পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

ক্লাস-২৮: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.ষড় ঋতুর যে কোন একটি ছবি অংকন করতে পারবে।	১. ষড় ঋতুর দৃশ্য অংকন	-ষড় ঋতুর যে কোন ঋতুর একটির ছবি রঙ করা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ - প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, ষড় ঋতুর যেকোন একটি ছবি সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	-একক কাজ -পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ষড় ঋতুর যে কোন একটি অংকিত ছবি রঙ করা।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্বের ক্লাসের প্রসঙ্গ টেনে পূর্বের ক্লাসের অংকিত ছবিটি রঙ করা সম্পর্কিত ক্লাস শুরু করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও সতীর্থ শিখন)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে অংকন করা ঋতুর ছবিটি রং লেপন করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে পুর্বের ক্লাসের আঁকা ঋতুর ছবিটি রঙ লেপন করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের রঙ লেপন করা ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন ও পরিমার্জন করে অন্যদের রঙ করা ছবির কোনো ত্রুটি থাকলে তা একইভাবে সংশোধনের নির্দেশনা দিবেন;
- ভালোভাবে রঙ করা একটি ছবির সাথে কয়েকজন শিক্ষার্থীর রঙ করা ছবির তুলনা করে নিজেদের ছবি মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের ছবি সংশোধন করে নেয়ার পরামর্শ দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) এবং **সচেতনতা** (অংকনে বিষয় সাজানো ও রঙের যথাযথ প্রয়োগ দেখে সৌন্দর্যবোধ) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।
- ছকের মাধ্যমে নির্দেশনা অনুসারে শিখন মূল্যায়ন করবেন এবং শিখন দূর্বলতা আছে এমন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল ষড় ঋতুর যে কোন একটি অংকিত ছবি রঙ লেপন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা অংকিত চিত্রে রঙ লেপন করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন;
- ছবি রঙ করার ক্ষেত্রে আলো ছায়া প্রয়োগের দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- রঙের প্রয়োগে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- সঠিকভাবে রং করতে পারেনি এমন শিক্ষার্থীদের পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন এবং নিরাময়মূলক সহায়তা দিবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে সাতটি (২৪তম -- ৩০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (২৪তম--২৯তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)**-এর সকল মানদন্ড চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা, শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-২৯: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন - শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.ষড় ঋতুর যে কোন একটি ছবি অংকন করতে পারবে।	১. ষড় ঋতুর দৃশ্য অংকন (আগের দিনেরটা ব্যতীত অন্যটা)	-ষড় ঋতুর যে কোন ঋতুর একটি ছবি অংকন করা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ - প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, ষড় ঋতুর যেকোন একটি ছবি সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	- একক কাজ - পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ষড় ঋতুর যে কোন একটি ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের ক্লাসের প্রসঙ্গ টেনে এই এই পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা

- শ্রেণি কার্যক্রম পূর্বের (২৭তম) ক্লাসের অনুরূপ হবে

মূল্যায়ন ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক নির্দেশনা ক্লাস -- ৮ এর অনুরূপ হবে)

- মূল্যায়ন ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক নির্দেশনা পূর্বের (২৭তম) ক্লাসের অনুরূপ হবে

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে সাতটি (২৪তম -- ৩০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (২৪তম--২৯তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩০তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)**-এর সকল মানদন্ড চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৩০: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন শেখানো কৌশল	শিখন উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.ষড় ঋতুর যে কোন একটি ছবি অংকন করতে পারবে।	১. ষড় ঋতুর দৃশ্য অংকন (আগের দিনেরটা ব্যতীত অন্যটা)	-ষড় ঋতুর যে কোন একটি ছবি রঙ করা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -সচেতনতা (সৌন্দর্যবোধ)	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ - প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, ষড় ঋতুর যেকোন একটি ছবি সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	- একক কাজ - পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ষড় ঋতুর যে কোন একটি ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের ক্লাসের প্রসঙ্গ টেনে এই এই পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা

- **শ্রেণি কার্যক্রম পূর্বের (২৮তম)ক্লাসের অনুরূপ হবে।**

মূল্যায়ন ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক নির্দেশনা

- **মূল্যায়ন ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক নির্দেশনা পূর্বের (২৮তম) ক্লাসের অনুরূপ হবে।**

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে সাতটি (২৪তম -- ৩০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- যেহেতু এই ক্লাসটি (৩০তম) **'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন'** সম্পর্কিত শেষ ক্লাস, তাই বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শিখন অর্জন চুড়ান্তভাবে মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- এক্ষেত্রে শিক্ষক পূর্বের ক্লাসগুলোতে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)**-এর সকল মানদন্ড চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- এই পাঠটি এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা, শৃঙ্খলাবোধ***)পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)

প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন								
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	**বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ**			**মোট**	**আবেগীয়/ মানবীয় গুণ**			**মোট**
	বিষয় সাজানোর দক্ষতা	ড্রইংয়ের নৈপুণ্য	রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহণ	শৃঙ্খলাবোধ	সচেতনতা	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								
৮								

এখানে, ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ক্লাস-৩১: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: বিভিন্ন উৎসবের ছবি অংকন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন - শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
৫. বিভিন্ন উৎসবের ছবি অংকন করতে পারবে।	১. নিয়ম মেনে উৎসবের ছবি অংকন	-যে কোন উৎসবের একটি ছবি অংকন করা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -দেশপ্রেম	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ - প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, যে কোন একটা উৎসবের একটি ছবি সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	-একক কাজ -পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: যে কোন একটা উৎসবের একটি ছবি অংকন

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্বেই যে কোন একটা উৎসবের ছবি সংগ্রহ করে ক্লাসে নিয়ে যাবেন/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন।
- দৃশ্যটি দেখিয়ে শিক্ষক কিসের দৃশ্য তা জানতে চাইবেন:
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক নিয়ম মেনে যে কোন একটা উৎসবের ছবি আঁকার বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষক নির্ধারিত একটি উৎসবের ছবি অংকন করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে সুনির্দিষ্ট একটি উৎসবের ছবি আঁকতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন;
- প্রয়োজনে শিক্ষক বোর্ডে সঠিকভাবে আঁকা দেখিয়ে দিবেন এবং সকল শিক্ষার্থীকে তাঁর অংকন অনুসরণ করে নিজ খাতায় অনুশীলন করতে বলবেন;
- বোর্ডে অংকিত ছবির সাথে শিক্ষার্থীদের অংকন করা ছবির তুলনা করে নিজেদের ছবি মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে নিজেদের ছবি সংশোধন করে নিতে সহায়তা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) এবং **দেশপ্রেম** (অংকিত ছবিতে আমাদের দেশের ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে কি না) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা-

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল- নিয়ম মেনে যে কোন একটি উৎসবের ছবি অংকন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- শিক্ষার্থী নির্দেশনা অনুসরণ করে উৎসবের চিত্র অংকন করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিষয় সাজানোর দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- যে কোন একটি উৎসবের ছবি অংকনে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন এবং নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ছবি অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে চারটি (৩১তম -- ৩৪তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩৪তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (৩১তম--৩৩তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩৪তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে (৩১তম--৩৩তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৬ (উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী)**-এর প্রথম দুটি কলাম (**বিষয় সাজানোর দক্ষতা এবং ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (সক্রিয় অংশগ্রহন, শৃঙ্খলাবোধ ও দেশপ্রেম)শিখন সন্তোষজনক নয় তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজ :শিক্ষার্থীদের বাড়িতে এই ছবিটি আরও ভালোভাবে অংকন করে পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিবেন। (পরবর্তী ক্লাসে এই ছবিটি রং লেপন করা হবে বলে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন)

ক্লাস-৩২: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: বিভিন্ন উৎসবের ছবি অংকন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন - শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.বিভিন্ন উৎসবের ছবি অংকন করতে পারবে।	১. নিয়ম মেনে উৎসবের ছবি অংকন	-যে কোন উৎসবের একটি অংকিত ছবিতে রঙ করা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -দেশপ্রেম	-প্রদর্শন -প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -একক কাজ -প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, যে কোন একটা উৎসবের ছবি সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	-একক কাজ -পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: যে কোন একটি উৎসবের অংকিত ছবিতে রঙ করা।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্বের ক্লাসের অংকিত ছবিটি রঙ করা সম্পর্কিত ক্লাস শুরু করবেন ।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে অংকন করা উৎসবের ছবিটি রং করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে পূর্বের ক্লাসের অংকিত ছবিটি রঙ করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে ছবিটি সংশোধন ও পরিমার্জন করে অন্যদের রঙ করা ছবির কোনো ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনের নির্দেশনা দিবেন;
- প্রয়োজনে শিক্ষক বোর্ডে সঠিকভাবে রঙ করা একটি খাতা দেখিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে তার রঙ করা অনুসরণ করে নিজ খাতায় অনুশীলন করতে বলবেন;
- সঠিকভাবে রঙ করা ছবির সাথে অনান্য শিক্ষার্থীদের অংকন করা ছবির তুলনা করে ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিবেন, প্রত্যেককে নিজেদের ছবি মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে নিজেদের ছবি সংশোধন করে নেয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) এবং **দেশপ্রেম** (অংকিত ছবিতে আমাদের দেশের ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে কি না) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল- নিয়ম মেনে যে কোন একটি উৎসবের ছবি রঙ করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা উৎসবের চিত্রে রঙ করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন;
- ছবি রঙ করার ক্ষেত্রে আলোছায়া প্রয়োগের দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- শিক্ষার্থীরা ছবিতে রঙের ব্যবহার কীভাবে করেছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন ;
- যে কোন একটি উৎসবের ছবি রঙ করার কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- সক্রিয় অংশগ্রহণ (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), শৃঙ্খলাবোধ (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, বন্ধুদেও সহযোগিতা করছে কি না, ইত্যাদি), দেশপ্রেম (অংকিত ছবিতে আমাদের দেশের ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে কি না) এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন ।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ছবি অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে চারটি (৩১তম -- ৩৪তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩৪তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (৩১তম--৩৩তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩৪তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে (৩১তম--৩৩তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৬ (উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী)**-এর প্রথম দুটি কলাম (**বিষয় সাজানোর দক্ষতা এবং ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।
- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠটি এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- ➢ তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ➢ পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতার মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৩৩: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: জ্যামিতিক নকশা অংকন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. জ্যামিতিক নকশা আঁকতে পারবে।	১. জ্যামিতিক নকশা অংকন	-জ্যামিতিক নকশা অংকন করা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ	-প্রদর্শন -প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -একক কাজ -প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, বিভিন্ন নকশার ছবি সম্বলিত পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	-একক কাজ -পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: জ্যামিতিক নকশা অংকন ।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্বেই বিভিন্ন নকশা সম্বলিত পোস্টার বা ছবি সংগ্রহ করে ক্লাসে নিয়ে যাবেন/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন;
- ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে কিসের ছবি তা জানতে চাইবেন:
- উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক, জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করে ছবি আঁকার বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী (বৃত্ত, ত্রিভুজ, চর্তুভূজ) এর সমন্বয়ে পছন্দমত জ্যামিতিক নকশা অংকন করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে বৃত্ত, ত্রিভুজ, চর্তুভূজের সমন্বয়ে পছন্দমতো একটি ছবি আঁকতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের ছবির সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে ছবিটি সংশোধন ও পরিমার্জন করবেন এবং অন্যদের অংকিত ছবির কোনো ত্রুটি থাকলে তা একইভাবে সংশোধনের নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষক বোর্ডে সঠিকভাবে আঁকা দেখিয়ে দিবেন এবং সকল শিক্ষার্থীকে তাঁর অংকন অনুসরণ করে নিজ খাতায় অনুশীলন করতে বলবেন;
- বোর্ডে অংকিত ছবির সাথে শিক্ষার্থীদের অংকন করা ছবির তুলনা করে নিজেদের ছবি মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে নিজেদের ছবি সংশোধন করে নেওয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করে ছবি অংকন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- নির্দেশনা অনুসরণ করে জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা ছবি অংকন করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন;
- ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিষয় সাজানোর দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- শিক্ষার্থীরা ছবিতে রঙের ব্যবহার কীভাবে করেছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করে ছবি অংকনে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ছবি অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে চারটি (৩১তম -- ৩৪তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩৪তম) ক্লাসের পূর্ব পর্যন্ত অন্যান্য (৩১তম--৩৩তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৩৪তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসগুলোতে (৩১তম--৩৩তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৬ (উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী)**-এর প্রথম দুটি কলাম (**বিষয় সাজানোর দক্ষতা এবং ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।
- ➢ **এই পাঠের বিষয়বস্তু 'জ্যামিতিক নকশা, প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন ও প্রদর্শনীর'- এর সাথে সম্পর্কিত;**
- ➢ **এই বিষয়বস্তু নিয়ে চারটি শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;**
- ➢ **শিক্ষক প্রথম তিনটি ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;**
- ➢ **এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তৃতীয় ক্লাসে শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (জ্যামিতিক নকশা, প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন ও প্রদর্শনী)-এর সকল মানদন্ডের চুড়ান্ত মূল্যায়ন করবেন।**

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেনসিল ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/**A** পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজ :শিক্ষার্থীদের বাড়িতে এই ছবিটি আরও দৃষ্টিনন্দন করে পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশনা দিবেন।

ক্লাস-৩৪: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: জ্যামিতিক নকশা আঁকতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. জ্যামিতিক নকশা আঁকতে পারবে।	১.জ্যামিতিক নকশা অংকন	-জ্যামিতিক নকশায় অংকিত ছবি রঙ করা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ	- প্রদর্শন - প্রশ্নোত্তর - আলোচনা - একক কাজ - প্রশ্নোত্তর	বোর্ড, বিভিন্ন নকশা পোস্টার / ছবি/ মাল্টিমিডিয়া	- একক কাজ - পর্যবেক্ষণ			ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: জ্যামিতিক নকশা অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক পূর্বের ক্লাসের অংকিত নকশাটি রঙ করা সম্পর্কিত ক্লাস শুরু করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী পুর্বের ক্লাসের আঁকা জ্যামিতিক আকৃতি সম্বলিত ছবিটি রঙ করবে।

- শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীকে তাদের কাছে থাকা পুর্বের ক্লাসের আঁকা জ্যামিতিক আকৃতি সম্বলিত ছবিটি রঙ করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের নকশার সবল ও দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন ও পরিমার্জন করবেন এবং অন্যদের অংকিত নকশার কোনো ত্রুটি থাকলে তা একইভাবে সংশোধনের নির্দেশনা দিবেন;
- প্রয়োজনে শিক্ষক বোর্ডে সঠিকভাবে আঁকা দেখিয়ে দিবেন এবং সকল শিক্ষার্থীকে তাঁর অংকন অনুসরণ করে নিজ খাতায় অনুশীলন করতে বলবেন;
- দু একজন শিক্ষার্থীদের আঁকা ভালো নকশা সকলকে দেখিয়ে নিজেদের রঙকরা ছবি মূল্যায়ন করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে নিজেদের ছবি সংশোধন করে নেওয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- শ্রেণির কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করে ছবি অংকন করতে পারবে। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করে ছবি অংকন করতে পারছে কিনা তা যাচাই করবেন;
- ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিষয় সাজানোর দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- শিক্ষার্থীরা ছবিতে রঙের ব্যবহার কীভাবে করেছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে নির্দেশনা দিবেন;
- জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করে ছবি অংকনে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরিয়ে দিবেন এবং প্রয়োজনে সংশোধন করে দিবেন;
- ছকের আলোকে নির্দেশনা অনুসারে শিখন মূল্যায়ন করবেন এবং শিখন দূর্বলতা আছে এমন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ছবি অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে চারটি (৩১তম -- ৩৪তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ এই ক্লাসটি উপরোক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট শেষ (৩৪তম) ক্লাস;
- ➢ শিখন মূল্যায়নের সময় শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পূর্বের ক্লাসগুলোতে (৩১তম--৩৩তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৬ (উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী)**-এর প্রথম দুটি কলাম (**বিষয় সাজানোর দক্ষতা এবং ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

পরবর্তী ক্লাসে একটি সামাজিক সচেতনতামূলক ছবি অংকন করা হবে।
ছবির বিষয়: আমরা কীভাবে বয়স্ক মানুষকে সাহায্য করতে পারি।
মানুষকে সচেতন করার জন্য এই বিষয়টি কীভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা যায় তা নিয়ে বাড়িতে চিন্তা করতে এবং অনুশীলন করতে নির্দেশনা দিবেন। পরবর্তী ক্লাসে ছবিটি অংকনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাথে নিয়ে আসতে বলবেন।

ক্লাস-৩৫: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: সামাজিক সচেতনতামূলক ছবি অংকন করতে পারবে ।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. সামাজিক সচেতনতামূলক ছবি অংকন করতে পারবে ।	১. সামাজিক সচেতনতামূলক ছবি অংকন	- সামাজিক সচেতনতামূলক ছবি অংকনদক্ষতা -সক্রিয় অংশগ্রহন -শৃঙ্খলাবোধ	-একক কাজ	ছবি আঁকার কাগজ	-পর্যবেক্ষণ			ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: সামাজিক সচেতনতামূলক ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের ক্লাসের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পূর্বনির্ধারিত বিষয়ে ছবি অংকন করতে বলবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী 'আমরা কীভাবে বয়স্ক মানুষকে সাহায্য করতে পারি'- এ বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক ছবি অংকন করবে।

- ছবি অংকনে শিক্ষার্থীরা এ সম্পর্কিত যেকোন একটি বিষয় (যেমন- রাস্তা পারাপারে সাহায্য করা, অসুস্থতার সময় সেবা, কাজে সাহায্য করা ইত্যাদি) কে প্রাধান্য দিবে;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে সহায়তা করবেন;
- ছবি আঁকা শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যত্ন সহকারে ছবিটি নিজের কাছে সংরক্ষণের নির্দেশ দিবেন;
- পূর্বে সংরক্ষিত ছবিসহ এই ছবিটি নিয়ে একটি প্রদর্শনী হবে;
- ক্লাস শেষের আগে পরবর্তী ক্লাসে সকলের ছবির প্রদর্শিত হবে তা জানিয়ে দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে একক কাজ করছে কি না, একক কাজের সময় ক্লাসরুম, বেঞ্চ এগুলো নোংরা করছে কি না) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠটি একটি সামাজিক সচেতনতামূলক ছবি অংকনের সাথে সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় তারা ঠিকমত ছবি অংকন করতে পারছে কি না তা দেখবেন;
- ছবি অংকন প্রণালি ঠিক না হলে ঠিক করে দিবেন;
- সঠিকভাবে ছবি আঁকতে পারেনি এমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- সঠিকভাবে ছবি আঁকতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন, অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে নিরাময়মূলক সহায়তা দিবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'সামাজিক সচেতনতামূলক ছবি অংকন'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৩৫তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শিখন মূল্যায়নের সময়**শিখন মূল্যায়ন ছক-৬ (উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী)**-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত সকল অংশ চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শৃঙ্খলাবোধ***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৩৬: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: শিক্ষার্থীরা তাদের অংকিত ছবি প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে ।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. শিক্ষার্থীদের অংকিত ছবি প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে।	১. একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন	-ছবি প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ	-আলোচনা -প্রশ্নোত্তর		-পর্যবেক্ষণ			ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ছবি প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের কয়েকটি ক্লাসেশিক্ষার্থীরা যেসব ছবি অংকন করেছে তার প্রসঙ্গ টেনে শিক্ষক এসব ছবির **প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও নির্দেশনা বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন;**
- অথবা পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে পাঠ ঘোষণা করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা(প্রশ্নোত্তর, আলোচনা)

- **বিষয় শিক্ষক শ্রেণি শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে প্রদর্শনীর দিন ও সময়কাল নির্ধারন করবেন;**
- সুশৃঙ্খলভাবে প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করবেন;
- প্রদর্শনী কার্যক্রম দলগতভাবে পরিচালিত হবে বলে শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের তৈরি সকল ছবি যা তাদেরকে বিভিন্ন সময় সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে সেগুলো এ প্রদর্শনীতে নিয়ে আসতে বলবেন;
- প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কীভাবে প্রদর্শনীকে ফলপ্রসূ করা যায় তা ঠিক করবে;
- দলের প্রতিটি সদস্যের কোন না কোন ছবি যেন প্রদর্শনীতে স্থান পায় দলগুলোকে তা নিশ্চিত করতে বলবেন;
- প্রদর্শনীর স্থান ও প্রতিটি দলের জন্য প্রদর্শনীর জায়গা নির্ধারণ করে দিবেন;
- প্রতিটি দল যেসব ছবির প্রদর্শনী করবে সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (রশি, আঠা, ক্লিপ/বোর্ড ক্লিপ, সাদা/রঙিন কাপড়, বেঞ্চ/টেবিল ইত্যাদি) সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রদর্শনীতে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী, অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ও অভিভাবকগণ উপস্থিত থাকতে পারেন এ বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের সচেতন থাকতে নির্দেশনা দিবেন;
- প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে প্রদর্শনীতে কোন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আসবেন তা ঠিক করে নিবেন;
- প্রদর্শনীর এলাকার কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে দর্শনার্থীদের মন্তব্য লেখার জন্য একটি খাতা রাখার ব্যবস্থা করবেন;
- প্রদর্শনীর দিন বিদ্যালয়ের স্কাউট/গার্ল গাইডস/বিএনসিসি/রেড ক্রিসেন্ট এর প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতা চাইবেন;
- শিক্ষার্থীদের একক কাজের সময় **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা মনোযোগ সহকারে শুনছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (দলগত আলোচনার সময় এবং শিক্ষকের নির্দেশনা পালনের সময় সুশৃঙ্খল ছিল কিনা) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- সকল শিক্ষার্থীপ্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও নির্দেশনা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে
- কী না তা যাচাই করে দেখবেন;
- কোন শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্ন থাকলে তা জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দিবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের সাথে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই;
- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও শৃঙ্খলাবোধ***) শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/**A** পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৩৭: (অধ্যায়-৫)

শিখনফল: নিজের অংকিত ছবি প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়ন ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. নিজের অংকিত ছবি প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করতে পারবে।	১. ছবি প্রদর্শনী	-প্রদর্শনী -সক্রিয় অংশগ্রহণ -শৃঙ্খলাবোধ -দেশপ্রেম	- প্রদর্শন	শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি, রশি, সুতা, আলপিন, আইকা গাম, ডক ক্লিপ, মাসকিন টেপ, মাউন্ট পেপার, সাদা কাপড়	-পর্যবেক্ষণ			ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষার্থীদের অংকিত চিত্র প্রদর্শন।

প্রস্তুতি ও উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষার্থীদের পূর্বে অংকিত চিত্র শিক্ষক আগেই সংগ্রহ করে রাখবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় পূর্বনির্ধারিত স্থানে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন;
- ছবি ঝুলানোর মতো উপযুক্ত জায়গা না থাকলে স্থানীয় উপকরণের সাহায্যে ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে কাপড় দিয়ে প্রদর্শনীর স্থল সাজাতে পারেন। ছবি ঝুলানোর জন্য রশি টেনে তাতে ক্লিপ বা অন্যকোনো সুবিধাজনক জিনিস দিয়ে ছবি ঝুলানোর ব্যবস্থা করবেন;
- প্রদর্শনী চলাকালে শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করছে কি না), **শৃঙ্খলাবোধ** (সুশৃঙ্খলভাবে দলগত কাজে অংশগ্রহণ করছে কি না) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ঘুরে ঘুরে প্রদর্শিত ছবিগুলো মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন এবং বিভিন্ন ছবি সম্বন্ধে নোট রাখতে বলবেন;

আত্ম-প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখা: 'আজকের এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে তোমার অনুভূতি লিখে (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ) পরবর্তী ক্লাসে জমা দিবে' এ নির্দেশনা ক্লাস শেষের আগে শিক্ষক সকলকে জানিয়ে দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে চিত্র প্রদর্শন করতে পারছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণে তার মনোভাব কেমন তাও লক্ষ্য রাখতে হবে;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- **এই পাঠটি শুধুমাত্র ছবি প্রদর্শনীর সাথে সম্পর্কিত; তাই বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ অংশের কোন মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই।**
- **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- এই পাঠটি এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, শৃঙ্খলাবোধ ও দেশপ্রেম***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-৬ (উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী)

উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী								
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	**বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ**			**মোট**	**আবেগীয়/ মানবীয় গুণ**			**মোট**
	বিষয় সাজানোর দক্ষতা	ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার	ছবিতে সৃজনশীলতার প্রতিফলন		সক্রিয় অংশগ্রহণ	শৃঙ্খলাবোধ	দেশপ্রেম	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								
৮								

এখানে, ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ইউনিট-৩ (অধ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়)

ক্লাস-৩৮: (অধ্যায়-২)

শিখনফল: ১. স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের চারু ও কারুকলার শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।
২. বাংলাদেশের চারু ও কারুকলারপথিককৃত শিল্পীদের নাম উল্লেখ করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের চারু ও কারুকলার শিক্ষার প্রাথমিক ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের চারু ও কারুকলার পথিকৃত শিল্পীদের নাম উল্লেখ করতে পারবে।	১.বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষা এবং পথিকৃত শিল্পী	-বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস -চারু ও কারুকলার শিল্পীদের সম্পর্কে ধারণা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতা	-প্রদর্শন -আলোচনা -প্রশ্নোত্তর -নীরব পাঠ	চারু ও কারুকলার ছবি পথিকৃত শিল্পী দের ছবি /পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -ওয়ার্কশীট -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - চারু ও কারুকলায় অবদান রেখেছেন এমন কারও নাম কী তোমরা জান?
  - তাঁদের কোন চিত্র বা শিল্পকর্মের নাম কী তোমরা বলতে পারবে?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক পাঠে প্রবেশ করবেন
- অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো প্রশ্ন দিয়েও আলোচনা শুরু করতে পারেন ।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, আলোচনা, দলীয় কাজ ও একক কাজ)

- শিক্ষক প্রথমে বিভিন্ন শিল্পীর ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন। আলোচনা হবে উভয়মুখী ।শিক্ষক এবং ছাত্র বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করবেন;
- আলোচনার সময় শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে পারেন-
  - ছবি আঁকার একটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উদাহরণ দাও।
  - কোন প্রতিষ্ঠান থেকে চারু ও কারুকলা শিক্ষার শুরু হয়? ইত্যাদি
- প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- পরবর্তীতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের দলগত কাজটি করতে নির্দেশ দিবেন।

দলগত কাজ: শিল্পীরা কেন ছবি আঁকার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা দলে আলোচনা করে উপস্থাপন করবে।

- দলীয় কাজের সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে কাজ দেখবেন এবং সবাই কে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করবেন;
- শ্রেণির কাজ চলাকালীন শিক্ষার্থী **সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে কিনা** এবং দলগত কাজের সময় শিক্ষক ও সহপাঠীকে **সহযোগিতা করছে কিনা এই** বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- শিক্ষক কাজ শেষে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন; (অধিক দলের ক্ষেত্রে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় দল নির্ধারন করবেন)
- দলীয় উপস্থাপনা চলাকালে আলোচনা ও প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- শিখন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

একক কাজঃ সরবরাহকৃত বিভিন্ন নাম থেকে বাংলাদেশের চারু ও কারুকলার পথিককৃত শিল্পীদের নাম বাছাই করবে।

- শিক্ষক বাংলাদেশের চারু ও কারুকলার পথিককৃত ৩ জন শিল্পীর নামসহ অন্যান্য ব্যক্তিদের নাম বোর্ডে উপস্থাপন করবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী সরবরাহকৃত ছকে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক) বিভিন্ন নাম থেকে পথিকৃত ৩ জন শিল্পীর নাম লিখবে;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার পাশের বন্ধুর সাথে তা বিনিময় করবে;
- শিক্ষক একক কাজের সঠিক উত্তর বোর্ডে প্রদর্শন করবেন;
- শিক্ষার্থীরা বোর্ডে প্রদর্শিত সঠিক উত্তরের আলোকে একজন অন্যজনের কাজ মূল্যায়ন করবে;
- শিক্ষক সতীর্থ মূল্যায়ন ছকের আলোকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন;
- সতীর্থ মূল্যায়ন ছক শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করবেন।

(সতীর্থ মূল্যায়ন ছক ক্লাস-৩৭)

মূল্যায়নকৃত শিক্ষার্থীর রোল নং-	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	৩ জনের নাম লিখলে ৩ পাবে	২ জনের নাম লিখলে ২ পাবে	১ জনের নাম লিখলে ১ পাবে	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর রোল নং-
	পথিকৃৎ শিল্পীদের নাম				

- সতীর্থ মূল্যায়নের সময়ও শিক্ষক শিক্ষার্থী**সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে কিনা** এই আবেগীয় বিষয়গুলোও মূল্যায়ন করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসের শেষে/ পরদিন ক্লাস শুরুর আগে নিরাময়মূলক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন;
- শিক্ষন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দিবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি (৩৮তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-৭ (বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস)- এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস) চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্রঃ**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/**A** পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৩৯: (অধ্যায়-২)

শিখনফল: বাংলাদেশের চারু ও কারুকলার শিক্ষার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস বর্ননা করতে পারবে।	১. বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার গল্প (পাঠ ২ও ৩)	-শিশু কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস (পাঠ ২ ও ৩) -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতা	-প্রদর্শন -আলোচনা -প্রশ্নোত্তর -নীরব পাঠ -অনুশীলন	বিভিন্ন শিশু সংগঠনের ছবি ও নাম সম্বলিত পোষ্টার/ মাল্টিমিডিয়া	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার গল্প (পাঠ ২ ও ৩)

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক নিচের প্রশ্নের আলোকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - শিশুদের ছবি আঁকার সংগঠন সম্পর্কে তোমরা কী কিছু জানো?
  - কোনো সংগঠনের নাম কী তোমরা বলতে পারবে?
- অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে অন্য যেকোন প্রশ্ন দিয়েও পাঠের আলোচনা শুরু করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, নীরব পাঠ ও আলোচনা)

- শিক্ষক প্রথমে পূর্বে সংগৃহীত শিশুদের আঁকা ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুদের ছবি আঁকার সাথে সম্পর্কিত সংগঠনগুলোর নাম ও অবদান নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যে কোনো একটি শিশুদের ছবি আঁকার সংগঠনের নাম বলতে বলবেন এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীদের নামটি মনোযোগ দিয়ে শুনে শিখতে বলবেন। এভাবে সবগুলো সংগঠনের নাম দৈবচয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন এবং এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নামগুলি শেখাতে চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিষয়টি প্রথমে (পাঠ ২ ও ৩) নীরবে পাঠ করে পরে জোড়ায় জোড়ায় আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট ধারণা নিতে বলবেন;
- অতঃপর শিক্ষক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিশুদের ছবি আঁকার ক্ষেত্রে কী কী অবদান রেখেছে তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করে তাদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষক প্রতিটি শিখন শেখানো কৌশলে প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দিবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রমের সময় শিক্ষক আবেগীয় ক্ষেত্রের **সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের** (আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের সময়) বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

শিক্ষক নিচের একক কাজের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন করতে পারেন –

- শিক্ষক বিভিন্ন সংগঠনের নাম এবং সংগঠনের কাজ/ অবদান সম্পর্কে এলোমেলো ভাবে লিখবেন;
- শিক্ষার্থীদের সরবরাহকৃত ছকে সংগঠনের নাম ও কাজ সঠিকভাবে (মিলিয়ে) লিখতে বলবেন;
- একক কাজ শেষে একজনের খাতা আরেকজনকে দিয়ে মূল্যায়ন করাতে পারেন;
- মূল্যায়নের সময় শিক্ষক সঠিক উত্তর বোর্ডে টাঙিয়ে দিবেন (৩টি সংগঠন ও তার অবদান লিখবে);
- শিক্ষার্থীরা কীভাবে মূল্যায়ন করবে তা শিক্ষক নির্দেশনা দিয়ে দিবেন।

(সতীর্থ মূল্যায়ন ছক-ক্লাস ৩৮)

শিক্ষার্থীর নাম: রোল নং-	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয় সংগঠনের নাম	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয় অবদান	প্রাপ্ত নম্বর ৩/২/১	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর নাম: রোল নং-

- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- শিক্ষক আবেগীয় ক্ষেত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার মনোভাব মূল্যায়ন করবেন (এসময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের আগ্রহ ও সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করেছে কীনা সেটি দেখবেন)
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তন দেয়ার পর উন্নয়ন না ঘটলে ক্রস রেখে দিয়েই তাকে নিরাময়ের ব্যবস্থা করবেন;
- শিক্ষার্থীদের পূরণকৃত (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক-ক্লাস ৩৮) পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৩৯তম ও ৪০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম (৩৯তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ ক্লাসে (৪০তম)পূর্বের ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৭ (বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**শিশু কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৪০: (অধ্যায়-২)

শিখনফল: বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস বর্ননা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস বর্ননা করতে পারবে।	১.বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার গল্প(পাঠ ৪ ও ৫)	-শিশু কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস (পাঠ ৪ ও ৫) -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতা	- আলোচনা - প্রশ্নোত্তর - প্রদর্শন - নীরব পাঠ - অনুশীলন	বিভিন্ন শিশু সংগঠনের ছবি ও নাম সম্বলিত পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়া	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন - শেখানো নির্দেশনা: বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার গল্প (পাঠ ৪ ও ৫)

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিশুদের ছবি আঁকার সংগঠনে যারা অবদান রেখেছেন তোমরা কী তাঁদের নাম বলতে পারবে?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সুত্র ধরে পাঠ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করবেন;
- অথবা,পাঠের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (আলোচনা, নীরব পাঠ ওপ্রশ্নোত্তর)

- শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন, আলোচনা হবে উভয়মুখী;
- নমুনা প্রশ্ন হতে পারে -
  - ❖ গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটে কখন শিশুদের ছবি আঁকা শুরু হয়?
  - ❖ শিশুদের ছবি আঁকার স্কুলটি কোন সংগঠন পরিচালনা করতো?
- এ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন। এসময় শিক্ষার্থীদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ দেবেন;
- শিক্ষার্থীদের পাঠ (৪ ও ৫) নীরবে পড়তে বলবেন;
- নীরব পাঠ শেষে ২/৩ জন মিলে আলোচনার মাধমে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিতে বলবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (**সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা**) পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

দলগত কাজ: 'চিত্র শিল্পী ও শিশু সংগঠকদের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে শিশু চিত্রকলায় কী কী প্রভাব পড়েছিল?

- শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করে দলগত কাজের নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে খাতায় লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ শেষ হলে একদলের কাজ পাশাপাশি অন্য দলের সাথে বিনিময় করতে বলবেন;
- এরপর দৈবচয়নের মাধ্যমে দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- শিক্ষক দলীয় উপস্থাপনার পর অন্য দলের নতুন কোন তথ্য থাকলে তা বলতে বলবেন ;
- যেসব দলের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা ফলাবর্তন প্রদান করবেন;
- এ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- দলীয় কাজের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর ***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা*** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন দিবেন;
- শিক্ষক দলগত কাজের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন করবেন;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;
- শিখন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৩৯তম ও ৪০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই ক্লাসে (৪০তম) পূর্বের ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৭ (বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**শিশু কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চুড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মনোভাব)* শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

- বিদ্যালয় ছুটির পরে যদি নিরাময়মূলক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্যই শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণকে পূর্বেই জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, নাহলে অভিভাবকগণ উৎকণ্ঠায় থাকতে পারেন।

ক্লাস-৪১: (অধ্যায়-২)

শিখনফল: বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিশুদের আঁকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছবি ও এর সাথে সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।	১. শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ছবি (পাঠ-৬)	-মুক্তিযুদ্ধের ছবি সম্পর্কিত ধারণা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -দেশপ্রেম	-আলোচনা -প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন -সরব পাঠ	মুক্তিযুদ্ধের ছবি সম্বলিত পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়া	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিশুদের আঁকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছবি ও এর সাথে সম্পর্কিত ঘটনা

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সে সম্পর্কে তোমরা কী কিছু জানো?
  - যুদ্ধের সময় পাক হানাদার দ্বারা নিরীহ বাঙ্গালীরা কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল?
- উপরোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো প্রশ্ন দিয়ে পাঠ শুরু করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, আলোচনা, সরব পাঠ, প্রশ্নোত্তর ও একক কাজ)

- শিক্ষক প্রথমে শিশুদের আঁকা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন।
- শিক্ষক পাঠের সম্পর্কিত এক একটি অনুচ্ছেদ এক এক জন শিক্ষার্থীকে সরবে পাঠ করতে বলবেন;
- অন্য সবাইকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। শিক্ষার্থী পড়ার পর প্রতিটি অনুচ্ছেদ আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক শিশুদের ছবি এবং এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও রোকনুজ্জামান দাদাভাই এর অবদান সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করবেন;
- শিক্ষক কোন মুক্তিযোদ্ধা/মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন এমন ব্যক্তিকে আলোচনার জন্য শ্রেণিতে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরও প্রশ্ন করে এ বিষয়ে জানতে বলবেন;
- মুক্তিযোদ্ধার সাথে আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আগ্রহ দেখে দেশপ্রেম পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন দিবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর **সক্রিয় অংশগ্রহণের** (আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের সময়) বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

শিক্ষক পাঠের সাথে সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন করবেন;

- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন এবং নিরাময়মূলক সহায়তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখবেন;
- শিক্ষন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'শিশুদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি এবং এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন ও রোকনুজ্জামান দাদাভাই এর অবদান'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি (৪১তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-৭ (বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ছবির ধারণা) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চুড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (**দেশপ্রেম ও সক্রিয় অংশগ্রহণ**) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৪২: (অধ্যায়-২)

শিখনফল : বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে ।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ছবি অংকন করতে পারবে।	১. শিশুদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি (অংকন)	- মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় কল্পনা করে সে অনুযয়ী ছবি অংকন দক্ষতা - সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতা -দেশপ্রেম	- প্রশ্নোত্তর - প্রদর্শন - অনুশীলন	মুক্তিযুদ্ধের ছবি সম্বলিত পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়া	- পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিশুদের ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে তোমরা কী কোন ছবি দেখেছো?
  - তোমার এলাকার মুক্তিযোদ্ধা/ অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে কী মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছো?
  - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে তোমরা কী কী কল্পনা কর?
- উপরোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো প্রশ্ন দিয়ে পাঠ শুরু করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার কল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি ছবি অংকন (রং করবেনা) করবে।

- শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীর কল্পনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত শুধু ছবি আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের ছবি আঁকা দেখবেন এবং এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পরামর্শ দেবেন;
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখার সময় ছবিতে শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধের বিষয় কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে তা পর্যবেক্ষণ করবেন;
- অতঃপর শিক্ষক অপারগ এবং পারগ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে অপারগ এবং পারগ শিক্ষার্থীদের জোড়ায় জোড়ায় বসিয়ে দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে বলবেন;
- যে সমস্ত শিক্ষার্থীর আঁকা সম্পন্ন হয়েছে তারা যে সমস্ত শিক্ষার্থীর আঁকা সম্পন্ন হয়নি তাদেরকে সাহায্য করতে বলবেন এবং এভাবে অপারগ শিক্ষার্থীরা আঁকা শেষ করবে;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহন** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **সহযোগিতা** (ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সহপাঠিদের সহযোগিতা করছে কীনা) এবং **দেশপ্রেম** (মুক্তিযুদ্ধের ছবির ও ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ দেখে) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।
- শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে রং করার নির্দেশনা দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করবেন;

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

অতঃপর নিম্নোক্ত ভাবে শিক্ষক মূল্যায়ন করতে পারেন –

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবিতে শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধের বিষয় কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে তা দেখবেন এবং ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বিষয় সাজানোর দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;
- বারবার বুঝিয়ে দেবার পরও যারা আয়ত্ত্ব করতে পারেনি তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখবেন।
- শিখন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিশুদের ছবি অংকন'**- এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৪২তম ও ৪৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক প্রথম (৪২তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন (**কল্পনা করে মুক্তিযুদ্ধের ছবি অংকন দক্ষতা**) অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৪৩তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসের শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৭ (বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস)-এরএই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**কল্পনা করে মুক্তিযুদ্ধের ছবি অংকন দক্ষতা**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও দেশপ্রেম***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

*****পরবর্তী ক্লাসে ছবিটি রঙ করতে হবে বলে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন। অপারগ শিক্ষার্থীদের বাসায় যথাযথ অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করবেন।**

ক্লাস-৪৩: (অধ্যায়-২)

শিখনফল: বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন - শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ছবি অংকন করতে পারবে।	১. শিশুদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি (রং লেপন)	-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি রং করার দক্ষতা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতা -দেশপ্রেম	- প্রদর্শন - অনুশীলন	ছবি আঁকার রং	-পর্যবেক্ষণ		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিশুদের ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- প্রয়োজন হলে শিক্ষক পূর্বের ক্লাসের মত করেই পারগ ও আপারগ শিক্ষার্থীদের বসাবেন এবং পূর্বের ক্লাসের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে বলবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে অংকন করা মুক্তিযুদ্ধের ছবি রং করবে।

- শিক্ষক পূর্বের ক্লাসের অসমাপ্ত কাজ শেষ হলে ছবি রঙ করতে বলবেন;
- ছবি রঙ করার সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং রঙের ব্যবহার সঠিক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হচ্ছে কিনা তা দেখবেন;
- বিষয় সাজানো, ড্রইং নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার অংশে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- অতঃপর শিক্ষক নিজে /পারগ শিক্ষার্থী দিয়ে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), **সহযোগিতা** (ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সহপাঠীদের সহযোগিতা করছে কীনা) এবং **দেশপ্রেম** (মুক্তিযুদ্ধের ছবির ও ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ দেখে) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি রঙ করা। সুতরাং শিখন মূল্যায়নে শিক্ষক বিষয় সাজানো, ড্রইং নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য রেখে চূড়ান্ত ভাবে মূল্যায়ন করবেন।

- ফলাবর্তনে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে নিজের কাছে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;
- বারবার বুঝিয়ে দেবার পরও যারা আয়ত্ত করতে পারেনি তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখবেন;
- শিক্ষন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে শিশুদের ছবি অংকন'**- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৪২তম ও ৪৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই (৪৩তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসের শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৭ (বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**কল্পনা করে মুক্তিযুদ্ধের ছবি অংকন দক্ষতা** ও **ছবিতে রঙের ব্যবহার**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ❖ এই পাঠটি এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- ❖ তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ❖ পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও দেশপ্রেম***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে চুড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-৭ (বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস)

বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস										
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ					মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস	শিশু কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস	শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ছবিরধারণা	কল্পনা করে মুক্তিযুদ্ধের ছবি অংকন দক্ষতা	ছবিতে রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহযোগিতা	দেশপ্রেম	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ক্লাস-৪৪: (অধ্যায়-৩)

শিখনফল: লোকশিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে ও উদাহরণ দিতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.লোকশিল্পের প্রাথমিক ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	১.লোকশিল্পের ধারনা	-লোকশিল্পের প্রাথমিক ধারণা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতা	-আলোচনা -প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন	লোক শিল্পের ছবি /পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -ওয়ার্কশীট -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: লোকশিল্পের ধারণা।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - তোমার এলাকার এমন কিছু জিনিসের নাম বল যা সাধারণ মানুষ তৈরি করে এবং অনেক আগে থেকে মানুষ সেগুলো নিজের এলাকায় ব্যবহার করে।
  - এগুলোকে কী ধরনের শিল্প বলে?
- শিক্ষক উপরোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো প্রশ্ন দিয়ে পাঠ শুরু করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, প্রদর্শন ও আলোচনা)

দলগত কাজ: প্রত্যেক দল লোকশিল্পের একটি তালিকা তৈরি করবে।

- শিক্ষক দলগঠন করে দিবেন এবং দলে লোকশিল্পের একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন;
- দলের কাজ হয়ে গেলে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১টি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- অন্য দলের কোনো নতুন তথ্য থাকলে তা শিক্ষার্থীদের এসে বোর্ডে লিখতে বলবেন;
- এরপর শিক্ষক প্রথমে লোকশিল্পের বিভিন্ন ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। যেমন প্রশ্ন হতে পারে-
  - লোকশিল্প কী?
  - লোকশিল্প কাদের তৈরি? ইত্যাদি
- প্রশ্নোত্তর ও প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- এসময় শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহন** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না) এবং **সহযোগিতা** (দলগত কাজের সময় সহপাঠিদের সহযোগিতা করছে কীনা) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন;

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা (একক কাজ ও সতীর্থ মূল্যায়ন)

- শিক্ষক একক কাজের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন করতে পারেন–

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রদত্ত বিভিন্ন সামগ্রীর নাম থেকে লোকশিল্পের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রীর নাম বাছাই করে খাতায় লিখবে।

- শিক্ষক ৩টি লোকশিল্প এবং কয়েকটি অন্যান্য শিল্পের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রীর নাম একসাথে মিলিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের লোকশিল্পের নাম বাছাই করে খাতায় লিখতে বলবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষক সঠিক উত্তর বোর্ডে টাঙিয়ে দিবেন এবং প্রদত্ত সঠিক উত্তরের আলোকে শিক্ষার্থীকে নিজের কাজ মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- তিনটি সঠিক হলে ৩ নম্বর, দুইটি সঠিক হলে ২ নম্বর, একটি সঠিক হলে ১ নম্বর পাবে;
- শিক্ষার্থীর একক কাজ শিক্ষকের কাছে জমা দিয়ে দিবেন এবং শিক্ষক এটি দেখে পোর্টফোলিওতে জমা রাখবে;
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন এবং নিরাময়মূলক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।
- শিখন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'লোকশিল্পের ধারণা'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৪৪তম ও ৪৫তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম (৪৪তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৪৫তম) ক্লাসে শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ **(লোকশিল্পের ধারণা)** চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চুড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৪৫: (অধ্যায়-৩)

শিখনফল: লোক শিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে ও উদাহরণ দিতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.বাংলাদেশের লোকশিল্পের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।	১.বাংলাদেশের লোকশিল্পের পরিচয়	-বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে ধারণা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -দেশপ্রেম	-আলোচনা - প্রশ্নোত্তর - প্রদর্শন - অনুশীলন নীরব পাঠ	বাংলাদেশের লোক শিল্পের ছবি /পোস্টার/ মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ - ওয়ার্কশীট - সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: বাংলাদেশের লোকশিল্পের পরিচয়।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - তোমার এলাকার এমন কিছু জিনিসের নাম বল যা অনেক আগে থেকে তোমাদের এলাকায় প্রসিদ্ধ?
- শিক্ষক উপরোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো প্রশ্ন দিয়ে পাঠ শুরু করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ ও আলোচনা**)**

দলগত কাজ- শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে বাংলাদেশের পাঁচটি লোকশিল্পের নাম ও এর ব্যবহার খাতায় লিখবে

- শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করে কাজ বুঝিয়ে দিবেন:
- দলগত কাজ চলার সময় শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;
- দলের কাজ হয়ে গেলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকটি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- অন্য দলের কোনো নতুন তথ্য থাকলে তা শিক্ষার্থীদের এসে বোর্ডে লিখতে বলবেন;
- শিক্ষক দলগত কাজে উপস্থাপনের সময় প্রাসঙ্গিক আলোচনার ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন; যেমন-
  - সাধারণত নকশিকাঁথা কারা তৈরি করে?
  - সাধারণত কোন কোন উৎসবে লোকশিল্প দেখা যায়?
- অপারগ শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক দিবেন;
- যেসব দলের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা ব্যাখ্যাসহ ফলাবর্তন প্রদান করবেন;
- এ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না) এবং **দেশপ্রেম (**লোকশিল্প সম্পর্কে জানার আগ্রহ, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন;

আত্ন-প্রতিফলনমূলক জার্নাল লিখন: ''লোকশিল্প সংরক্ষণ ও টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন'' এ বিষয়ে জার্নাল লিখতে দিবেন

- শিক্ষক জার্নাল লেখার বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

অতঃপর শিক্ষক নিচের ছোট ছোট প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করতে পারেন যেমন-

- ❖ সাধারণত কোন কোন উৎসবে লোকশিল্প দেখা যায়?
- ❖ টেপা পুতুল কোন ধরনের শিল্প?
- ❖ সাধারণত নকশিকাঁথা কারা তৈরি করে?
- ❖ নকশিকাঁথার ২টি বৈশিষ্ট্য বল।... ইত্যাদি

- ➢ প্রশ্নগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখে দিবেন;
- ➢ উত্তর লেখা শেষে শিক্ষক উত্তরপত্র জমা নিয়ে মূল্যায়ন করবেন;
- ➢ অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- ➢ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন এবং নিরাময়মূলক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু 'লোকশিল্পের ধারণা'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৪৪তম ও ৪৫তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত এই (৪৫তম) ক্লাসে শিক্ষক পূর্বের (৪৪তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ **(লোকশিল্পের ধারণা)** চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দেশপ্রেম***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

পরবর্তী ক্লাসে লোকশিল্পের ছবি অংকন করা হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আসার নির্দেশনা দিবেন ।

ক্লাস-৪৬: (অধ্যায়-৩)

শিখনফল: লোকশিল্পের ছবিও নকশা অংকন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. লোকশিল্পের ছবি/নকশা অংকন করতে পারবে।	১.আলপনা/নকশা অংকন ও রং লেপন	-লোকশিল্প আলপনা/নকশা অংকন -দেশপ্রেম -সচেতনতা	-অনুশীলন	লোকশিল্পের ছবি	-পর্যবেক্ষণ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: লোকশিল্পের ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (অংকন ও পর্যবেক্ষণ)

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিভিন্ন লোকশিল্পের নাম শুনে বোর্ডে লিখবেন;
- বোর্ডে লেখা নামগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের পছন্দমত লোকশিল্প নির্বাচন করে আঁকতে ও রং করতে বলবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংকন ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন;
- প্রয়োজনে পারগ শিক্ষার্থী দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শেখানোর মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন;
- এরপরও যদি কিছু শিক্ষার্থী অপারগ থাকে তাহলে যাদের কাজ শেষ হবে সেই সমস্ত শিক্ষার্থীদের অপারগ শিক্ষার্থীদের পাশে বসিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করাবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সচেতনতা** (নান্দনিকতা ও স্বকীয়তা) এবং **দেশপ্রেম** (লোকশিল্প সম্পর্কে জানার আগ্রহ, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন;
- একক কাজ শেষ হলে শিক্ষক বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক) সরবরাহ করবেন এবং বন্ধু নির্বাচন করে ছকের মানদন্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে দিবেন;
- শিক্ষক মূল্যায়ন ছক দেখবেন এবং নিয়ে শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে রেখে দিবেন।

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

শিক্ষার্থীর নাম: রোল নং-	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর নাম: রোল নং-
	লোকশিল্পের ছবি অংকন				
	ছবিতে রং লেপন				

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

অতঃপরশিক্ষক নিম্নোক্ত ভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন-

শিক্ষার্থীদের অংকন ও রং করার সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের সময় লোকশিল্পের সঠিক অংকন ও রং এর ব্যবহার দেখে মূল্যায়ন করবেন।

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;
- বারবার বুঝিয়ে দেবার পরও যারা আয়ত্ত করতে পারেনি তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তার ব্যবস্থা রাখবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখনফল '**লোকশিল্প অংকনের**'এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি (৪৬তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষন (চেকলিস্ট পূরণ) করার সময় শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)এর এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অংশ **(লোকশিল্পের অংকন দক্ষতা)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চুড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সচেতনতা ও দেশপ্রেম***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৪৭: (অধ্যায়-৩)
শিখনফল: কারুশিল্পের ধারণা ব্যাখ্যা করতে ও উদাহরণ দিতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.কারুশিল্প কী তা উদাহরনসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	১.কারুশিল্পের ধারণা	-কারুশিল্পের ধারণা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -দেশপ্রেম	-প্রদর্শন -অনুশীলন আলোচনা -প্রশ্নোত্তর	কারুশিল্পের ছবি	-পর্যবেক্ষণ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক

শিখন শেখানো কার্যাবলি: কারুশিল্পের ধারণা ও উদাহরণ

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - এমন কিছু জিনিসের নাম বল যা আরও সুন্দর করার জন্য তাতে নকশা করা হয়?
  - এগুলোকে কী ধরনের শিল্প বলে?
- শিক্ষক উপরোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে যে কোনো প্রশ্ন দিয়ে পাঠ শুরু করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, দলীয় কাজ, প্রদর্শন ও আলোচনা)

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে কারুশিল্পের একটি তালিকা তৈরি করবে।

- শিক্ষক প্রয়োজনীয় দলগঠন করে দলে আলোচনা করে কারুশিল্পের একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন;
- দলগত কাজ চলার সময় শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;
- দলের কাজ হয়ে গেলে দৈবচয়নের মাধ্যমে কয়েকটি কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- অন্য দলের কোনো নতুন তথ্য থাকলে তা শিক্ষার্থীদের এসে বোর্ডে লিখতে বলবেন;
- শিক্ষক দলগত কাজে উপস্থাপনের সময় প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- শিক্ষক এবং ছাত্র বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন। যেমন প্রশ্ন হতে পারে-
  - কারুশিল্প কী?
  - কীসের ওপর কারুশিল্পের বিকাশ নির্ভর করে? ইত্যাদি;
- এসময় শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিবেন;
- শিক্ষন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না) এবং **দেশপ্রেম** (কারুশিল্প সম্পর্কে জানার আগ্রহ, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন।

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষক একক কাজের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন করতে পারেন–

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রদত্ত বিভিন্ন সামগ্রীর নাম থেকে কারুশিল্পের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রীর নাম বাছাই করে খাতায় লিখবে।

- শিক্ষক ৩টি কারুশিল্প এবং কয়েকটি অন্যান্য শিল্পের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রীর নাম একসাথে মিলিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের কারুশিল্পের **নাম বাছাই করে খাতায়** লিখতে বলবেন;
- একক কাজ শেষে শিক্ষক সঠিক উত্তর বোর্ডে টাঙিয়ে দিবেন এবং প্রদত্ত সঠিক উত্তরের আলোকে শিক্ষার্থীকে নিজের কাজ মূল্যায়ন করতে বলবেন;
- তিনটি সঠিক হলে ৩ নম্বর, দুইটি সঠিক হলে ২ নম্বর, একটি সঠিক হলে ১ নম্বর পাবে;
- শিক্ষার্থীর একক কাজ শিক্ষকের কাছে জমা দিয়ে দিবেন এবং শিক্ষক এটি দেখে পোর্টফোলিওতে জমা রাখবে।
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন এবং নিরাময়মূলক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু ' কারুশিল্পের ধারণা ও উদাহরণ-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৪৭তম ও ৪৮তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম (৪৭তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৪৮তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)-এরএই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**কারুশিল্পের ধারণা**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দেশপ্রেম***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৪৮: (অধ্যায়-৩)
শিখনফল: বাংলাদেশের কারুশিল্পের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. বাংলাদেশের কারুশিল্পের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে	১.বাংলাদেশের কারুশিল্পের পরিচয়	-বাংলাদেশের কারুশিল্প সম্পর্কিত ধারণা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -দেশপ্রেম	-প্রদর্শন -অলোচনা -নীরব পাঠ -প্রশ্নোত্তর -অনুশীলন	কারুশিল্পের ছবি	-পর্যবেক্ষণ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: বাংলাদেশের কারুশিল্পের ধারণা।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
  - ❖ তোমাদের ঘরের এমন কিছু জিনিসের নাম বল সুন্দর করার জন্য নকশা আঁকা?
- উপরোক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় পাঠ ঘোষণা করতে পারেন ।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, নীরব পাঠ, দলীয় কাজ, প্রদর্শন ও আলোচনা)

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রথমে নীরব পাঠ করতে দিবেন;
- নিরব পাঠ শেষে ২/৩ জন মিলে বাংলাদেশের কারুশিল্পের বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করতে বলবেন;
- শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং নিম্নের প্রশ্ন করতে পারেন-
  - ❖ গয়না, জামদানি শাড়ি এগুলো কোন ধরনের শিল্প?
  - ❖ কারুশিল্পের ২টি বৈশিষ্ট্য বল?

দলীয়কাজ- 'বাংলাদেশের দশটি কারুশিল্পের নাম ও এর ব্যবহার লিখ'

- দলগত কাজ শেষে দৈবচয়নের মাধ্যমে ২/১টি দলের কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন;
- অন্য দলের কোনো নতুন তথ্য থাকলে তা শিক্ষার্থীদের বোর্ডে লিখতে বলবেন;
- দলগত কাজ উপস্থাপনের সময় প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করবেন;
- যেসব দলের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা ব্যাখ্যাসহ ফলাবর্তন প্রদান করবেন;
- এ প্রক্রিয়ায় সকল শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না) এবং **দেশপ্রেম** (কারুশিল্প সম্পর্কে জানার আগ্রহ, দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ) বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন;

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

অতঃপর ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে পারেন যেমন-

- কারুশিল্প কাকে বলে?
- মানুষের প্রথম ব্যবহার্য হাতিয়ার কি কি?..ইত্যাদি
- প্রশ্নোত্তর পর্বে উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থীদের দিয়ে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;
- অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসের শেষে নিরাময়মূলক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন;
- শিখন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু ' কারুশিল্পের ধারণা ও উদাহরণ-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৪৭তম ও ৪৮তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই (৪৮তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**কারুশিল্পের ধারণা**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দেশপ্রেম***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৪৯: (অধ্যায়-৩)

শিখনফল: কারুশিল্পের ছবি অংকন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন - শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১ কারুশিল্পের ছবি অংকন করতে পারবে।	১.কারুশিল্পের ছবি অংকন	-কারুশিল্পের ছবি অংকন -সক্রিয় অংশগ্রহণ -দেশপ্রেম -সচেতনতা	-প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন	-কারুশিল্পের ছবি	- পর্যবেক্ষণ - সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: কারুশিল্পের ছবি অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - তোমার পরিবারে ব্যবহার কর এমন কিছু কারুশিল্পের নাম বল?
  - এর মধ্যে কোন কোন জিনিস তোমার আঁকতে ইচ্ছে করে?
- শিক্ষক উপরোক্ত প্রশ্নোগুলোর মাধ্যমে অথবা, পাঠের সাথে সংগতি রেখে অন্য যেকোন উপায়ে পাঠ ঘোষণা করতে পারেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা: (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলা কারুশিল্প থেকে একটি নির্দিষ্ট করে দিবেন এবং এর ছবি আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অংকন ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং ফলাবর্তন দিবেন;
- প্রয়োজনে পারগ শিক্ষার্থী দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শেখানোর মাধ্যমে শিখন শেষ করবেন;
- এরপরও যদি কিছু শিক্ষার্থী অপারগ থাকে তাহলে যাদের কাজ শেষ হবে সেসব শিক্ষার্থীদের অপারগ শিক্ষার্থীদের পাশে বসিয়ে তাদের কাজ সম্পন্ন করাবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **সক্রিয় অংশগ্রহণ** (শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে ক্লাস করছে কি না, মনোযোগ সহকারে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে কি না), লোকশিল্প সম্পর্কে জানার ও আঁকার আগ্রহ দেখে **দেশপ্রেম** (দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ) এবং **সচেতনতা** (ছবি আঁকার ক্ষেত্রে রং এর ব্যবহার ও অলংকরন) বিষয়টি মূল্যায়ন করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন;
- একক কাজ শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার তৈরিকৃত কারুপন্য পাশের বন্ধুর সাথে বিনিময় করতে বলবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সরবরাহকৃত ছকে তার বন্ধুর কাজটি মূল্যায়ন করতে বলবেন।

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

শিক্ষার্থীর নাম: রোল নং-	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর নাম: রোল নং-
	কারুশিল্পের ছবি ও নকশা অংকন				
	কারুশিল্পের ছবিতে রং লেপন				

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- অতঃপর নিম্নোক্ত ভাবে শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন করতে পারেন-
- শিক্ষার্থীদের অংকন ও রং করার সময় শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের সময় অংকন ও রং এর ব্যবহার দেখে মূল্যায়ন করবেন;
- পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'কারু শিল্পের ছবি অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- শিক্ষক নম্বর সংরক্ষণ করার সময় শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)-এর সম্পর্কিত অংশ (**কারুশিল্পের ছবি অংকন দক্ষতা**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, দেশপ্রেম ও সচেতনতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

এমন কিছু কারুশিল্পের নাম বল যা তুমি তৈরি করতে পারবে। ক্লাস শেষে এমন প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের পছন্দের নাম জেনে কয়েকটি সহজ বিষয় ঠিক করবেন। পরবর্তী ক্লাসে কারুপণ্য তৈরি করা হবে বলে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন। সেই অনুযায়ী তাদের উপকরণ আনতে বলে দিবেন।

ক্লাস-৫০: (অধ্যায়-৩)

শিখনফল: সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে কারুপণ্য তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে কারুপণ্য তৈরি করতে পারবে।	১. সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে কারুপণ্য তৈরি (২টি ক্লাস)	- কারুপণ্য তৈরির দক্ষতা -দেশপ্রেম -সচেতনতা	-প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন	কারুশিল্পের ছবি	-পর্যবেক্ষণ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে কারুশিল্প তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- আগের ক্লাস শেষে বলে দেয়া জিনিসগুলো এনেছে কিনা তা জেনে নিয়ে ক্লাস শুরু করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে তার পছন্দের কারুপণ্যটি তৈরি করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কারুপণ্য তৈরি ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং ফিডব্যাক দিবেন;
- প্রয়োজনে পারগ শিক্ষার্থী দিয়ে/ নিজে অপারগ শিক্ষার্থীদের শেখানোতে সাহায্য করবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **দেশপ্রেম** (দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ, কারুশিল্প তৈরির আগ্রহ) এবং **সচেতনতা** (উপাদান সাবধানতার সাথে ব্যবহার করছে কিনা, শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করছে কিনা) বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন;
- **সকল শিক্ষার্থীকে তার কারুপণ্যটি সংরক্ষণ করে পরবর্তী ক্লাসে শেষ করার নির্দেশনা দিবেন।**

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ পর্যবেক্ষণ করে শিখন মূল্যায়ন করবেন;
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা তাৎক্ষণিক সহায়তা দিবেন;
- ফলাবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে চিহ্নিত করে রোল নম্বরসহ তথ্য নিজের কাছে রাখবেন;
- অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসের শেষে নিরাময়মূলক সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন;
- শিক্ষন শেখানো কৌশলের সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তন দেবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে কারুপণ্য তৈরি'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৫০তম ও ৫১তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক প্রথম (৫০তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৫১তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর পূর্বের ক্লাসের শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**কারুপণ্য তৈরির দক্ষতা**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসব শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***দেশপ্রেম ও সচেতনতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৫১: (অধ্যায়-৩)

শিখনফল: সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে যেকোন কারুপণ্য তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে যেকোন কারুপণ্য তৈরি করতে পারবে	১. সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে যেকোন ক কারুপণ্য তৈরি	- কারুপণ্য তৈরির দক্ষতা -দেশপ্রেম -সচেতনতা	-প্রদর্শন -অনুশীলন	কারুশিল্পের ছবি	-পর্যবেক্ষণ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক, গ্রেডশীট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে কারুশিল্প তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের ক্লাসের প্রসঙ্গ এনে পাঠে প্রবেশ করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ ও পর্যবেক্ষণ)

- পূর্বের দিনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ ঘুরেঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিবেন;
- প্রয়োজনে পারগ শিক্ষার্থী দিয়ে অপারগ শিক্ষার্থীদের শেখানোর মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করবেন;
- শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের **দেশপ্রেম** (দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ, কারুশিল্প তৈরির আগ্রহ) এবং **সচেতনতা** (সাবধানতার সাথে উপকরণ ব্যবহার করছে কিনা, শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখছে কিনা) বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে ফলাবর্তন দিবেন;
- একক কাজ শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার তৈরিকৃত কারুপণ্যটি পাশের বন্ধুর সাথে বিনিময় করতে নির্দেশ দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের সরবরাহকৃত ছকে **(বন্ধুর চোখে-সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)** তার বন্ধুর তৈরিকৃত কারুশিল্পটি মূল্যায়ন করতে বলবেন।

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

শিক্ষার্থীর নাম: রোল নং-	মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর নাম: রোল নং-
	বন্ধুর তৈরিকৃত কারুশিল্পটির মান				

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষক কারুশিল্পটির গঠনশৈলী ও নকশা বিবেচনা করে মূল্যায়ন করবেন;
- পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে কারুশিল্প তৈরি'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৫০তম ও ৫১তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই (৫১তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসের শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের তথ্য (নম্বর) সমন্বয় করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)-এর সম্পর্কিত অংশ (কারুপণ্য তৈরির দক্ষতা) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- এই পাঠটি এ অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও দেশপ্রেম***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)

বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প										
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	**বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ**					**মোট**	**আবেগীয়/ মানবীয় গুণ**			**মোট**
	লোকশিল্পের ধারণা	লোকশিল্পের অংকন দক্ষতা	কারুশিল্পের ধারণা	কারুশিল্পের ছবি অংকন দক্ষতা	কারুপণ্য তৈরির দক্ষতা		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	দেশপ্রেম	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১			A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ইউনিট-৪

ক্লাস- ৫২: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. বিভিন্ন প্রকার কাগজের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে। ২. কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণের নাম উল্লেখ করতে পারবে।	১. বিভিন্ন প্রকার কাগজ ও তার ব্যবহার ২. কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ	-বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও তার ব্যবহার -কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির উপকরণ - সক্রিয় অংশগ্রহণ - সচেতনতা - সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -অনুশীলন	-বিভিন্ন ধরনেরর কাগজ -মোটা সুতা, সুতলি, ছুরি, কাঁচি, আঠা ইত্যাদি	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: বিভিন্ন প্রকার কাগজ ও কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির উপকরণ।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- বিভিন্ন রঙের কাগজ অথবা বিভিন্ন রঙের কাগজের ছবি মাল্টিমিডিয়ায় শ্রেণিতে প্রদর্শন করবেন;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে পারেন-
  - ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো?
  - এসব কাগজ কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
  - বইখাতা ও অন্যান্য লেখালেখির বাইরে এসব কাগজ আর কী কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন;
- পাঠ সংক্রান্ত আলোচনায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সবার ধারণা গঠনে সহায়তা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (নিরব পাঠ ও একক কাজ)

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত **পাঠ:১** এবং **পাঠ: ২** পাঁচ (৫) মিনিট নিরব পাঠের নির্দেশনা দিবেন;
- নিরব পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে প্রশ্ন আছে কী না তা জানতে চাইবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ উত্তর প্রদান করবেন।

একক কাজ: মনে কর তুমি রঙিন কাগজ দিয়ে ঝালর অথবা কোন ফুল তৈরি করতে চাও। এ কাজটি করতে তোমার কী কী উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার খাতায় প্রয়োজনীয় উপকরনগুলোর নাম লিখতে নির্দেশনা দিবেন;
- একক কাজের জন্য ৫ মিনিট সময় বরাদ্দ করবেন;
- একক কাজ চলাকালীন সকল শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তক বন্ধ রাখতে নির্দেশনা দিবেন;
- একক কাজ শেষ হলে দৈবচয়নের ভিত্তিতে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের কাজ উপস্থাপনের নির্দেশনা দিবেন;
- কোন উপকরণ কী কাজে ব্যবহার হতে পারে উপস্থাপনকারী শিক্ষার্থীর কাছে তার ব্যাখ্যাও চাইবেন;
- বিভিন্ন শিক্ষার্থীর উপস্থাপিত বিভিন্ন উপাদানের নাম বোর্ডে লেখার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব প্রদান করবেন;
- বোর্ডে যেসব উপাদানের নাম লেখা হয়েছে এর বাইরে কোন উপাদানের নাম কোন শিক্ষার্থী লিখে থাকলে তা শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন;
- বোর্ডে উপস্থাপিত বিভিন্ন উপাদান ও তার ব্যবহার বিষয়ক কোন শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্ন আছে কিনা তা জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দিবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগয়ী ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/ বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- দৈবচয়নের ভিত্তিতে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন; যেমন-
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতার মনোভাব***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন;
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'কাগজ ও কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির উপকরণ'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৫১তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিখন মূল্যায়নের সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর সম্পর্কিত অংশ (কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির উপাদান সম্পর্কিত ধারণা) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

***** পরবর্তী ক্লাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২/১টি পাতলা রঙিন কাগজ নিয়ে আসতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।**

ক্লাস- ৫৩: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: কাগজ কেটে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.ঝালর তৈরির জন্য রঙিন কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন করতে পারবে।	১.ঝালর তৈরির জন্য রঙিন কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন।	-নিয়ম মেনে ঝালর তৈরির জন্য রঙিন কাগজ সঠিকভাবে ভাঁজ ও নকশাকরণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -একক কাজ	পাতলা রঙিন কাগজ, কাঁচি, আঠা, সুতলি, শক্ত কাগজে তৈরি ঝালরের নকশা ইত্যাদি	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ঝালর তৈরির জন্য রঙিন কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন-
- তোমরা কি কখনো কোনো অনুষ্ঠানের জন্য তোমাদের ঘর/বিদ্যালয়ের কক্ষ সাজাতে দেখেছো?
- অনুষ্ঠানে ঘর/বিদ্যালয় কী দিয়ে সাজনো হয়েছিল?
- ২/১ জন শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক রঙিন কাগজ কেটে ঝালর তৈরি বিষয়ক পাঠে প্রবেশ করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষককে অনুসরন করে ঝালর তৈরির জন্য কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন অনুশীলন করবে।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাতলা রঙিন কাগজ সরবরাহ করবেন/পূর্ব ঘোষণা মতো শিক্ষার্থীদের আনা কাগজ বের করতে বলবেন;
- শিক্ষক একটি রঙিন কাগজ ঝালর তৈরির জন্য ভাঁজ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন;
- কাগজ ভাঁজ করার প্রতিটি পর্যায় অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের তা করতে বলবেন;
- সম্পাদিত কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং যাদের ভাঁজে ত্রুটি আছে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন;
- পরবর্তীতে শিক্ষক ভাঁজ করা কাগজে ঝালরের নকশা আঁকবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন;
- শিক্ষককে অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের ঝালরের নকশা আঁকতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের আঁকা নকশা শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে সবার শিখন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করে নকশা আঁকা কাগজগুলো সংরক্ষণ করতে বলবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/ বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ **শিখনে বন্ধুকে সাহায্য**

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীর একক কাজ পর্যবেক্ষণ করে এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থী সঠিকভাবে কাজটি (সঠিকভাবে কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন করতে পারেনি) করতে পারেনি তাদের শিক্ষক হাতে কলমে কাজটি বুঝিয়ে দিবেন। প্রয়োজনে যেসব শিক্ষার্থী কাজটি ভালোভাবে করতে পেরেছে তাদেরকে অপারগ শিক্ষার্থীর পাশে বসিয়ে কাজটি বুঝিয়ে দিতে বলবেন;
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ)নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু ' ঝালর ও নকশা কাটা ফুল তৈরি জন্য কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৫২তম ও ৫৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রথম (৫২তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৫৩তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসে (৫২তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**ঝালর ও ফুল তৈরির জন্য সঠিকভাবে কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চুড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

******শিক্ষার্থীরা ঝালর তৈরির জন্য নকশা করা কাগজ সংরক্ষণ করবে। ঝালর ও নকশা কাটা ফুল একসাথে কাটবে।**

***** পরবর্তী ক্লাশে শিক্ষার্থীদের বর্গাকৃতি বা চারকোণা আকৃতির রঙিন কাগজ নিয়ে আসতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।**

ক্লাস- ৫৪: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: কাগজ কেটে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. কাগজের নকশা কাটা ফুল তৈরি জন্য রঙিন কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন করতে পারবে।	১.কাগজের নকশা কাটা ফুল তৈরি জন্য রঙিন কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন	- কাগজের নকশা কাটা ফুল তৈরি জন্য রঙিন কাগজ ভাঁজ ও নকশাকরণ - সক্রিয় অংশগ্রহণ - সচেতনতা - সহযোগিতা	- প্রশ্নোত্তর -আলোচনা - প্রদর্শন - অনুশীলন	পাতলা রঙিন কাগজ, কাঁচি, আঠা, সুতলি, শক্ত কাগজে তৈরি ঝালরের নকশা ইত্যাদি	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: কাগজের নকশা কাটা ফুল তৈরি জন্য রঙিন কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন-
  - ❖ তোমরা কি কখনো আলপনা দেখেছো ?
  - ❖ কোথায় কোথায় আলপনা দেখা যায়?
  - ❖ আলপনা রং তুলি ছাড়া আর কীভাবে করা যায়?
- ২/১ জন শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক কাগজের নকশা কাটা ফুল তৈরি জন্য রঙিন কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন বিষয়ক পাঠে প্রবেশ করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষককে অনুসরন করে কাগজের নকশা কাটা ফুল তৈরির জন্য কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন অনুশীলন করবে।

- শিক্ষক পূর্ব ঘোষণা মতো শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা বর্গাকৃতি রঙিন কাগজ বের করতে বলবেন;
- সকল শিক্ষার্থী দেখতে পায় এমন স্থানে দাড়িয়ে একটি কাগজ নকশা কাটা ফুল তৈরির জন্য ভাঁজ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন;
- কাগজ ভাঁজ করার প্রতিটি পর্যায় অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের তা করতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাগজ ভাঁজ করার প্রক্রিয়াটি ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের কাগজ ভাঁজ করা শেষ হলে শিক্ষক পূর্বে ভাঁজ করা কাগজে ফুলের নকশা আঁকবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলবেন ;
- শিক্ষককে অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের ফুলের নকশা আঁকতে বলবেন;
- সকল শিক্ষার্থী সঠিকভাবে নকশা অংকন করতে পেরেছে কিনা শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন
- শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করে নকশা আঁকা কাগজগুলো সংরক্ষণ করতে বলবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগয়ী ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা, বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা, শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ **শিখনে বন্ধুকে সাহায্য**

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীর কাগজের ভাঁজ ও নকশা পর্যবেক্ষণ করে এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন;
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (কাগজের ভাঁজ ও নকশা অংকন সঠিক হয়নি বা কোন ত্রুটি আছে) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু ' ঝালর ও নকশা কাটা ফুল তৈরি জন্য কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৫২তম ও ৫৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- এই ক্লাসটি (৫৩তম) উপরোক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট শেষ ক্লাস;
- শিখন মূল্যায়নের সময় শিক্ষক পূর্বের ক্লাসে (৫২তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**ঝালর ও ফুল তৈরির জন্য সঠিকভাবে কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

***** সংরক্ষণ করা রঙিন কাগজের ঝালরের নকশা এবং কাগজের ফুলের নকশা পরবর্তী ক্লাশে নিয়ে আসার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ প্রদান করবেন।**

ক্লাস- ৫৫: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: কাগজ কেটে বিভিন্ন প্রকার নকশা, ঝালর ও ফুল তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.রঙিন কাগজ কেটে নকশা অনুযায়ী ঝালর ও ফুল তৈরি করতে পারবে।	১.নকশা অনুযায়ী রঙিন কাগজ কেটে ঝালর ও ফুল তৈরি	-নকশা অনুযায়ী কেটে ঝালর তৈরি -নকশা অনুযায়ী কেটে কাগজের ফুল তৈরি -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	- প্রশ্নোত্তর - প্রদর্শন -দলগত কাজ -সতীর্থ শিখন	পাতলা রঙিন কাগজ, পেনসিল, রাবার, কাঁচি, স্কেল, আঠা				চেক লিস্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: রঙিন কাগজ কেটে ঝালর ও নকশা কাটা ফুল তৈরি

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্ববর্তীদুটি ক্লাশের প্রসঙ্গ আলোচনায় এনে শিক্ষক আজকের পাঠে প্রবেশ করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষককে অনুসরন করে ঝালর ও ফুল তৈরির জন্য নকশা অনুযায়ী কাগজ কাটা অনুশীলন করবে।

*****শিক্ষক প্রথমেই কাগজ কাটার জন্য কাঁচি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিবেন।**

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্ব দিনে ঝালরের নকশা করা কাগজ বের করতে বলবেন;
- শিক্ষক পূর্বে নকশা করা ঝালরের কাগজ কেটে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন;
- নকশা কাটার প্রতিটি পর্যায় অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের তা করতে বলবেন;
- কাঁচি ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সাবধানতা অবলম্বন করতে বলবেন;
- শিক্ষক সম্পাদিত কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং যাদের নকশা কাটায় কোনো ত্রুটি আছে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্ব দিনে ফুলের নকশা করা কাগজ বের করতে বলবেন;
- শিক্ষক পূর্বে নকশা করা ফুলের কাগজ কেটে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন;
- নকশা কাটার প্রতিটি পর্যায় অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের তা করতে বলবেন;
- শিক্ষক সম্পাদিত কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং যাদের কাটায় কোনো ত্রুটি আছে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগয়ী ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা, বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ **শিখনে বন্ধুকে সাহায্য**

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা ঝালর ও ফুল মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর ঝালর ও নকশা কাটা ফুল শিক্ষকের প্রদর্শিত ঝালর ও নকশা কাটা ফুলের ন্যায় হয়েছে তাদের শিখন অর্জন সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর ঝালর ও নকশা কাটা ফুল শিক্ষকের প্রদর্শিত ঝালর ও নকশা কাটা ফুলের ন্যায় হয়নি বা অন্যকোন ত্রুটি আছে সেসব শিক্ষার্থীর তথ্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষককে জানাতে বলবেন:
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

পরবর্তী ক্লাসে ঝালর ও নকশা কাটা ফুল দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য শিক্ষার্থীরদের এগুলো সংরক্ষণ করে পরবর্তী ক্লাসে নিয়ে আসার নির্দেশনা দিবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'কাগজ কেটে ঝালর ও নকশা কাটা ফুল তৈরি'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৫৪তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি)-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**রঙিন কাগজ দিয়ে ঝালর ও নকশা কাটা ফুল তৈরি**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

****** পরবর্তী ক্লাশে সকল শিক্ষার্থীকে তৈরি করা ঝালর, নকশা কাটা ফুল, সাদা কাগজ, কাঁচি ও আঠা নিয়ে আসতে নির্দেশ দিবেন।**

ক্লাস- ৫৬: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: কাগজ কেটে তৈরি বিভিন্ন প্রকার নকশা কাটা ফুল ও ঝালর দিয়ে ঘর সাজাতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. কাগজের ঝালর ও নকশা কাটা ফুল দিয়েশ্রেণিকক্ষ সাজাতে পারবে।	১.কাগজের ঝালর ও নকশা কাটা ফুল দিয়েশ্রেণিকক্ষসা জানো	-কাগজের ঝালর ও নকশা কাটা ফুল দিয়েশ্রেণিকক্ষসাজানো -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সহযোগিতা -সচেতনতা	- প্রদর্শন -দলগত কাজ	ঝালর ও নকশা কাটা ফুল,কাঁচি, স্কেল, আঠা, রশি।	- পর্যবেক্ষণ			চেক লিস্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: রঙিন কাগজ কেটে ঝালর ও নকশা কাটা ফুল দিয়ে শ্রেণিকক্ষ / ঘর সাজানো।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের দুই ক্লাশের প্রসঙ্গ আলোচনায় এনে শিক্ষক আজকের পাঠে প্রবেশ করবেন;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চারটি দলে ভাগ করবেন এবং শ্রেণিকক্ষ সাজানোর নির্দেশনা দিবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (দলগত কাজ, প্রদর্শন)

- ঝালর ও নকশা কাটা ফুল দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য শিক্ষক দলগুলোকে চারটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দিবেন;
- শ্রেণিকক্ষ সাজাতে গিয়ে কক্ষের দেয়াল/বোর্ড যেন নষ্ট না হয় শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন করবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগয়ী ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	শ্রেণিকক্ষ সাজানোতেস্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ
সচেতনতা	নান্দনিকতা (সুন্দরভাবে সাজানো)/ঝালর ও ফুল সাজানোতে সাবধানতা/ শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা/বোর্ড ও দেয়াল নষ্ট না করা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষ সাজানোর কাজে সাহায্য/ দলগত কাজে দলের সদস্যদের সহায়তা/দলনেতার নির্দেশনা অনুসরণ

<u>শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা</u>

- শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ সাজাতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন;
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই;
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে তাদেরকে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক সহায়তা দিয়ে তা উত্তোরণের চেষ্টা করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- এই পাঠটির বিষয়বস্তু **'রঙিন কাগজ কেটে ঝালর ও নকশা কাটা ফুল দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো'**-এর সাথে সম্পর্কিত, তাই এই পাঠের সাথে কোন **বুদ্ধিবৃত্তিক শিখন জড়িত নেই। মনোপেশিজ ক্ষেত্র জড়িত থাকলেও তা মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই।**

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;

➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

রঙিন কাগজের তৈরি ঝালর ও নকশা কাটা ফুল দিয়ে ঘর সাজানো

ক্লাস- ৫৭: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.কাগজ দিয়ে/ কেটে শাপলা ফুল তৈরি করতে পারবে।	১.কাগজ কেটে শাপলা ফুল তৈরি।	-কাগজ দিয়ে শাপলা ফুল তৈরিকরণ (পাঠ্যবই অনুসরণ করে)। -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -অনুশীলন	সাদা কাগজ, পেনসিল, কাঁচি, স্কেল, আঠা	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: সাদা কাগজ দিয়ে শাপলা ফুল তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে পাঠে প্রবেশ করতে পারেন-
  - আমাদের জাতীয় ফুলের নাম কী?
  - শাপলা ফুল কী কী রঙের হয়?
  - কোথাও কাগজের তৈরি ফুল দেখেছো?
- ২/১ জন শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক সাদা কাগজ কেটে ফুল তৈরি বিষয়ক পাঠে প্রবেশ করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষককে অনুসরণ করে কাগজ দিয়ে শাপলা ফুল তৈরি অনুশীলন করবে।

- শিক্ষক ছবি প্রদর্শন করে/ মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে কাগজ দিয়ে শাপলা ফুল তৈরির ভিডিও প্রর্দশন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের সাদা কাগজ বের করতে বলবেন;
- শিক্ষক শাপলা ফুল তৈরির জন্য কাগজ ভাঁজ/রোল করে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন;
- কাগজ ভাজঁ/রোল করার প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখাবেন যেন সকল শিক্ষার্থী ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারে;
- একই প্রক্রিয়ায় পুরো শাপলা ফুল তৈরি করে দেখাবেন:
- পরবর্তীতে সকল শিক্ষার্থীকে নতুন আরেকটি কাগজ নিয়ে পূর্বের দেখানো প্রক্রিয়ায় শাপলা ফুল তৈরি করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ **শিখনে বন্ধুকে সাহায্য** সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত শাপলা ফুল পর্যবেক্ষণ করে এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখন মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (ভালোভাবে ফুল তৈরি করতে পারেনি) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দিয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন;
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ(ছক পূরণ)নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠটি'কাগজ কেটে শাপলা ফুল তৈরি'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- যেহেতু কাগজ কেটে শিল্পকর্ম তৈরির দুটি (৫৬তম ও ৫৭তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রথম (৫৬তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৫৭তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসে (৫৬তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি)-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**কাগজ দিয়ে শাপলা ফুল ও বাতির শেড তৈরি**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা)*** **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

***** পরবর্তী ক্লাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বর্গাকৃতি মাউন্টবোর্ড কাগজ/অফসেট কাগজ নিয়ে আসার নির্দেশনা দিবেন। পরবর্তী ক্লাসে কাগজ দিয়ে বাতির শেড তৈরি অনুশীলন এর তথ্য শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন।**

ক্লাস- ৫৮: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: কাগজ কেটে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. কাগজ কেটে বাতির শেড তৈরি করতে পারবে।	১. কাগজ কেটে বাতির শেড তৈরি	-কাগজ দিয়ে বাতির শেড তৈরিকরণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -অনুশীলন	সাদা কাগজ, পেনসিল, , কাঁচি, স্কেল, আঠা,মাউন্ড বোর্ড।	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: কাগজ দিয়ে বাতির শেড তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে পাঠে প্রবেশ করতে পারেন-
  - তোমরা কি কখনো টেবিল ল্যাম্প দেখেছো?
  - কাগজের শেড দিয়ে তৈরি টেবিল ল্যাম্প কখনও দেখেছো?
- অথবা শিক্ষার্থীদের অন্যকোন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন;
- ২/১ জন শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক কাগজ কেটে বাতির শেড তৈরি বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষককে অনুসরণ করে কাগজ দিয়ে বাতির শেড তৈরির অনুশীলন করবে।

- **শিক্ষক প্রথমেই কাঁচি/কাটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধনতা অবলম্বনের নির্দেশ দিবেন;**
- শিক্ষক মাল্টিমিডিয়ায় কাগজ কেটে বাতির শেড তৈরির ভিডিও প্রদর্শন করবেন (যদি সংগ্রহে থাকে/ইউটিউবে);
- সকল শিক্ষার্থীকে বর্গাকৃতি মাউন্ড বোর্ড কাগজ বের করতে বলবেন;
- শিক্ষক পাঠ্য বইয়ের বর্ণনার ন্যায় বাতির শেড তৈরির জন্য কাগজ ভাঁজ করে দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন;
- কাগজ ভাঁজ শেষ হলে বাতির শেড তৈরির জন্য কাগজ কীভাবে কাটতে হবে তা ভালোভাবে দেখিয়ে দিবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে বলবেন;
- সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখাবেন যেন সকল শিক্ষার্থী ভালোভাবে আয়ত্ব করতে পারে;
- পরবর্তীতে সকল শিক্ষার্থীকে নতুন আরেকটি কাগজ নিয়ে পূর্বের দেখানো প্রক্রিয়ায় বাতির শেড তৈরি করতে বলবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগয়ী ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/ বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- দৈবচয়নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত বাতির শেড দেখবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (ভালোভাবে তৈরি করতে পারেনি) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।
- প্রশ্নোত্তর পর্বে সঠিক উত্তর করতে পারা শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সঠিক উত্তর বলে দিবেন;
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ)নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'সাদা কাগজ দিয়ে বাতির শেড তৈরি'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- যেহেতু কাগজ কেটে শিল্পকর্ম তৈরির দুটি (৫৬তম ও ৫৭তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- এই ক্লাসটি (৫৭তম) উপরোক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট শেষ ক্লাস;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত এই (৫৭তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসে (৫৬তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি)-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**কাগজ দিয়ে শাপলা ফুল ও বাতির শেড তৈরি**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা)*** **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেনসিল ব্যবহার করে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

****** কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ক্লাশে কাগজের পুরাতন বাক্স, গাছের পাতা, একটা গাছের ডাল, কয়েকটি ব্যবহৃত বোতল, কাপড়, ছোট বড় নুড়ি পাথর ইত্যাদি নিয়ে আসার দায়িত্ব দেবেন।**

শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি)

কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	**বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ**				**মোট**	**আবেগীয়/ মানবীয় গুণ**			**মোট**
	কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির উপাদান সম্পর্কিত ধারণা	ঝালর ও ফুল তৈরির জন্য সঠিকভাবে কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন	রঙিন কাগজ দিয়ে ঝালর ও নকশা কাটা ফুল তৈরি	কাগজ দিয়ে শাপলা ফুল ও বাতির শেড তৈরি		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	সহযোগিতা	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ক্লাস- ৫৯: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলনা জিনিস দিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. শিল্পকর্ম তৈরির উপযোগী ফেলনা জিনিস চিহ্নিত করতে পারবে।	১.ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম	-ফেলনা জিনিস সম্পর্কিত ধারনা -শিল্পকর্ম তৈরির উপযোগী ফেলনা জিনিস চিহ্নিতকরণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -অনুশীলন	কাগজের পুরাতন বাক্স, গাছের পাতা, একটা গাছের ডাল, কয়েকটি ব্যবহৃত বোতল, আঠা, কাপড়, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ফেলনা জিনিস ও শিল্পকর্ম তৈরি উপযোগী বিভিন্ন ফেলনা জিনিস।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে পাঠে প্রবেশ করতে পারেন-
  - ❖ সাধারণত: আমরা কোন কোন জিনিস ব্যবহারের পর ফেলে দেই?
  - ❖ এসব ফেলনা জিনিস দিয়ে তোমরা কখনও কি কিছু তৈরি করেছো?
- অথবা পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করবেন;
- ২/১ জন শিক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক ফেলনা উপকরণ দিয়ে শিল্পকর্ম তেরি বিষয়ক পাঠে প্রবেশ করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (আলোচনা ও একক কাজ)

- পূর্বের সংগৃহীত উপকরণগুলো দেখিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন এগুলোকে আমরা কী বলি ?
- এ জিনিসগুলো ব্যবহার করে আমরা কী কী প্রয়োজনীয় এবং শৌখিন দ্রব্য তৈরি করতে পারি?
- সম্ভব হলে শিক্ষক মাল্টিমিডিয়ায় ফেলনা জিনিস দিয়ে বিভিন্ন শৌখিন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরির ভিডিও (যদি সংগ্রহে থাকে/ইউটিউবে);
- সকল শিক্ষার্থীকে মনোযোগ সহকারে ভিডিও দেখতে বলবেন;
- শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের ফেলনা জিনিসের উদাহরণ ও এসব জিনিস দিয়ে কী কী শিল্পকর্ম তৈরি করা যেতে পারে তা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করবেন;

একক কাজ: তোমার বাড়ি এবং আশে পাশে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি ফেলনা জিনিসের নাম লিখ যা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করা যেতে পারে।

- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগয়ী ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/ বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষক পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখন অর্জন শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত একক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র সংগ্রহ করে মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'ফেলনা জিনিস ও শিল্পকর্ম তৈরি উপযোগী বিভিন্ন ফেলনা জিনিস'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৫৮তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**- এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (শিল্পকর্ম তৈরির জন্য ফেলনা জিনিস চিহ্নিতকরণ) চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা)*** **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

****** ৬/৭ জন শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ক্লাশে ২টি করে ডিমের খোসা নিয়ে আসতে বলবেন।**

ক্লাস- ৬০: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলনা জিনিস দিয়ে প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিস তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি করতে পারবে।	১.ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি	-ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সঠিক ব্যবহার -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -একক কাজ -অনুশীলন	ডিম/ডিমের খোলস কাঠি, বোর্ডকাগজ, কাঁচি, ময়দার লেই অথবা আঠা,স্কেল,পেন্সিল কম্পাস।	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি ।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের পাঠের (শিল্পকর্ম তৈরির জন্য ফেলনা জিনিস) প্রসঙ্গ টেনে ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরির বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন;
- অথবা পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শনী, দলগত কাজ ও আলোচনা)

- শিক্ষক মাল্টিমিডিয়ায় ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরির ভিডিও প্রদর্শন করবেন (যদি সংগ্রহে থাকে/ইউটিউব থেকে);
- অথবা, শিক্ষক নিজে ডিমের খোলস, বোর্ড ও আঠা দিয়ে পুতুল তৈরির প্রক্রিয়া দেখাবেন;
- সকল শিক্ষার্থীকে মনোযোগ সহকারে ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরির প্রক্রিয়া দেখতে বলবেন।
- প্রদর্শন শেষ হলে নিচের শিরোনামে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ দেবেন-

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ডিমের খোসা ও কাগজ দিয়ে পুতুল তৈরি করবে।

- **শিক্ষক প্রথমেই কাঁচি/ছুরি দিয়ে কাগজ কাটার সময় শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিবেন;**
- শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করবেন;
- প্রতিটি দলকে পূর্বে সংগ্রহীত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো সরবরাহ করবেন;
- শিক্ষার্থীদের সরবরাহকৃত উপাদানগুলো দিয়ে পুতুল তৈরি করার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দলে মনোযোগসহকারে পুতুল তৈরির প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে নির্দেশনা দিবেন;
- দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষক একক কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কোন ভুল ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দিবেন;
- দলগত কাজ শেষ হলে শিক্ষার্থীদের তাদের তৈরি পুতুল বেঞ্চের উপর রাখতে নির্দেশনা দিবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	দলগত কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে তৈরিকৃত পুতুল শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখে প্রত্যাশিত শিখন মূল্যায়ন করবেন;
- পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে যে দলের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (সঠিকভাবে পুতুল তৈরি করতে পারেনি) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে (সঠিকভাবে পুতুল তৈরি করতে পেরেছে) সেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন;
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র *(**সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা**)* পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র:**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ডিমের খোলস দিয়ে শিল্পকর্ম (পুতুল) তৈরি'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৫৯তম ও ৬০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রথম (৫৯তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৬০তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসে (৫৯তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি ও সজ্জিতকরণ**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে *(**সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা**)* **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

****** পরবর্তী ক্লাশে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১টি ডিমের খোলস, কাঁচি, বোর্ড কাগজ, রং, তুলি ও আঠা নিয়ে আসতে বলবেন। আগামী ক্লাসে সকল শিক্ষার্থীকে ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি করতে হবে বলে ঘোষণা দেবেন এবং সবাইকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসতে নির্দেশনা দিবেন।**

ক্লাস-৬১: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলনা জিনিস দিয়ে প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিস তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরিকরে সজ্জিত করতে পারবে।	১.ডিমের খোলস দিয়ে পুতুলতৈরি করে সজ্জিতকরণ	-ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি ও সজ্জিত করণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -একক কাজ -অনুশীলন	রং,তুলি,জরি, লেইস,কালো সুতা,উল ইত্যাদি।	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ডিমের খোলস দিয়ে তৈরি পুতুল সজ্জিতকরণ।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের পাঠের (ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি দলগতভাবে অনুশীলন) প্রসঙ্গ টেনে ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি ও সজ্জিতকরণ বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন;
- অথবা পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা)

একক কাজ- প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি করে সজ্জিত করবে।

- **শিক্ষক প্রথমেই কাঁচি/ছুরি ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিবেন;**
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয় এমন দুরত্বে সবাইকে বসার নির্দেশনা দিবেন;
- একক কাজ করার জন্য ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ করবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার তৈরি পুতুলের কোন অংশে তুলি/কলম মার্কার ব্যবহার করে নিজের সেকশন ও শ্রেণি রোল লিখতে নির্দেশনা দিবেন;
- একক কাজ শেষে যত্ন সহকারে সকলকে তার তৈরিকৃত পুতুল শিক্ষকের নির্দেশনামত জমা দিতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হলে শিক্ষক শ্রেণিতেই শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন;
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে পুতুলগুলো সংগ্রহ করে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মূল্যায়ন করবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/ বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (সঠিকভাবে পুতুল তৈরি করতে পারেনি) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে (সঠিকভাবে পুতুল তৈরি করতে পেরেছে) সেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের সময় (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা)*** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

****** মূল্যায়ন শেষ হলে পুতুলগুলো শিক্ষার্থীদের ফেরত দিবেন এবং তাদের এগুলো যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করতে বলবেন।**

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র:**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ডিমের খোলস দিয়ে শিল্পকর্ম (পুতুল) তৈরি'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৫৯তম ও ৬০তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ এই ক্লাসটি উপরোক্ত বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শেষ ক্লাস;
- ➢ শিখন মূল্যায়নের সময় শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পূর্বের ক্লাসে (৫৯তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি ও সজ্জিতকরণ**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে ***(সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা)* শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

****** ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল শিক্ষার্থীদের যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করতে বলবেন। ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের তৈরি এসব পুতুল দিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন হবে বলে জানিয়ে দিবেন।**

ছোট বড় কিছু নুড়ি পাথর সংগ্রহ করতে পারবে এমন কিছু শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ক্লাসে ৪/৫টি করে নুড়ি পাথর নিয়ে আসতে বলবেন।

ক্লাস-৬২: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল:ফেলনা জিনিস দিয়ে প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিস তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি করতে পারবে।	১.নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি	-নুড়ি পাথর দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -একক কাজ -অনুশীলন	ছোটবড় নুড়ি পাথর, নুড়ি পাথরের উপর আঁকা বিভিন্ন ছবির পোস্টার, রং, তুলি ও মাল্টিমিডিয়া	-- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ - একক কাজ - সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি:নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- নুড়ি পাথরের উপর আঁকা মানুষ, পাখি, পেঁচা ইত্যাদির ছবি পোস্টারে/মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করবেন এবং এর ভিত্তিতে প্রশ্ন করতে পারেন-
  - তোমরা যে ছবিগুলো দেখছো এগুলো কীসের উপর আঁকা হয়েছে?
  - এ ধরনের পাথর তোমরা কি কখনো দেখেছো?
  - তোমরা কি কখনো এসব পাথর সংগ্রহ করেছো?
- কয়েকজন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (নিরব পাঠ, একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা)

দলগত কাজ- শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি করবে।

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করে দলে বসে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যবই এর ষষ্ঠ আধ্যায়ের পাঠ ১৫, ১৬ ও ১৭ পাঁচ (৫) মিনিট নিরবে পাঠ করতে নির্দেশ দিবেন;
- নিরব পাঠ শেষে ৫ মিনিট এ বিষয়বস্তু নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষক প্রতিটি দলকে ৩/৪টি পাথর বন্টন করে দিবেন এবং পাথরের আকৃতি বিবেচনা করে ভাস্কর্য তৈরি করতে বলবেন;
- দলগত কাজ করার জন্য ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ করবেন;
- দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/ বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে যেসব দলের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (সঠিকভাবে ভাস্কর্য তৈরি করতে পারেনি) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব দলের শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে (সঠিকভাবে ভাস্কর্য তৈরি করতে পেরেছে) সেসব দলের শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের সময় শিক্ষক (**সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা**)পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- ❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**
- ➢ এই পাঠের বিষয়বস্তু **'নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- ➢ এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৬১তম ও ৬২তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত প্রথম (৬১তম) ক্লাসে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবেন;
- ➢ শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত শেষ (৬২তম) ক্লাসে পূর্বের ক্লাসে (৬১তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**নুড়ি পাথর দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি ও সজ্জিতকরণ**) চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

- ❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- ➢ শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- ➢ শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৬৩: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলনা জিনিস দিয়ে প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিস তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি করতে পারবে।	১.নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি	-নুড়ি পাথর দিয়ে একটি পরিপূর্ণ ভাস্কর্য তৈরি ও সজ্জিতকরণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-একক কাজ	নুড়ি পাথর,পোস্টার রং,তুলি,আঠা ইত্যাদি	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য সজ্জিতকরণ।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের পাঠের (নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি দলগত ভাবে অনুশীলন) প্রসঙ্গ টেনে নুড়ি পাথর দিয়ে নিজে তৈরি ভাস্কর্য সজ্জিত করণ বিষয়ে পাঠ ঘোষণা করবেন;
- অথবা পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা)

একক কাজ- প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে নুড়ি পাথর দিয়ে তৈরি ভাস্কর্য তৈরি করবে।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয় এমন দুরত্বে সবাইকে বসার নির্দেশনা দিবেন;
- একক কাজ করার জন্য ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ করবেন;
- একক কাজ চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার তৈরিকৃত ভাস্কর্যের কোন একটি অংশে তুলি/মার্কার ব্যবহার করে নিজের শ্রেণি রোল লিখতে নির্দেশনা দিবেন;
- একক কাজ শেষে যত্ন সহকারে সকলকে তার তৈরিকৃত ভাস্কর্য শিক্ষকের নির্দেশনামত জমা দিতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হলে শিক্ষক শ্রেণিতেই শিখন অর্জন মূল্যায়ন করবেন;
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে ভাস্কর্যগুলো সংগ্রহ করে নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মূল্যায়ন করবেন;
- মূল্যায়ন শেষ হলে ভাস্কর্যগুলো শিক্ষার্থীদের ফেরত দিবেন এবং তাদের এগুলো যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করতে বলবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা, বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা, শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভাস্কর্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন;
- ভাস্কর্য তৈরির ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (সঠিকভাবে ভাস্কর্য তৈরি করতে পারেনি) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে (সঠিকভাবে ভাস্কর্য তৈরি করতে পেরেছে) সেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা)*** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'নুড়ি পাথরের ভাস্কর্য তৈরি'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে দুটি (৬১তম ও ৬২তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- এই ক্লাসটি (৬২তম) উপরোক্ত বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শেষ ক্লাস;
- শিখন মূল্যায়নের সময় শিক্ষক এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত পূর্বের ক্লাসে (৬১তম) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে **শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অংশ (**নুড়ি পাথর দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি ও সজ্জিতকরণ)** চূড়ান্ত মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

***** শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ক্লাসে মরা গাছের ডালপালা/শিকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনতে নির্দেশ দিবেন। (গাছের ডাল/শিকড় সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা কোনভাবেই যেন জীবিত গাছ নষ্ট না করে সে বিষয়ে সতর্ক করবেন)**

ক্লাস-৬৪: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলনা জিনিস দিয়ে প্রয়োজনীয় ও শৌখিন জিনিস তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. গাছের ডালপালা দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি করতে পারবে।	১. মরা/কুড়িয়ে পাওয়া গাছের ডালপালা দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি	-মরা/কুড়িয়ে পাওয়া গাছের ডালপালা দিয়ে ভাস্কর্য তৈরিকরণ -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	প্রশ্নোত্তর আলোচনা একক কাজ	মরা গাছের ডাল কাঁচি/ছুরি আঠা, রঙিন সুতা জি আই তার, পুতি ইত্যাদি।	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: গাছের ডালপালা/শিকড় দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- শিক্ষক গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি কিছু ভাস্কর্য শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন;
- অথবা, গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি কিছু ভাস্কর্য বিষয়ক ভিডিও (ইউটিউব/সংগৃহীত) মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করতে পারেন;
- অথবা, গাছের ডালপালা/শিকড় দিয়ে তৈরি কিছু ভাস্কর্যের কিছু ছবি পোস্টারে প্রদর্শন করে প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পাঠে প্রবেশ করতে পারেন।
- অথবা পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে পাঠ ঘোষণা করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা)

একক কাজ- প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে গাছের ডালপালা/শিকড় দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি করবে।

- **শিক্ষক প্রথমেই ডালপালা/শিকড় কাটার জন্য উপকরণ (ছুরি/কাঁচি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে বলবেন;**
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে কাজ করতে সুবিধা হয় এমন দুরত্বে সবাইকে বসার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নিয়ে আসা ডালপালা/শিকড় কোন অবয়ব এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন;
- ভাস্কর্যের বিষয় (মানুষ, প্রাণি, বা অন্য কিছুর আকৃতি) নির্ধারণ হয়ে গেলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করে ভাস্কর্য তৈরি করতে নির্দেশ দিবেন;
- একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন;
- একক কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ভাস্কর্যটি তার সামনে রাখতে বলবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা (স্ব-মূল্যায়ন)

শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সরবরাহকৃত ছকে নিজের তৈরি ভাস্কর্য মূল্যায়ন করতে বলবেন

শিক্ষার্থীর নাম ---------- শাখা- রোল-	**মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়**	**মূল্যায়নের মানদন্ড**
	আমি গাছের ডালপালা/শিকড় দিয়ে যে বিষয়ের ভাস্কর্য তৈরি করেছি তার অবয়ব বা আকৃতি যেমন হয়েছে। (পাশের কলামে প্রযোজ্য অংশে টিক (√) চিহ্ন দাও)	১. ভালো হয়েছে ২. ভালো হয়নি তবে বোঝা যাচ্ছে ৩. চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন অবয়ব/আকৃতি বোঝা যাচ্ছেনা

- স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সততার সাথে নিজের কাজ মূল্যায়ন করতে নির্দেশনা দিবেন;
- স্ব-মূল্যায়নের পর শিক্ষক দৈবচয়নের ভিত্তিতে কিছু শিক্ষার্থীর তৈরি ভাস্কর্য পর্যবেক্ষণ করতে পারেন বলে শিক্ষার্থীদের পূর্বেই জানিয়ে দিবেন;
- স্ব-মূল্যায়ন শেষে যেসব শিক্ষার্থী ৩ নং অপশনে (চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন অবয়ব/আকৃতি বোঝা যাচ্ছেনা) টিক (√) চিহ্ন প্রদান করেছে তাদের হাত তুলে সাড়া দিতে বলবেন;
- ভাস্কর্য তৈরির ক্ষেত্রে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (৩ নং অপশনে √ চিহ্ন প্রদান করেছে) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে (১ নং ও ২ নং অপশনে √ চিহ্ন প্রদান করেছে) সেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা)*** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'গাছের ডালপালা/শিকড় দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৬৩তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**- এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ **(গাছের ডালপালা দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- এই পাঠটি বিষয়বস্তু সাথে সংশ্লিষ্ট শেষ পাঠ;
- তাই শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আবেগীয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে তাদের প্রাপ্য নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

*****শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসে বাড়ি থেকে নারকেল/তাল/খেজুর পাতা সংগ্রহ করে আনতে নির্দেশ দিবেন।**
*****যেসব শিক্ষার্থী এ জিনিসগুলো আনতে পারবেনা তারা অফসেট কাগজ নিয়ে আসতে পারে বলে জানিয়ে দিবেন।**

শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	**বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ**				**মোট**	**আবেগীয়/ মানবীয় গুণ**			**মোট**
	শিল্পকর্ম তৈরির জন্য ফেলনা জিনিস চিহ্নিতকরণ	ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি ও সজ্জিতকরণ	নুড়ি পাথর দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি ও সজ্জিতকরণ	গাছের ডালপালা দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	**সহযোগিতা**	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

ক্লাস-৬৫: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলনা জিনিস দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে পারবে ।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.পাতা দিয়ে চশমা তৈরি করতে পারবে।	১. পাতা দিয়ে চশমা তৈরি	-পাতা দিয়ে চশমাতৈরি -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন	তালপাতা, খেজুরপাতা ও নারকেল পাতা রং, সুতা ও কাঁচি	-পর্যবেক্ষণ -প্রশ্নোত্তর	ছক		ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: পাতা দিয়ে চশমা তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন (প্রশ্নোত্তর)

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে গত ক্লাসে যা হয়েছে তার ভিত্তিতে কয়েকটি প্রশ্ন করে ক্লাস শুরু করতে পারেন-
  - তোমরা নিজের হাতে কি কোনো খেলনা তৈরি করেছো?
  - কী কী জিনিস দিয়ে এসব খেলনা তৈরি করেছো?
  - কী কী খেলনা তৈরী করেছো কয়েকটি নাম বলো?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী তালপাতা/নারিকেল পাতা/খেজুর পাতা/অফসেট পেপার দিয়ে চশমা তৈরি করবে।

- শিক্ষক বিদ্যালয় হতে নারকেল পাতা, খেজুর পাতা অথবা তাল পাতা (যেটি বিদ্যালয়ে সহজলভ্য) সংগ্রহ করবেন;
- সংগ্রহকৃত পাতা দিয়ে একটি চশমা বানিয়ে দেখাবেন;
- শিক্ষক প্রথমে পাতা কিভাবে ভাঁজ করতে হয় তা দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের অনুসরন করতে বলবেন;
- শিক্ষক প্রথমে একটি চশমা তৈরি করবেন;
- এরপর শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাতা দিয়ে চশমা বানাতে বলবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর কাছে পাতা নেই তারা অফসেট কাগজ লম্বা পাতার আকৃতিতে কেটে চশমা তৈরি অনুশীলন করবে;
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চশমা বানানোর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন;
- এসময় শিক্ষক প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগয়ী ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/ আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

এই পাঠের বিষয়বস্তু'পাতা দিয়ে চশমা তৈরি' এর সম্পর্কিত। শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও শিক্ষক এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-

- প্রশ্নোত্তর ও একক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করবেন;
- একক কাজের সময় শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং শিখন মূল্যায়ন ছকএর সম্পর্কিত অংশ পূরণ করবেন;
- আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর ***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা*** পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন;

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'পাতা দিয়ে চশমা তৈরি'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৬৪তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**- এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ **(পাতা দিয়ে চশমা তৈরি)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ীর কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাড়িতে নারকেল/তাল/খেজুর পাতা/কাগজ দিয়ে চশমা/ঘড়ি/বাঁশি (যেকোন একটি) তৈরির অনুশীলন করবে।

ক্লাস-৬৬: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলনা জিনিস দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.পাতা দিয়ে ঘড়ি ও বাঁশি তৈরি করতে পারবে।	১. পাতা দিয়ে ঘড়ি ও বাঁশি তৈরি	-পাতা দিয়ে ঘড়ি ও বাঁশিতৈরি -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন	তালপাতা, খেজুরপাতা ও নারকেল পাতা রং,সুতা ও কাঁচি	- পর্যবেক্ষণ - প্রশ্নোত্তর	ছক		ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: পাতা দিয়ে ঘড়ি ও বাঁশি তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- গত ক্লাসের প্রসঙ্গ টেনে তার ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে শ্রেনি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - পাতা দিয়ে খেলনা তৈরী করতে কেমন লেগেছে?
  - কোন কোন খেলনা তৈরি করতে বেশী ভালো লেগেছে?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, একক কাজ ও আলোচনা)

একক কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে পাতা দিয়ে ঘড়ি ও বাঁশি তেরি করবে।

- পূর্ববর্তী ক্লাশের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাতা সামনে নিয়ে বসতে বলবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাতা দিয়ে প্রথমে ঘড়ি এবং পরে বাঁশি তৈরি করতে নির্দেশ দিবেন;
- পূর্ববর্তী ক্লাসের ন্যায় যেসব শিক্ষার্থী পাতা আনতে পারেনি তাদেরকে কাগজ ব্যবহার করে একক কাজটি অনুশীলন করতে বলবেন;
- শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষক তা ঘুরে ঘুরে দেখবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	একক কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য

- একক কাজ শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার তৈরিকৃত পাতার ঘড়ি ও বাঁশি পাশের বন্ধুর সাথে বিনিময়ের নির্দেশনা দিবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সরবরাহকৃত ছকের- **বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)** মানদন্ড অনুযায়ী বন্ধুর কাজ মূল্যায়ন করে প্রযোজ্য ঘরে টিক (√) দিতে বলবেন;
- বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক) সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করবেন।

বন্ধুর চোখে (সতীর্থ মূল্যায়ন ছক)

তোমার নাম _____ রোল নম্বর ____	মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়	খুব ভালো	ভালো	সন্তোষজনক নয়	তোমার বন্ধুর নাম _____ রোল নম্বর ____
	তৈরীকৃত পাতার ঘড়ি কেমন হয়েছে?				
	তৈরীকৃত পাতার বাঁশি কেমন হয়েছে?				

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তৈরিকৃত জিনিস দেখে তাদের শিখন মূল্যায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় (ভালোভাবে পাতার ঘড়ি/বাঁশি তৈরি করতে পারেনি) তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিচের নিরাময়মূলক সহায়তা পরিকল্পনা ছকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র:**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'পাতা দিয়ে ঘড়ি ও বাঁশি তৈরি'-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৬৫তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**- এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ **(পাতা দিয়ে চশমা ও বাঁশি তৈরি)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

***** প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ক্লাসে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের পানির বোতল, কাঁচি, আঠা, রঙিন কাগজ, পেনসিল ইত্যাদি নিয়ে আসতে নির্দেশনা দিবেন। (প্লাস্টিকের পানির বোতল পরিস্কার করে আনতে হবে)**
***** পরবর্তী ক্লাসে কলমদানি তৈরি ও সাজানো হবে। ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের পানির বোতল দিয়ে তৈরি কলমদানি সাজানোর জন্য শিক্ষার্থীদের ইচ্ছামত উপকরণ নিয়ে আসতে বলবেন।**

ক্লাস-৬৭: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন -শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরি করতে পারবে	১. ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরি	- ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরি -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-প্রশ্নোত্তর -আলোচনা -প্রদর্শন -একক কাজ -দলগত কাজ	ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতল, কাঁচি/ছুরি ইত্যাদি	-প্রশ্নোত্তর -পর্যবেক্ষণ -একক কাজ -সতীর্থ মূল্যায়ন		ছক	ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরি ।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন (প্রশ্নোত্তর)

- ব্যবহৃত প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে বানানো একটি কলমদানি নিয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন;
- শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - আমার হাতে কী দেখছো?
  - এটা তৈরিতে কী কী উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে?
  - তোমরা কি এ রকম শিল্পকর্ম আগে দেখেছো?
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক প্লাস্টিকের পানির বোতল দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি বিষয়ে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, দলগত কাজ ও আলোচনা)

- **শিক্ষক প্রথমেই প্লাস্টিকের বোতল কাটার সময় শিক্ষার্থীদের কাঁচি/ছুরি ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে বলবেন;**
- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সংগ্রহ করে আনা প্লাস্টিকের বোতল বের করতে বলবেন;
- ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের পানির বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরির প্রক্রিয়া বিষয়ে সবাইকে প্রস্তুত ও মনোযোগী হওয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- সকল শিক্ষার্থী দেখতে পায় এমন স্থানে দাঁড়িয়ে কলমদানি তৈরির জন্য প্লাস্টিকের বোতল কেটে দেখাবেন;
- শিক্ষকের নিজের পক্ষে প্লাস্টিকের বোতল কেটে দেখানো সম্ভব না হলে মাল্টিমিডিয়ায় এ সম্পর্কিত ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন;
- সকল শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ প্লাস্টিকের বোতল শিক্ষকের দেখানো প্রক্রিয়ায় কলমদানির আকারে কাটার নির্দেশনা দিবেন;
- সম্ভব হলে ইউটিউব/সংগৃহীত ভিডিও থেকে মাল্টিমিডিয়ায় প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরির ভিডিও প্রদর্শন করতে পারেন।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে বানানো ফুলদানি সাজাবে।

- শিক্ষার্থীদের পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন জনের নিয়ে আসা উপকরণ দিয়ে কলমদানি সাজানোর নির্দেশনা দিবেন;
- দলগত কাজ চলাকালীন শিক্ষক প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;
- দলগত কাজ শেষ হলে প্রতিটি দলকে তাদের তৈরি কলমদানি দলের জায়গা থেকেই উপস্থাপন করতে বলবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	দলগত কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/দলনেতার নির্দেশনা অনুসরণ/দলের সদস্যদের সাথে কাজ

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- দলগতভাবে তৈরি কলমদানি দেখে শিক্ষক এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত শিখন মূল্যায়ন করবেন- যেখানে শিক্ষক
  ১. কলমদানি তৈরিতে প্লাস্টিকের বোতল সঠিকভাবে কাটা এবং
  ২. কলমদানি সাজাতে উপকরনের সঠিক ব্যবহার এই দুই মানদন্ডে শিখন মূল্যায়ন করবেন;
- এই পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- যে দলের শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় **(সঠিকভাবে কলমদানি তৈরি করতে পারেনি)** তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন।
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিচের নিরাময়মূলক সহায়তা পরিকল্পনা ছকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু **'ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরি'**-এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৬৭তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-১১ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ **(প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরি ও সজ্জিতকরণ)** চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে নম্বর সংরক্ষণ করবেন।

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ি থেকে কাগজের ছোট বাক্স নিয়ে আসতে পারবে এমন ১০/১২ জন শিক্ষার্থীকে পরবর্তী ক্লাসে দুটি করে কাগজের বাক্স নিয়ে আসতে বলবেন। পরবর্তী ক্লাসে কাগজের বাক্স দিয়ে কলমদানি তৈরি শিখানো হবে বলে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিবেন।

ক্লাস-৬৮: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: ফেলে দেয়া কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারবে।

শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন - শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	**সতীর্থ মূল্যায়ন**	**শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন**
১. ফেলে দেয়া কাগজের বাক্স দিয়ে কলমদানি তৈরি করতে পারবে।	১. ফেলে দেয়া কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির প্রক্রিয়া	-প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ফেলে দেয়া কাগজের বাক্স দিয়ে কলমদানি তৈরি -সক্রিয় অংশগ্রহন -সহযোগিতা -সচেতনতা	-প্রশ্নোত্তর -প্রদর্শন -অনুশীলন	কাগজের বাক্স রং,সুতা, কাঁচি গাম/আইকা	পর্যবেক্ষণ প্রশ্নোত্তর	ছক		ছক, গ্রেডশিট

শিখন শেখানো নির্দেশনা: ফেলে দেয়া কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি।

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন-
  - তোমাদের বাড়িতে যে কাগজের খালি বাক্স থাকে তা দিয়ে কি কর?
  - তোমরা কি এসব বাক্স ফেলে না দিয়ে কখনও কোনো জিনিস তৈরী করেছো?
- অথবা পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন উপায়ে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করতে পারেন;
- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত উত্তরের সুত্র ধরে শিক্ষক প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে ফেলে দেয়া কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রদর্শন, দলগত কাজ, পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা)

- শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের কাগজের বাক্স দিয়ে কীভাবে শিল্পকর্ম তৈরী করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করবেন;
- শিক্ষক কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরী বিষয়ক ভিডিও (ইউটিউব/সংগৃহীত) মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করতে পারেন;
- শিক্ষক কাগজের বাক্স দিয়ে কলমদানি তৈরির প্রক্রিয়া ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা অনুসরন করতে বলবেন;
- শিক্ষক শিল্পকর্মটি বোর্ডে টানিয়ে দিবেন যাতে করে শিক্ষার্থীরা সহজে দেখতে পারে;

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাগজের বাক্স ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে কলমদানি তৈরি করবে।

- **শিক্ষক প্রথমেই কাগজের বাক্স কাটার সময় শিক্ষার্থীদের কাঁচি/ছুরি ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে বলবেন;**
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করবেন এবং বাড়ি থেকে আনা কাগজের বাক্সগুলো দল অনুযায়ী ভাগ করে দিবেন;
- কাগজের বাক্স ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কলমদানি তৈরি করতে বলবেন;
- শিক্ষক প্রতিটি দলের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কোন দলের কাজে কোন ত্রুটি বা অসংগতি থাকলে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- দলগত কাজ শেষে প্রত্যেক দলের একজনকে কলমদানিটিসহ সামনে এসে সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	পাঠে মনোযোগিতা/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ
সচেতনতা	দলগত কাজের সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা
সহযোগিতা	শিক্ষককে শ্রেণির কাজে সাহায্য/বন্ধুকে উপকরণ দিয়ে সহায়তা/ শিখনে বন্ধুকে সাহায্য /দলনেতার নির্দেশনা অনুসরণ/দলের সদস্যদের সাথে কাজ করা

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- প্রত্যেক দলের একজনকে কলমদানিটিসহ সামনে এসে কী প্রক্রিয়ায় এটি তৈরি করা হয়েছে তা সবার সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন;
- দলগত কাজ উপস্থাপনের সময় শিক্ষক প্রতিটি দলের কাজ (**কাগজের বাক্স দিয়ে তৈরি কলমদানি**) পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;
- প্রতিটি দলের কাজ উপস্থাপনের সময় সংশ্লিষ্ট দলের যেকোন সদস্যকে এ সম্পর্কিত ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন করতে পারেন; যেমন-
  - শিল্পকর্মটি (কলমদানি) তৈরীতে কোন কোন উপকরণ ব্যবহার করেছো?
  - কাগজের খালি বাক্স দিয়ে কী কী শিল্পকর্ম তৈরি করা যায়?
- যে দলের শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় **(সঠিকভাবে কলমদানি তৈরি করতে পারেনি)** তাদের শিক্ষক নিজে অথবা পারগ শিক্ষার্থী দ্বারা প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিখন অর্জন নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন;
- আপনার দৃষ্টিতে যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক মনে হবে তাদের শিখন অর্জনের তথ্য নিচের নির্দেশনা অনুসারে সংরক্ষণ করবেন;
- ফলাবর্তন প্রদানের পরেও যেসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয় তাদের জন্য নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- যেসব শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হবে তাদের নম্বর নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর সংরক্ষণ করবেন।

নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের বিষয়বস্তু 'ফেলে দেয়া কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি'- এর সাথে সম্পর্কিত;
- এই বিষয়বস্তু নিয়ে একটিই (৬৮তম) শ্রেণি কার্যক্রম রয়েছে;
- নম্বর সংরক্ষণ (ছক পূরণ) করার সময় শিক্ষক **শিখন মূল্যায়ন ছক-১১ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)**-এর এই পাঠের সাথে সম্পর্কিত অংশ (**কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি**) পূরণ করবেন;

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা***) **শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়** তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

বাড়ির কাজ: প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে ফেলে দেয়া প্লাস্টিকের বোতল/কাগজের বাক্স/টিনের কৌটা দিয়ে যেকোন একটি শিল্পকর্ম তৈরি করে আনবে।

ক্লাস-৬৯: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: শিক্ষার্থীদের তৈরি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১.শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহন করতে পারবে।	১.শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি	-শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও নির্দেশনা বুঝতে পারা -সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	- প্রশ্নোত্তর -আলোচনা	বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া	- প্রশ্নোত্তর - পর্যবেক্ষণ			ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও নির্দেশনা

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু করবেন;
- পূর্বের কয়েকটি ক্লাসে কাগজ ও ফেলনা জিনিস দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেসব প্রয়োজনীয় ও সৌখিন দ্রব্য (শিল্পকর্ম) তৈরি করেছে তার প্রসঙ্গ টেনে শিক্ষক এসব শিল্পকর্মের **প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও নির্দেশনা বিষয়ক পাঠ ঘোষণা করবেন;**
- অথবা পাঠের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠের সাথে সম্পৃক্ত করে পাঠ ঘোষণা করবেন;

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা (প্রশ্নোত্তর, আলোচনা)

- শিক্ষক পূর্বেই প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে ৩/৪ দিন সময় হাতে রেখে প্রদর্শনীর সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করবেন;
- **বিষয় শিক্ষক শ্রেণি শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে প্রদর্শনীর দিন ও সময়কাল নির্ধারন করবেন;**
- সুশৃঙ্খলভাবে প্রদর্শনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করবেন;
- প্রদর্শনী কার্যক্রম দলগতভাবে পরিচালিত হবে বলে শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের তৈরি সকল শিল্পকর্ম যা তাদেরকে বিভিন্ন সময় সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে সেগুলো এ প্রদর্শনীতে নিয়ে আসতে হবে;
- প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কোন কোন শিল্পকর্ম তারা প্রদর্শনীতে আনবে তা ঠিক করতে নির্দেশনা দিবেন;
- দলের প্রতিটি সদস্যের কোন না কোন শিল্পকর্ম যেন প্রদর্শনীতে স্থান পায় দলগুলোকে তা নিশ্চিত করতে বলবেন;
- প্রদর্শনীর স্থান ও প্রতিটি দলের জন্য প্রদর্শনীর জায়গা নির্ধারণ করে দিবেন;
- প্রতিটি দল যেসব শিল্পকর্মের প্রদর্শনী করবে সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (রশি, আঠা, ক্লিপ/বোর্ড ক্লিপ, সাদা/রঙিন কাপড়, বেঞ্চ/টেবিল ইত্যাদি) সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশনা দিবেন;
- প্রদর্শনীতে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী, অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ও অভিভাবকগণ উপস্থিত থাকতে পারেন এ বিষয়টি মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের সচেতন থাকতে নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত যেকোন শিল্পকর্ম কেউ চাইলে শুভেচ্ছা মূল্যে ক্রয় করতে পারেন;
- প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে প্রদর্শনীতে কোন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে আসবেন তা ঠিক করে নিবেন;
- প্রদর্শনীর এলাকার কোন একটি সুবিধাজনক স্থানে দর্শনার্থীদের মন্তব্য লেখার জন্য একটি খাতা রাখার ব্যবস্থা করবেন;
- প্রদর্শনীর দিন বিদ্যালয়ের স্কাউট/গার্ল গাইডস/বিএনসিসি/রেড ক্রিসেন্ট এর প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতা চাইবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (***সক্রিয় অংশগ্রহণ***) পর্যবেক্ষণ করবেনএবংপ্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদণ্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	শিক্ষকেরনির্দেশনায় মনোযোগ/বিভিন্ন কাজে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ/প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অংশগ্রহণ

শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা

- সকল শিক্ষার্থীপ্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও নির্দেশনা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে
- কী না তা যাচাই করে দেখবেন;
- কোন শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্ন থাকলে তা জানতে চাইবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বুঝিয়ে দিবেন;

নম্বর সংরক্ষন (ছক পূরণ) নির্দেশনা

❖ **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র**

- এই পাঠের সাথে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই;

❖ **আবেগীয় ক্ষেত্র**

- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই;
- শুধুমাত্র যেসকল শিক্ষার্থীর পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডে (***সক্রিয় অংশগ্রহণ***) শিখন অর্জন সন্তোষজনক নয়তাদের পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে তা উত্তরণের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন শিল্পকর্মের প্রদর্শনী

নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা (যদি প্রয়োজন হয়)

❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় **নিরাময়মূলক সহায়তা নির্দেশনা** দেয়া আছে। এই শ্রেণি কার্যক্রমে শিখন অর্জনের জন্য যে কৌশল সর্বাধিক কার্যকরী বলে মনে হবে শিক্ষক সে কৌশল অনুযায়ী নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানে ব্যবস্থা করবেন।

ক্লাস-৭০: (অধ্যায়-৬)

শিখনফল: কাগজ ও ফেলনা জিনিস দিয়ে তৈরিকৃত শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারবে।

এক নজরে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম								
শিখনফল/ বিভাজিত শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়	শিখন-শেখানো কৌশল	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন কৌশল	মূল্যায়নের ধরন ও নির্দেশক/ মানদণ্ড		
						স্ব-মূল্যায়ন	সতীর্থ মূল্যায়ন	শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন
১. শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারবে।	১. শিক্ষার্থীদের তৈরি শিল্পকর্মের প্রদর্শনী।	-সক্রিয় অংশগ্রহণ -সচেতনতা -সহযোগিতা	-দলগত কাজ -প্রদর্শন	শিক্ষার্থীদের ফেলনা জিনিস দিয়ে তৈরি বিভিন্ন শিল্পকর্ম	-পর্যবেক্ষণ			ছক গ্রেডশিট

শিখন শেখানো কার্যাবলি: শিক্ষার্থীদের তৈরি শিল্পকর্মের প্রদর্শনী

প্রস্তুতি ও পাঠ উপস্থাপন

- পূর্ব নির্ধারিত দিন ও সময় অনুসারে শিক্ষকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে তাদের শিল্পকর্ম প্রদর্শন করবে;
- শিক্ষক প্রত্যেকটি দলকে তাদের নির্ধারিত স্থানে শিল্পকর্ম সাজাতে বলবেন;

প্রদর্শনী পরিচালনা (পর্যবেক্ষণ)

- শিক্ষক প্রতিটি দলের কার্যক্রম নিবিরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন;
- প্রদর্শনী চলাকালে শিক্ষক নিচের ছক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্র (*সক্রিয় অংশগ্রহণ*, *সচেতনতা* ও *সহযোগিতা*) পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের মানদন্ড	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য কার্যক্রম
সক্রিয় অংশগ্রহণ	প্রদর্শনীতে স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ
সচেতনতা	প্রদর্শনীর সময় উপকরণ ব্যবহারে সাবধানতা/প্রদর্শনী স্থানের পরিচ্ছন্নতা/
সহযোগিতা	দলনেতাকে প্রদর্শনীর কাজে সাহায্য/প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীদের সাহায্য/দলের সদস্যদের সাথে একসাথে কাজ করা

<u>শিখন মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন নির্দেশনা</u>

- প্রদর্শনী চলাকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক সহায়তার ব্যবস্থা নিবেন;

নম্বর সংরক্ষন (ছক পূরণ) নির্দেশনা

- **বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্র:** এই পাঠের সাথে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই;
- **আবেগীয় ক্ষেত্র**
- শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন মূল্যায়নের সময় সকল শিক্ষার্থীর তথ্য (সক্রিয় অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও সহযোগিতা) চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করবেন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে শিক্ষক-

- ✓ যেসব শিক্ষার্থী ৩/A পাওয়ার যোগ্য (অতি উত্তম) তাদের টিক (√) দিয়ে চিহ্নিত করতে পারেন;
- ✓ যেসব শিক্ষার্থীর শিখন সন্তোষজনক নয় (উন্নয়ন প্রয়োজন) তাদেরকে পেনসিল দিয়ে ক্রস (×) চিহ্নিত করে রাখতে পারেন;
- ✓ ফাঁকা ঘর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ২/B প্রাপ্ত (উত্তম) হিসেবে ধরে নিবেন, তবে কোন একটি অধ্যায়/ইউনিট শেষে সকল শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর কলম দিয়ে চেকলিস্টে উত্তোলন করে সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ ক্রস (×) চিহ্ন প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর শিখন মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষণ করবেন;
- ✓ একই প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শ্রেণি কার্যক্রমেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি চিহ্নিত ও শিখন অর্জন চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

শিখন মূল্যায়ন ছক-১১ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	**বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ**				**মোট**	**আবেগীয়/ মানবীয় গুণ**			**মোট**
	পাতা দিয়ে চশমা তৈরি	পাতা দিয়ে চশমা ও বাঁশি তৈরি	প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরি ও সজ্জিতকরণ	কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	সহযোগিতা	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

পরিশিষ্ট-ক

পরিশিষ্টসমূহ

শিখন মূল্যায়ন ছকসমূহ

শিখন মূল্যায়ন ছক-১ (চারু ও কারুকলার পরিচয়)

চারু ও কারুকলার পরিচয়									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ				মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	চারুকলার ও এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা	কারুকলার ও এর উপাদান সম্পর্কে ধারণা	আদিম মানুষের শিল্পকলা সম্পর্কিত ধারণা	চারু ও কারুকলার প্রয়োজনীয়তা		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহযোগিতা	শৃঙ্খলাবোধ	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-২ (ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন)

ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম ও ছবি অংকন									
শিক্ষাথীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ				মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে ধারণা	আকৃতি ও গঠনের প্রয়োগ	বিষয় সাজানো,দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ	রং ও আলোছায়ার প্রয়োগ		সক্রিয় অংশগ্রহন	শৃঙ্খলাবোধ	সচেতনতা	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-৩ (ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ)

ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ										
রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ					মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যবহার	ছবি আঁকার মাধ্যমসমূহ চিহ্নিতকরণ	পেনসিল ও প্যাস্টেল রঙের ব্যবহার	বিষয় সাজানো, দূরত্ব ও অনুপাতের প্রয়োগ	ছবিতে আলোছায়া ও রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহন	শৃঙ্খলাবোধ	সহযোগিতা	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										
৯										
১০										

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-৪ (ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন)

ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন								
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ			মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও ছবির বিষয় নির্ধারণ	বিষয় সাজানো	ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	শৃঙ্খলাবোধ	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-৫ (প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন)

প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন								
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ			মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	বিষয় সাজানোর দক্ষতা	ড্রইংয়ের নৈপুণ্য	রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহণ	শৃঙ্খলাবোধ	সচেতনতা	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								
৮								

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-৬ (উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী)

উৎসব, জ্যামিতিক নকশা, সচেতনতামূলক ছবি অংকন ও প্রদর্শনী								
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ			মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	বিষয় সাজানোর দক্ষতা	ড্রইংয়ের নৈপুণ্য ও রঙের ব্যবহার	ছবিতে সৃজনশীলতার প্রতিফলন		সক্রিয় অংশগ্রহণ	শৃঙ্খলাবোধ	দেশপ্রেম	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								
৮								

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-৭ (বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস)

বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস										
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ					মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস	শিশু কিশোরদের ছবি আঁকার ইতিহাস	শিশুদের মুক্তিযুদ্ধের ছবিরধারণা	কল্পনা করে মুক্তিযুদ্ধের ছবি অংকন দক্ষতা	ছবিতে রঙের ব্যবহার		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহযোগিতা	দেশপ্রেম	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-৮ (বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প)

বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প										
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ					মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	লোকশিল্পের ধারণা	লোকশিল্পের অংকন দক্ষতা	কারুশিল্পের ধারণা	কারুশিল্পের ছবি অংকন দক্ষতা	কারুপণ্য তৈরির দক্ষতা		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	দেশপ্রেম	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১			A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-৯ (কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি)

কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ				মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	কাগজ দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরির উপাদান সম্পর্কিত ধারণা	ঝালর ও ফুল তৈরির জন্য সঠিকভাবে কাগজ ভাঁজ ও নকশা অংকন	রঙিন কাগজ দিয়ে ঝালর ও নকশা কাটা ফুল তৈরি	কাগজ দিয়ে শাপলা ফুল ও বাতির শেড তৈরি		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	সহযোগিতা	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-১০ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ				মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	শিল্পকর্ম তৈরির জন্য ফেলনা জিনিস চিহ্নিতকরণ	ডিমের খোলস দিয়ে পুতুল তৈরি ও সজ্জিতকরণ	নুড়ি পাথর দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি ও সজ্জিতকরণ	গাছের ডালপালা দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	**সহযোগিতা**	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

শিখন মূল্যায়ন ছক-১১ (ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি)

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি									
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ				মোট	আবেগীয়/ মানবীয় গুণ			মোট
	পাতা দিয়ে চশমা তৈরি	পাতা দিয়ে চশমা ও বাঁশি তৈরি	প্লাস্টিকের বোতল দিয়ে কলমদানি তৈরি ও সজ্জিতকরণ	কাগজের বাক্স দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি		সক্রিয় অংশগ্রহণ	সচেতনতা	সহযোগিতা	
	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১	৩/২/১		A/B/C	A/B/C	A/B/C	
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									

এখানে ৩/A = অতি উত্তম, ২/B = উত্তম, ১/C = উন্নয়ন প্রয়োজন

পরিশিষ্ট-খ

মূল্যায়ন ছক থেকে গ্রেডশিটে নম্বর উত্তোলন বিষয়ক নির্দেশনা

মূল্যায়ন ছক থেকে গ্রেডশিটে নম্বর উত্তোলন বিষয়ক নির্দেশনা

- ❖ একজন শিক্ষক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করলে তার প্রদত্ত নম্বর স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর গ্রেডশীটের সংশ্লিষ্ট অংশে জমা হবে;
- ❖ যে সকল শিক্ষক কাগজে কলমে ছক পূরণ করবেন, তারা সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকার্যক্রম শেষে ছকের নির্দিষ্ট মানদন্ড পূরণ করে রাখবেন এবং অনলাইন পোর্টালে সংশ্লিষ্ট অংশে উত্তোলন করবেন;
- ❖ শিক্ষক চাইলে একটা মানদন্ড শেষে বা সম্পূর্ণ ছক পূরণের পর শিক্ষার্থীর প্রদত্ত নম্বর গ্রেডশিটের সংশ্লিষ্ট অংশে জমা করতে পারেন;
- ❖ শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবে শিখন মূল্যায়নের তথ্য (নম্বর) অনলাইন পোর্টালে উত্তোলন করবেন (যদি মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার না করেন) এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রয়োজনে সংশোধন করতে পারবেন;
- ❖ কোন একটি ইউনিট শেষে প্যানেল মডারেশন সভায় অনুমোদিত নম্বর চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

নম্বরের ব্যপ্তি	লেটার গ্রেড	নম্বরের ব্যপ্তি	লেটার গ্রেড
৪০-৫০	A+	২০-২৪	C
৩৫-৩৯	A	১৬-১৯	D
৩০-৩৪	A-	০-১৫	F
২৫-২৯	B		

অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা														
সামগ্রিক গ্রেডশিট (বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ)														
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	প্রথম ইউনিট					দ্বিতীয় ইউনিট					মোট নম্বর (১০০)	প্রাপ্ত নম্বর (৫০%)	গ্রেড	
	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু				
	চারু ও কারুকলার পরিচয়	ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম	ছবি আঁকার প্রাথমিক উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ	জার্নাল লিখন	ডায়েরি লিখন	ছবি আঁকার বিষয় নির্ধারণ ও ছবি অংকন	প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন	উৎসবের ছবি ও জ্যামিতিক নকশা অংকন	জার্নাল লিখন	ডায়েরি লিখন				
১	১২	১২	১৫	৭	১০	৯	৯	৯	৭	১০	১০০			
২														
৩														

বার্ষিক পরীক্ষা													
সামগ্রিক গ্রেডশিট (বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ)													
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	তৃতীয় ইউনিট				চতুর্থ ইউনিট					মোট নম্বর (১০০)	প্রাপ্ত নম্বর (৫০%)	গ্রেড	
	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু	বিষয়বস্তু				
	চারু ও কারুকলা শিক্ষার ইতিহাস	বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প	জার্নাল লিখন	ডায়েরি লিখন	কাগজ দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকর্ম তৈরি	ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি	ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি	জার্নাল লিখন	ডায়েরি লিখন				
১	১৫	১৫	৭	১০	১২	১২	১২	৭	১০	১০০			
২													
৩													

আবেগীয় ক্ষেত্রের নম্বর উত্তোলন নির্দেশনা

- প্রতিটি ছকে আবেগীয় ক্ষেত্র মূল্যায়নের তিনটি মানদন্ড রয়েছে, প্রতিটি শিখন শেখানো কার্যক্রমে ছক পূরণ নির্দেশনায় বিস্তারিতভাবে নির্দেশনা দেয়া আছে;
- শিক্ষক ছকের মানদন্ড অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের চুড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে গ্রেডশীটে তথ্য সংরক্ষণ করবেন;
- ছকে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের মাত্রা A/B/C দিয়ে প্রকাশ করতে হবে; এখানে A = অতি উত্তম, B = উত্তম ও C = উন্নয়ন প্রয়োজন বোঝানো হয়েছে;
- আবেগীয় ক্ষেত্রের শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন তার ব্যক্তিগত গ্রেডশীটে আলাদাভাবে দেখানো হবে।

শিখন শেখানো কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ

১. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment)

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল অর্জনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার তিনটি ক্ষেত্রের (বুদ্ধিবৃত্তীয়, মনোপেশিজ ও আবেগীয়) শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির সকল বিষয়ের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে। শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক জানতে পারেন। এর মাধ্যমে কোনো সেমিস্টার, সাময়িক বা বছরের শেষে একজন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন না করে সারাবছর প্রতিনিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে শিখন অর্জন যাচাই করা হয়। ধারাবাহিক মূল্যায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে- এটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাকে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রদান করা যায়। যা সামষ্টিক মূল্যায়নে করা যায় না। এর মাধ্যমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার্থী তার শিখনের দুর্বলতা দূর করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন। শুধু তাই নয় শ্রেণিকক্ষে শিখন অর্জন যাচাই শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজেদের মূল্যায়নেও উৎসাহিত করে।

অন্যান্য বিষয়ে প্রচলিত সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক শিখন ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা সম্ভব হলেও শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের (বিভিন্ন মানবীয় গুণ) শিখন মূল্যায়ন সম্ভব হয়না। কিন্তু ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ শিখন ক্ষেত্রের পাশাপাশি আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন অর্জনও মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়নকে দুটি আঙ্গিকে বিবেচনা করা যেতে পারে-

১. বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্ন কাজ, শ্রেণিতে বিভিন্ন লিখিত পরীক্ষা, বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। প্রচলিত শিক্ষাক্রম অনুসারে প্রতিটি বিষয়ে ২০ নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যেখানে সিলেবাসের আওতাভুক্ত বা কোর্সওয়ার্কের যে সকল কার্যক্রমের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে সেগুলো হচ্ছে -

- শ্রেণির কাজ
- বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট ওয়ার্ক
- শ্রেণি অভীক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণির চারু ও কারুকলা বিষয়টি শতভাগ ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। তাই শিক্ষাক্রমে বর্ণিত ধারাবাহিক মূল্যায়নের ২০ নম্বরের বন্টন এ বিষয়টিতে একইভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

২. আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন

একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিক আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা যায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ কোনো একটি ঘটনা বা ইস্যু দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। শ্রেণির কাজের পাশাপাশি শিক্ষক সারা বছর বিদ্যালয়ে সংগঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের পর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করবেন। শিক্ষাক্রমে শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক অন্যান্য বিষয় শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে শিক্ষার্থীর আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব

শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে মূল্য যাচাই প্রক্রিয়ার সংগতি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। মূল্য যাচাই প্রক্রিয়া কারিকুলামের শিখনফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিক্ষার্থীর শিখনফল কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন/ফিডব্যাক প্রদান করাই হলো ধারাবাহিক মূল্যায়ন। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন সম্ভব হয়। যদিও কারিকুলামে মনোপেশিজ ও আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়নের কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং শিখন শেখানো কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ-

- ধারাবহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের সকল শিখনফলই অর্জন করানো ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরাময়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পরামর্শ দেওয়া যায়।
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজেও তার দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরাময়ের জন্য চেষ্টা করতে পারে।
- শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার সময় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখন উপযোগী নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ কিছু দক্ষতা, যেমন- শোনা, বলা, পড়ার পারদর্শিতা ইত্যাদি কম সময়ে ও সহজে পরিমাপ করা যায়। সামষ্টিক মূল্যায়নে এসব বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।
- শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকগুলো বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা ও প্রয়োজনমতো নির্দেশনা দেওয়া যায়।
- এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর ব্যবহৃত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা ও ফলপ্রসূতা নির্ধারণ এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে যেহেতু শিক্ষার্থীদের অবস্থান নির্ণয় করা হয় না সেহেতু তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে না শিখে সহযোগিতার মাধ্যমে শিখে। এতে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিখলে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি তৈরি হয়।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক আত্মবিশ্বাস দিয়ে বলতে পারেন তার শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন কতটুকু অর্জিত হয়েছে।
- একটি ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি সমৃদ্ধ শিক্ষার্থী থাকে। এ ধরনের মূল্যায়নে বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ফলে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী তাদের সক্ষমতা প্রমাণের সুযোগ পায়।

ফলাবর্তন (Feedback):

পূর্ব নির্ধারিত শিখনফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সম্পাদিত কাজের সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে শিক্ষকের মৌখিক অথবা লিখিত মতামতই হচ্ছে ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক। ধারাবাহিক/গাঠনিক মূল্যায়নের তিনটি কাজ রয়েছে -

- শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা যাচাই (মূল্যায়ন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে)
- ফলাবর্তন প্রদান এবং
- নিরাময়মূলক সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ফলাবর্তন শিখন-শেখানো কার্যক্রম এবং গাঠনিক/ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। ফলাবর্তনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ে শিখন সফলতা ও সবলতা এবং দুর্বলতা ও তার প্রেক্ষিতে উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা হয় এবং ভুল সংশোধন করা হয়। ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার শিখনের অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং তার ভিত্তিতে কী করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারে। ফলাবর্তন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে তাৎক্ষণিক হওয়াই উত্তম। কাজের মান সম্পর্কে মন্তব্যসহ কীভাবে শিক্ষার্থীর শিখন আরো উন্নত করা যায় সে বিষয়ে এখানে শিক্ষকের পরামর্শ থাকে। আবার শিক্ষক ফলাবর্তনের ভিত্তিতে প্রয়োজনে তাঁর শিখন শেখানোর কৌশলে পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীর শিখন আরো উন্নত

করার সুযোগ পান।ফলাবর্তনের অভাবে শিক্ষার্থী তার ত্রুটি বা দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে পারে না। এর ফলে শিক্ষার্থী মনে করে সে যা জানে, বোঝে বা লেখে সেটিই ঠিক। এটি তার শিখন সচেতনতা ও আত্মমূল্যায়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

ফলাবর্তন প্রদানের সময় চারটি প্রশ্ন সতর্ক বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন:

- শিক্ষার্থীর শিখন কাজের (Completed Task) সবল দিক কী?
- শিক্ষার্থীর শিখন কাজের (Completed Task) দুর্বল দিক কী?
- দুর্বলতা কাটিয়ে শিক্ষার্থী কীভাবে আরো ভালো করতে পারে?
- শিক্ষার্থীর কাজকে কীভাবে মানসম্মত কাজের সাথে তুলনা করা যায়?

শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেওয়ার পর শিক্ষক প্রয়োজনবোধে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

ফিডব্যাক আনুষ্ঠানিক (formal) এবং অনানুষ্ঠানিক (informal) দুইভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

অনানুষ্ঠানিক ফলাবর্তনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি হচ্ছে:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতিনিয়ত আলোচনা
- দুইজন শিক্ষার্থী/সতীর্থের মধ্যকার আলোচনা

আনুষ্ঠানিক ফলাবর্তন :

- লিখিত মতামত প্রদান।

আনুষ্ঠানিক ফলাবর্তনের উদাহরণ

Question: Discuss the contributions of Co-operative movement in socio-economic development.

এই প্রশ্নের উত্তরে একজন শিক্ষার্থী নিচের উত্তরটি লিখেছে। উত্তরটি পড়ে তিনজন শিক্ষক আলাদা আলাদাভাবে তিন ধরনের মন্তব্য করেছেন।

শিক্ষার্থীর উত্তর: Cooperative movement is very essential for country. People of same occupation usually form a cooperative. They have common funds. And they use that fund for further investments. It solves fund crisis. Amtala Cooperative has many enterprises. Poultry, bakery, firming etc. It improves their life quality. We should follow them.

শিক্ষক A	শিক্ষক B	শিক্ষক C
Good. Try toimprove.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের অবদান সম্পর্কে তোমার ধারণা বেশ স্পষ্ট এবং তুমি বেশ গুছিয়ে লিখেছো। তবে তোমার লেখায় কিছু বানান ও ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে। সবশেষে আমতলা কো-অপারেটিভ এর বিভিন্ন উদ্যোগ কীভাবে এর সদস্যদের জীবনমান উন্নত করেছে তা সম্পর্কে আরেকটু ব্যাখ্যা থাকলে তোমার উত্তরটি আরো ভালো হত।	Cooperative movement is very essential for country. People of same occupation usually form a cooperative. They have common funds and they use that fund for further investments. It solves fund crisis. Amtala Cooperative has many enterprises such as Poultry, Bakery and Firming. It improve their life quality. We should follow them.

মন্তব্য তিনটি আনুষ্ঠানিক ফিডব্যাকের উদাহরণ। লক্ষ করুন,

- শিক্ষক A এর মন্তব্য কার্যকর নয়, কারণ তার মন্তব্য সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি শিক্ষার্থীর উত্তরের কোনো দিক বা অংশ ভালো হয়েছে সেরকম কোনো মন্তব্য করেননি বা কোনো ক্ষেত্রে উন্নয়ন দরকার সে পরামর্শও দেননি।
- শিক্ষক B এর মন্তব্য অধিক কার্যকর। কারণ তিনি স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন।সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেছেন।আরো উন্নতি করার জন্য শিক্ষার্থীর করণীয় কী হতে পারে তার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।
- শিক্ষক C এর মন্তব্য যথেষ্ট কার্যকর নয়, কারণ তিনিশুধু কিছু জায়গায় দাগ দিয়েছেন। হতে পারে দাগ দেয়া স্থানগুলোতে কোনো সমস্যা আছে কিন্তু সমস্যাগুলো কোন ধরনের সেটা বোঝার উপায় নেই। তাছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীকে কোনো পরামর্শ দেননি।

৩. নিরাময়মূলক সহায়তা (Remedial Measure)

শিক্ষার্থীর শিখনে অল্প দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা থাকলে ফলাবর্তন দেওয়ার সময়ই তা সংশোধন করে দেওয়া যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোনো একজন বা কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট শিখনফল কিংবা পাঠের বিষয় একদমই বুঝতে বা শিখতে পারছে না। এতে করে তারা অন্যান্য শিক্ষার্থীর থেকে পিছিয়ে পড়ছে। নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ডে কিংবা উত্তরপত্রে ফলাবর্তন দিয়ে এ ধরনের শিক্ষার্থীর দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক নিজে, পারগ শিক্ষার্থী অথবা অভিভাবকের সহায়তায় বিশেষ শিখন শেখানো কার্যক্রম বা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ধরনের বিশেষ কার্যক্রমই হলো নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান। ধারাবাহিক মূল্যায়ন/গাঠনিক মূল্যায়ন তথা শিখন-শেখানোর অন্যতম উপাদান হচ্ছে নিরাময়মূলক সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

আপনার শ্রেণিতে কেউ এভাবে পিছিয়ে পড়ছে কিনা প্রথমে সেটি শনাক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হলো শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের অগ্রগতির ধারাবাহিক মনিটরিং এবং রেকর্ড রাখা। তাহলে আপনি একটি পর্যায়ে বুঝতে পারবেন কোনো শিক্ষার্থী ধারবাহিকভাবে পিছিয়ে পড়ছে কিনা। উল্লেখ্য ফলাবর্তন সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য হলেও নিরাময়মূলক সহায়তা শুধু দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন হয়।

নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের কয়েকটি কৌশল

১. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক ও সহপাঠীর সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে

শিক্ষকের সাথে সহজ, আস্থাপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে শিক্ষার্থী কোনো বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষককে প্রশ্ন করতে পারে, শিক্ষকের কাছে বাড়তি সহায়তা চাইতে পারে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী ও তার সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্ব ও আস্থাপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে শিক্ষার্থী তার পারগ সহপাঠীর কাছে সহায়তা চাইতে পারে। এক্ষেত্রেপিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক ও সহপাঠীর সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য শিক্ষককেই উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষার্থীর আচরণগত বা আবেগীয় সমস্যার ক্ষেত্রেও এ ধরনের নিরাময়মূলক ব্যবস্থা কার্যকর।

২. বাড়তি যত্ন, উপকরণ ও অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে

পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীর সাথে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকগণ অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকা/পারগ শিক্ষার্থীদের দিকেই বেশি নজর দেন। তাই সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষক পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের দিকে সমান কিংবা একটু বাড়তি নজর দিবেন। প্রয়োজনে বাড়াতি উপকরণ ও অনুশীলনের সুযোগ দিবেন।

৩. শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও প্রেষণার উন্নয়ন ঘটিয়ে

শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার একটি বড় কারণ পাঠের বিষয় সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ ও প্রেষণার অভাব। ফলে শিক্ষার্থী শিখনে পিছিয়ে পড়ে। কোনো বিষয়ের পরীক্ষায় খারাপ করলেও শিক্ষার্থী সেই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, ঐ বিষয়ে অমনোযোগী হয় এবং আবারও পরীক্ষায় খারাপ করে। এরকম ক্ষেত্রে শিক্ষক চেষ্টা করবেন বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ফিরিয়ে আনার বা বাড়ানোর। শিখন অগ্রসরতার জন্য শিক্ষক কোন একটি প্রণোদনার ব্যবস্থাও রাখতে পারেন যেমন, শিক্ষার্থীর অল্প সাফল্যেই তাকে প্রশংসা, হাততালি, হাসিমুখ, তারকা চিহ্ন, অভিব্যক্তি প্রকাশমূলক ছবি, ফুল, একটি পেনসিল বা চকলেট ইত্যাদি প্রদান করা। শিক্ষক যখন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন তখন তার ইতিবাচক প্রাণশক্তি শিক্ষার্থীদের মাঝেও সঞ্চারিত হয়।

৪. শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা উন্নয়ন করে

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী জানে না কীভাবে শিখতে হয়। কেননা যথাসময়ে কোনো বিষয় শেখা বা বোঝার জন্য যে শিখন দক্ষতা দরকার হয় সেই দক্ষতা সে অর্জন করতে পারেনি। যেমন, অনেক বিষয়ে নতুন কোন ধারণা শেখার জন্য শিক্ষার্থীর পঠন (পড়ার) দক্ষতা জরুরী। পঠন দক্ষতার দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থী হয়তো শ্রেণিকক্ষে পড়ার কাজটি সময়মত শেষ করতে পারে না অথবা বিষয়টি আদৌ বুঝতে পারে না। শিক্ষার্থীর শিখন-দক্ষতায় কোনো দুর্বলতা থাকলে শিক্ষক সেটি দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন।

অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝেছে কিন্তু লেখা বা বলার সময় ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছে না। এরকম শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে লেখা ও বলা দক্ষতার উন্নয়ন করার দিকে জোর দিতে হবে।

৫. শিক্ষকের শিখন-শেখানো কৌশলে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য আনয়ন

শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া রোধ করতে শিক্ষককে তার শিখন-শেখানো কৌশলে পরিবর্তন আনতে হতে পারে। শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষক-শিক্ষাক্রম গাইডে নির্দিষ্ট শিখন শেখানো কৌশলের কথা সুপারিশ করা আছে। এগুলো ছাড়াও শিক্ষক শিখন-শেখানো কৌশলে পরিবর্তন আনতে পারেন কিংবা নতুন কৌশল যোগ করবেন যাতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা শিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

৬. শিক্ষক কর্তৃক নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান

বাড়তি সময় দেওয়ারসুযোগ থাকলে শিক্ষক নিজেই নিরাময়মূলক সহায়তা দিবেন। বিদ্যালয় ছুটির পর বা পরের দিন ক্লাস আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে উপস্থিত থাকতে বলবেন। শিক্ষক নিজেই বিশেষ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করবেন।

৭. সতীর্থ কর্তৃক নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান

একই শ্রেণির অধিকতর পারগ শিক্ষার্থী অর্থাৎ যেসব শিক্ষার্থী পাঠ্য বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে এবং অন্যকে সহজে বুঝাতে সক্ষম এমন শিক্ষার্থী দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ঐ শিক্ষার্থীকে পারগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক পারগ শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিবেন।

৮. বিকল্প ব্যবস্থায় নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান

ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসাবে প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি পরীক্ষা নিতে হয়। শ্রেণি পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হবে বা কম পারদর্শিতা প্রকাশ করবে শিক্ষক তাদের রেকর্ড শিক্ষার্থীর ডায়েরিতে সংরক্ষণ করবেন। এরকম শিক্ষার্থীদের অভিভাবককে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন বা পরিবারের অন্য কেউ যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাদেরকে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা সারিয়ে তুলতে বলা যেতে পারে। তবে শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার্থীর দুর্বলতা অনুসারে তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করে দিতে হবে।

৯. রুটিনেনিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের জন্য ক্লাস পিরিয়ড

ধারাবাহিক মূল্যায়নকে বিদ্যালয়ের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এজন্য বছরের শুরুতেই বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্লাস রুটিনে 'নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান' ক্লাস পিরিয়ড নির্ধারণ করতে হবে। ক্লাস রুটিনে সপ্তাহে প্রতি শ্রেণির জন্য ১টি পিরিয়ড বরাদ্দ রাখতে হবে যেখানে সকল শিক্ষক নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন। শ্রেণিশিক্ষক নিজেই 'নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান' ক্লাসে উপস্থিত থাকবেন এবং অধ্যায়ভিত্তিক শিখন দুর্বলতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপস্থিত থাকতে বলবেন। শ্রেণিশিক্ষক অপারগ শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পারগ শিক্ষার্থীদেরও উপস্থিত থাকতে বলবেন। পারগ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে অপারগ শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য সহায়তা প্রদান করবেন। নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পুরো সময় শিক্ষক নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অপারগ শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিত করবেন।

১০. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম Individualised Educational Programme (IEP)

এটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর (যেমন-দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) জন্য ঐ শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা অনুযায়ী কখনও কখনও শিক্ষককে বিশেষ সহায়তা দিতে হয়। এরকম ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনে অন্য শিক্ষক বা বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে পারেন।

তথ্যপুঞ্জি (পোর্টফোলিও)

পোর্টফোলিও বা শিক্ষার্থীদের তথ্যপুঞ্জি হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির ও মনোভাবের ধারাবাহিক চিত্র। এতে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অর্জন ও ব্যর্থতার তথ্য ও এর সমর্থনে বিভিন্ন দলিল থাকে। এর ফলে শিক্ষক ও অভিভাবক একজন শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত তথ্যগুলো খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে একনজরে দেখে নিতে পারেন।

পোর্টফোলিও শিক্ষক সংরক্ষণ করে রাখেন। নিয়মিতভাবে তিনি এর তথ্য হালনাগাদ করেন। কোর্স শেষে এই তথ্যপুঞ্জিটি অভিভাবককে দেয়া হয়। দেয়ার আগে শিক্ষক অভিভাবকের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে থাকেন। তিনি অভিভাবককে পোর্টফোলিও'র তথ্যগুলো ইতিবাচকভাবে নেয়ার অনুরোধ করেন। শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো সমস্যা থাকলে তা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে চারু ও কারুকলা বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন একক ও দলগত কাজের মাধ্যমে শিখন শেখানো ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। একক ও দলগত কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করলে তা শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিখন অগ্রগতির একটি সার্বিক চিত্র প্রকাশ করতে পারে। তাছাড়া যেহেতু ধারাবাহিক মূল্যায়নে শ্রেণির বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয়, তাই শিক্ষার্থীকে কোন কোন মানদন্ডে এবং কোন কোন কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে তার প্রমানসমূহ (Evidence) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মূল্যায়নের এ তথ্যসমূহ শিখন মূল্যায়নে নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চারু ও কারুকলা বিষয়ের পোর্টফোলিও হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা আলাদা ফোল্ডার সরবরাহ করা হয়েছে। এই ফোল্ডারে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করবেন। যেমন- শিক্ষার্থীর লিখিত কোন উত্তর, শিক্ষার্থীর অংকিত বিভিন্ন ছবি, শিক্ষার্থীর তৈরিকৃত কোন কারুপন্য বা কারুপন্যের ছবি, আত্ন-প্রতিফলনমূলক জার্নাল, সতীর্থ মূল্যায়নের ছক ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের নাম .....

ছবি

চারু ও কারুকলা বিষয়ের তথ্যপুঞ্জি

(পোর্টফোলিও)

শিক্ষার্থীর নাম: .....

পিতার নাম : .....

মাতার নাম : .....

জন্ম তারিখ: .....

শ্রেণি : .....

শাখা : .....

রোল নম্বর : .....

শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ ছক

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে নিচের পর্যবেক্ষণ ছকটি রাখা যেতে পারে। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের পর্যবেক্ষণ লিখে রাখবেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতি বোঝা যাবে।

১. বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীতে তার অংশগ্রহণ (যদি হয়ে থাকে)

.....

২. বিশেষ কোনো অর্জন (যদি থাকে)

.....

৩. অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

.....

.....

.....

৪. শৃঙ্খলাবিরোধী কোনো কাজে কি সে অংশ নিয়েছে? নিয়ে থাকলে তার বিবরণ দিন

.....

.....

.....

৫. ছবি আঁকায় তাঁর আগ্রহ

.....

.....

.....

৬. বিশেষ কোনো মাধ্যমে তার পারদর্শিতা থাকলে তা উল্লেখ করুন

.....

.....

.....

৭. তার দূরের কিংবা কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা হয় কি? .....

৮. তার মধ্যে বর্ণান্ধতার সমস্যা লক্ষ করেছেন কি? .....

৯. শিক্ষার্থীর ব্যাপারে যদি বিশেষ কোনো মন্তব্য থেকে থাকে নিচে লিখুন

.....

.....

.....

.....

.....

শিক্ষকের স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর পোর্টফলিও সংরক্ষণ নির্দেশনা-

- ❖ শিক্ষার্থীর কোন একক/দলগত কাজ যার মাধ্যমে তার শিখন মূল্যায়ন করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ❖ শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর যে কাজসমূহ (শিখন অর্জনের তথ্য) পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণের নির্দেশনা দেয়া আছে সেগুলো শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ❖ শিক্ষার্থীর লেখা আত্ন-প্রতিফলনমূলক জার্নাল পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ❖ শিক্ষার্থীর স্বমূল্যায়ন ছক (যদি থাকে) পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ❖ কারু প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত কারুশিল্পের স্থির চিত্র পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করতে হবে;
- ❖ চারু ও কারুকলায় শিক্ষার্থীর বিশেষ অর্জনের প্রমাণকের অনুলিপি (সার্টিফিকেট, পুরস্কার, মেডেল ইত্যাদির ছবি) শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর ডায়েরি

শিক্ষার্থীর ডায়েরি একজন শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন শিখন অর্জনের একটি প্রতিফলন প্রতিবেদন। এখানে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শিখন সংক্রান্ত তাদের অভিমত লিখে রাখবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী স্বশিখন ও স্বমূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ হবে। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। শিক্ষকও এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোভাব ও শিক্ষার্থীর শিখন প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন। প্রয়োজনে তার শিখন পদ্ধতির পরিবর্তন বা উন্নয়ন সাধন করতে পারবেন।

চারু ও কারুকলা

শিক্ষার্থীর ডায়েরি

প্রতিষ্ঠানের নামঃ .... শ্রেণিঃ ষষ্ঠ শাখাঃ ....

শিক্ষার্থীর নামঃ .... রোল নম্বরঃ ....

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট-সেসিপ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডায়েরি সংক্রান্ত শিক্ষক নির্দেশনা

- শিক্ষার্থীদের ডায়েরি প্রদান করার পূর্বে তারা কীভাবে ডায়েরি লিখবে এবং কখন কখন অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ বিষয় শিক্ষকের কাছে জমা দিবে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের ডায়েরি লেখার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করবেন এবং ডায়েরিতে ইউনিট ভিত্তিক কত নম্বর বরাদ্দ আছে তা জানিয়ে দিবেন;
- শিক্ষার্থীদের ডায়েরি পূরণের ক্ষেত্রে বোঝা না বোঝার বিষয়টিতে স্বাধীনতা দিতে হবে;
- পূরণকৃত ডায়েরির কোন ঘর ফাঁকা আছে কি-না শিক্ষক তা খেয়াল করবেন;
- ডায়েরিতে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রতিফলিত বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে শিক্ষক আলোচনা করবেন;
- ডায়েরির প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে শিক্ষক প্রয়োজনে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবেন;
- শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে/ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে/অন্য কোন স্থানে শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য (ইতিবাচক/নেতিবাচক) লক্ষ্য করলে তা শিক্ষার্থীর ডায়েরির নির্ধারিত অংশে লিখে অভিভাবকের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন;
- শিক্ষার্থীর ডায়েরিতে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে তাদের ডায়েরি মূল্যায়ন করবেন, তবে প্রতি ইউনিট শেষে বরাদ্দকৃত নম্বর (১০) গ্রেডশিটে সংরক্ষণ করবেন।

শিক্ষার্থীর আত্ম প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখা ও মূল্যায়ন নির্দেশনা

শিক্ষার্থীর আত্ম প্রতিফলনমূলক জার্নাল হলো কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, বোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ ইত্যাদির লিখিত প্রকাশ। শিক্ষার্থীর আত্ম প্রতিফলনমূলক জার্নালে শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতার বিষয়ে তার ভালো লাগা, মন্দ লাগা, শিখনে কোনো ক্ষেত্রে কোনো বাধা আছে কি না, শিক্ষার্থীর সবলতা- দুর্বলতা সম্পর্কে শিক্ষক প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। জার্নাল লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর লিখিত প্রকাশভঙ্গি তৈরি করা। জার্নাল লেখার ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত ভুল বা বাক্য গঠনের ত্রুটি ঘটলে সেটি মূল্যায়নে বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে ত্রুটি বিচ্যুতি উত্তরণের ব্যাপারে শিক্ষক ফলাবর্তন প্রদান করবেন। জার্নাল লেখার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা অথবা শিখন অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো বিষয়ে তার নিজস্ব চিন্তার লিখিত প্রকাশ ঘটানো।

শিখন অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীকে জার্নাল লিখতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। জার্নাল লিখন শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি গঠনে সহায়তা করতে পারে এবং একইসাথে তা নির্দিষ্ট বিষয়ের কোথায় কোথায় ফিডব্যাক প্রত্যাশা করে সেটিও জানা যায়।

চারু ও কারুকলা বিষয়ের বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জার্নাল লেখার বিষয় নির্ধারণ করে দিতে পারেন। জার্নাল লেখার নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে পারেন।

- কোনো একটি বিষয়ের ধারণা প্রদানের পূর্বে ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থীর পূর্ব ধারণা/অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা সম্বন্ধে লিখতে বলতে পারেন;
- কোনো একটি বিষয়ে ধারণা প্রদানের পর এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর অনুভূতি সুনির্দিষ্টভাবে (দু/একটি প্রশ্নের আলোকে) লিখতে বলতে পারেন;
- জার্নাল লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রদানের সুযোগ পায় এমনভাবে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে;
- জার্নাল লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেন সৃজনশীলভাবে (নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী) কোনো বিষয়বস্তু লিখিত উপস্থাপন চর্চার সুযোগ পায় এবং একইসাথে তা শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষকে সার্বিক ধারণা প্রদান করে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-

- নদী ও নৌকা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন অনুশীলন করার পূর্বে বাংলাদেশের বাস্তবতায় নৌকা ও নদী এই দৃশ্যে কী কী বিষয়ের ছবি থাকা উচিত এবং কেন এ বিষয়ে লিখতে;
- শিক্ষার্থীদের অংকন করা নদী ও নৌকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রদর্শনী বিষয়ে শিক্ষার্থীর অনুভূতি লিখতে;
- শিক্ষার্থীদের অংকন করা নদী ও নৌকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রদর্শনী বিষয়ে একজন বন্ধুর সাথে আলাপচারিতা (Conversation/Dialogue)।

আত্ম প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখা ও মূল্যায়ন নির্দেশনা-

- প্রতি ইউনিটে যতোগুলো **আত্ম** প্রতিফলনমূলক জার্নাল লেখাই হোক না কেন তার মধ্যে সর্বোত্তম (সবচেয়ে বেশি নম্বর প্রাপ্ত) জার্নালটির প্রাপ্ত নম্বর গ্রেডশীটে সংরক্ষণ করতে হবে;
- **আত্ম** প্রতিফলনমূলক জার্নালের জন্য ৭ নম্বর বরাদ্দ আছে;
- শিক্ষক শিক্ষার্থীর লেখায় পাঠের বিষয়বস্তুর প্রতিফলন বিবেচনায় নম্বর প্রদান করবেন;
- গ্রেডসীটের প্রতি ইউনিটের সংশ্লিষ্ট অংশে শিক্ষার্থীর নম্বর উত্তোলন করবেন;
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আত্ম প্রতিফলনমূলক জার্নাল তার পোর্টফোলিওতে সংরক্ষণ করবেন;
- শিক্ষার্থীর লেখায় কোন ঘাটতি থাকলে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় লিখিত ফলাবর্তন দিবেন;
- সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী তার লেখার জন্য প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদান করবেন।

পরিশিষ্ট-জ

আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেল

২০০৫ সাল থেকে আমাদের দেশে গাঠনিক বা ধারাবাহিক মূল্যায়নের পদযাত্রা শুরু হয় । এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও অদ্যাবধি ধারবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিক মূল্যায়নের সফল বাস্তবায়নের জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে -

- শিক্ষকবৃন্দের সক্ষমতা তৈরি
- মূল্যায়ন ব্যবস্থায় নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা

এ দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং চারু ও কারুকলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়নকে নির্ভরযোগ্য করার জন্য 'পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেল' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে প্রধান শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ **ও পরিশোধন প্যানেলের গঠন ও কর্মপরিধি**

১. নিকটবর্তী ৫টি বিদ্যালয় নিয়ে একটি ' আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেল' গঠিত হবে।
২. 'আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেল' ৫ জন বিষয় শিক্ষক এবং ১ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা (উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার অথবা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অথবা সহকারী পরিদর্শক বা গবেষণা কর্মকর্তা অথবা ডিসট্রিক ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর) থাকবে। যে বিদ্যালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হবে সেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্যানেলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অফিস আদেশের মাধ্যমে প্রতিটি জেলা সদর ও উপজেলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেল গঠন করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কে অবহিত করবেন;
৪. মূল্যায়ন কার্যক্রমের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য একটি শিক্ষাবর্ষে প্রতিটি আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেলকে ৫টি বাধ্যতামূলক ***সাধারণ সভার*** আয়োজন করতে হবে (বিশেষ প্রয়োজনে যেকোনো সময় বিশেষ সভা আয়োজন করা যাবে);
৫. প্যানেলভুক্ত ৫টি প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হবে;
৬. যেই প্রতিষ্ঠানে সভা অনুষ্ঠিত হবে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সভার ব্যয় বহন করবেন।
৭. সভা শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে (cas.konnect.edu.bd) লগইন করে নির্ধারিত ছকে রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে (প্রতিষ্ঠানের আইসিটি শিক্ষক তাঁকে এ বিষয়ে সহায়তা করবেন);
৮. প্যানেলভুক্ত ৫টি প্রতিষ্ঠানের ৫জন বিষয় শিক্ষককে সার্বক্ষনিক সভায় উপস্থিত থাকতে হবে;
৯. সংশ্লিষ্ট উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/সহকারী পরিদর্শক/গবেষণা কর্মকর্তা/ডিসট্রিক ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর তাঁর সুবিধামতো কমপক্ষে দুইটি প্যানেলের প্রতিটি সভায় আংশিকভাবে উপস্থিত থাকবেন (যেহেতু একই দিনে দুই এর অধিক প্যানেলের সভা হবে তাই সকল সভায় তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব হবে না। তবে তিনি অন্য প্যানেলগুলোর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ রাখবেন);
১০. জেলা শিক্ষা অফিসার তার সুবিধামতো যেকোনো সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন;
১১. মূল্যায়ন কার্যক্রমের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য একটি শিক্ষাবর্ষে প্রতিটি আঞ্চলিক পরিবীক্ষণ ও পরিশোধন প্যানেলকে ৫টি বাধ্যতামূলক সভার আয়োজন করতে হবে।
    - প্যানেলের সাধারণ সভা (১টি) এবং
    - প্যানেল মডারেশন সভা (৪টি) প্রতি ইউনিট শেষে একটি করে।

প্যানেলের সাধারণ সভা

প্যানেলের সাধারণ সভা	উদ্দেশ্য
কার্যক্রম শুরু করার এক সপ্তাহের মধ্যে	নির্দেশিকা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা (নির্দেশনা, এ্যাপসের ব্যবহার, ছক পূরণ, অনলাইন পোর্টাল ইত্যাদি) বিষয় নিয়ে পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন।

প্যানেলের সাধারণ সভার বিশেষ নির্দেশনা

- ❖ শিক্ষক নির্দেশিকায় ইউনিট ১ ও ২ এ অন্তর্ভূক্ত শিখন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বুঝতে কারো অসুবিধা থাকলে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে;
- ❖ এছাড়াও শিক্ষক নির্দেশিকার কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে শিক্ষকগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এ বিষয়গুলোতে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করবেন।

প্যানেল মডারেশন সভার সিডিউল

প্যানেল মডারেশন	সভা অনুষ্ঠানের সময়	উদ্দেশ্য	মন্তব্য
১ম বার	১ম ইউনিটের কার্যক্রম শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে	সংশিষ্ট ইউনিটে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা প্যানেলের সকলের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন করে নির্ভরযোগ্য নম্বর প্রদান করা।	একটি উপজেলায় অনেকগুলো প্যানেল হবে। সপ্তাহের একই দিনে যদি সব প্যানেলের সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজরের পক্ষে দুই-একটির বেশী প্যানেলের সভায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হবে না। তাই প্রতিটি বাধ্যতামূলক সাধারণ সভার ক্ষেত্রে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে পর্যায়ক্রমে একাধিক প্যানেলের সভা আহবান করতে হবে। সভার তারিখগুলো একাডেমিক সুপারভাইজার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঠিক করে দিবেন এবং মোবাইল ফোনে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করবেন।
২য় বার	২য়ইউনিটের কার্যক্রম শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে		
৩য় বার	৩য় ইউনিটের কার্যক্রম শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে		
৪র্থ বার	৪র্থ ইউনিটের কার্যক্রম শেষ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে		

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্যানেল মডারেশন সভার বিশেষ নির্দেশনা

- ❖ সভায় প্যানেলভূক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ফলাফলের সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনা করতে হবে (***১ম সভায় ইউনিট-১, ২য় সভায় ইউনিট- ২, ৩য় সভায় ইউনিট-৩ এবং ৪র্থ সভায় ইউনিট-৪ এর সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনা করতে হবে***);
- ❖ প্রতিটি বিদ্যালয়ের ফলাফলের সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনার জন্য দুটি প্রতিবেদন দরকার হবে। যেমন- সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সকল শিক্ষার্থীর গ্রেডশিট এবং ইউনিট ভিত্তিক নম্বর প্রাপ্তির হার। এ দুটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষক ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়ন থেকে ডাউনলোড করে সভায় উপস্থাপন করবেন;
- ❖ সংশ্লিষ্ট ইউনিটে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ফলাফলের চিত্র প্রধানত দুটি কারণে অস্বাভাবিক বলে প্রাথমিকভাবে বিবেচিত হতে পারে। যথা- বিদ্যালয়ের প্রায় সকল শিক্ষার্থী (যেমন, ২/৩ অংশ) যদি ৮০% এর উপর নম্বর পায় বা অধিকাংশ শিক্ষার্থী যদি ৩০% এর কম নম্বর পায় (এটি স্বভাবতই প্রত্যাশা করা যায় যে একটি বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী একই ধরণের/মাত্রায় নম্বর পেতে পারে না);

- ❖ কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ফলাফলে অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে প্যানেল ঐ প্রতিষ্ঠানের বিষয় শিক্ষকের নিকট এর ব্যাখ্যা চাইতে পারে এবং ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে প্রয়োজনে ইউনিট সংশ্লিষ্ট কিছু মূল্যায়ন ডকুমেন্ট দৈবচয়নের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে নম্বর পরিশোধনের নির্দেশনা প্রদান করতে পারে;
- ❖ কোন বিষয় শিক্ষক যদি কোনো ইউনিটে নম্বর পরিশোধনের জন্য নির্দেশনা পান তাহলে তাঁকে সভা সমাপ্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাতায়নে লগইন করে নম্বর পরিশোধন করতে হবে। কারন, প্রতিটি প্যানেল সভার ১৫ দিন পর সংশ্লিষ্ট ইউনিট/ইউনিটগুলোর গ্রেডশিট লক হয়ে যাবে। লক অবস্থায় নম্বর পরিশোধন করা যাবে না;
- ❖ যাচাই প্রক্রিয়ার জন্য একজন বিষয় শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সকল মূল্যায়ন ডকুমেন্ট সাথে নিয়ে সভায় যোগদান করতে হবে। যাচাই বাছাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন ডকুমেন্টস হতে পারে ইউনিট সংশ্লিষ্ট ছক, শিক্ষার্থীর অংকিত ছবি, আত্মপ্রতিফলনমূলক জার্নাল, শিক্ষার্থীর লিখিত কোন উত্তর, এ্যাসাইনমেন্ট, অনুসন্ধানমূলক কাজ, শিক্ষার্থীর পোর্টফোলিওতে সংরক্ষিত ইউনিট সংশিষ্ট অন্য কোনো মূল্যায়ন ডকুমেন্ট;
- ❖ প্যানেল সভায় উপস্থিত সকল সদস্য মন্তব্যসহ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গ্রেডশিট এবং ইউনিট ভিত্তিক নম্বর প্রাপ্তির হার এই দুটি প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করবেন। শিক্ষাবর্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিষয় শিক্ষক এগুলো সংরক্ষণ করবেন;

পরিশিষ্ট-ঝ

প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ধারাবাহিক মূল্যায়ন সঠিকভাবে বাস্তবায়নে বিষয় শিক্ষকের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান প্রধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঠিক দিক নির্দেশনা ও কার্যকর মনিটরিং ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রমকে গতিশীল ও ফলপ্রসূ করবে।

এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিচের বিষয়গুলো নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

- ➢ সংশিষ্ট বিষয় শিক্ষককে যথা সম্ভব অন্য বিষয়ের অতিরিক্ত পাঠদানের চাপ কমিয়ে আনা;
- ➢ প্রয়োজনে ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস করা;
- ➢ ক্লাসরুমকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- ➢ ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম মনিটরিং ও মেন্টরিং করা;
- ➢ ধারাবাহিক মূল্যায়নকে সফল করতে প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী ও উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- ➢ ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে (বিশেষ করে শ্রেণিশিক্ষক ও অভিভাবকদের) সচেতন করা;
- ➢ অনলাইন তথ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইসিটি উপকরণ দিয়ে বিষয় শিক্ষককে সহযোগিতা করা;
- ➢ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত রিজিওনাল প্যানেল মডারেশন মিটিং-এ সভাপতির দায়িত্ব পালন করা;
- ➢ চারু ও কারুকলার অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
- ➢ শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষক নির্দেশিকা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কীনা তা তদারকি করা।

পরিশিষ্ট-ঞ

সংশ্লিষ্ট মনিটরিং ও মেন্টরিং কর্মকর্তাবৃন্দের (উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা/উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার/ সহকারী পরিদর্শক/গবেষণা কর্মকর্তা) প্রতি নির্দেশনা

- ক্লাস রুটিন ও শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসারে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।
- প্রধান শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরির চেষ্টা করতে হবে।
- রিজিওনাল মডারেশন প্যানেলের কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।
- অনলাইন তথ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় আইসিটি সুবিধা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অনলাইন তথ্য প্রদানে শিক্ষকের কোনো দুর্বলতা বা সমস্যা থাকলে তা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গ্রেডশিটে প্রদত্ত নম্বরের বিপরীতে পর্যাপ্ত প্রমাণক আছে কিনা তা দেখতে হবে।
- নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বিষয় শিক্ষকের প্রতিটি কার্যক্রম সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।
- বিষয় শিক্ষকের সাথে প্রয়োজনে একান্তে আলোচনা করতে হবে এবং তাকে কাজের প্রতি প্রেষণা দিতে হবে।
- মনিটরিং-এর চেয়ে মেন্টরিং-এ অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

চারু কারুকলার গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ

শিল্পকলা

আমরা প্রায় কথায় কথায় বলে ফেলি, 'তার কাজের মধ্যে একটা আর্ট আছে'। আবার এমনও শোনা যায়, 'তার কথার মধ্যে একটা আর্ট আছে।' আর্ট শব্দটা শুনলেই আমাদের মনে কাজের নৈপুণ্য আর অভিনবত্বের একটা ব্যাপার আসে। আর্ট যারা করে তাদের আর্টিস্ট বলি। বাংলায় শিল্পী। আবার ছবি যে আঁকে তাকেও আমরা শিল্পী বলি। গান যে গায় তাঁকেও শিল্পী বলি। যে বাজনা বাজায় সেও শিল্পী। একেকজন একেক কাজ করছেন, কিন্তু সবাইকে আমরা শিল্পী বলছি। শিল্পীর কাজকেই তো শিল্প বলে। তাহলে একেক ক্ষেত্রে এক কাজকে শিল্প বলা হচ্ছে।

আসলে শিল্প হলো সৃজনশীলতার প্রকাশ। সেটা হতে পারে তাত্ত্বিক কিংবা বস্তুগত। ধরুন একজন একটা দারুণ কবিতা লিখলেন, সেটা একটা তাত্ত্বিক সৃজনশীলতা। কেউ একটা সুন্দর ভাস্কর্য তৈরি করল। সেটা একধরনের বস্তুগত প্রকাশ। এই প্রকাশগুলো সমাজে ও সংস্কৃতিতে দেখা যায়। মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে বিশিষ্ট রূপভঙ্গি সৃষ্টি হচ্ছে কলার মূল কথা। এই রূপভঙ্গি সৃষ্টি এবং উপভোগের ব্যাপারে আমাদের ইন্দ্রিয় বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কর্মতৎপর হয় এবং সেই হিসেবেই আমরা কলার প্রকারভেদ নির্ণয় করে থাকি। কোন রূপভঙ্গির সাথে আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক রয়েছে তা অনুসারে শিল্প সাধারণত দৃশ্য, সাহিত্য ও উপস্থাপনা তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

চারুকলা ও কারুকলা

আমাদের চারপাশের যত জিনিস দেখতে পাই, তার কিছু আমাদের দৈন্দিন জীবনের চাহিদা পরিপূরণের জন্য তৈরি করা হয়। আর কিছু জিনিস নিতান্তই আমাদের মনের খোরাকের জন্য তৈরি। পরের জিনিসগুলো আমাদের চোখকে তৃপ্তি দেয়। মনেকে আনন্দ দেয়। এ দু'ধরনের চাহিদাক সামনে রেখে শিল্পকলাকে দুভাগে ভাগ করা হয়।

প্রধানত মানসিক চাহিদাকে সামনের রেখে যেসব শিল্প সৃষ্টি হয় সেসব আবেগপ্রসূত সৃষ্টিকে চারুকলা বলা হয়।
আর যেসব শিল্প দৈনন্দিন চাহিদাকে সামনে রেখে সৃষ্টি হয় সেসব চিন্তাপ্রসূত সৃষ্টিকে কারুকলা বলা হয়।

চারুকলা

যে সকল কলা মূলত: আমাদের সৌন্দর্যক্ষুধা নিবৃত্ত করে মনে আনন্দ সঞ্চার করে সেগুলোকে চারুকলা বলা হয়। একে অন্যকথায় ললিত কলা এবং সুকুমার শিল্পও বলা হয়ে থাকে। চারুকলা হচ্ছে বস্তুসম্পর্কশূন্য কলা, অর্থাৎ এর বস্তুগত ব্যবহার সম্ভব নয়। এর ব্যবহার শুধু মন এবং অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত। শ্রীশচন্দ্রদাসের ভাষায়-
'যে সৃষ্টির মধ্যে মানুষের প্রয়োজন সাধন অপেক্ষা অহেতুক আনন্দ বেশী, যাহাতে মানুষের জৈব অপেক্ষা আত্মিক ও মানসিক আনন্দ বেশী তাহাকে আমরা চারুশিল্প বা ললিত কলা বলিয়া খ্যাত করিতে পারি।'

কারুকলা

অপরপক্ষে, কারু হচ্ছে বস্তুসম্পর্কিত কলা। কারুকলার সঙ্গে সৌন্দর্য উপভোগ এবং তার বস্তুগত ব্যবহার উভয়ই সম্পর্কিত। অর্থোপার্জন কিংবা প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য কারুকলার ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা তার সৌন্দর্যও উপভোগ করে থাকি।

ড্রইং ও অংকন

কোন বিষয়বস্ত অংকন বা গঠনের পূর্বে তার আকৃতির বহিঃসীমা নির্ণয়ের জন্য রেখায়ানের মাধ্যমে যা আঁকা হয়ে, তাঁকে ড্রইং বলে। যেকোন ধরনের আঁকা ছবিকে অংকন বলেন। ড্রইং ও অংকন-এর মধ্যে শব্দগত সামান্য পার্থক্য থাকলেও চারু ও কারুকলার বৃহৎঅর্থ তা তেমন গুরুত্ব বহন করে না। যে কোন একটি বিষয়বস্তুর খসড়া রেখাংকনকে ড্রইং বলা হলেও কখনো কখনো তা পরিপূর্ণ শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। আবার অংকন বলতে শিল্পকর্মের পরিপূর্ণতার আভাষ পাওয়া যায়। কখনো 'অংকন' শব্দটি ক্রিয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়; যেমন- সে একটি ফুলের ড্রইং অংকন করেছে।
বিভিন্ন জাতীয় অংকন বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে অংকন করা। এই সূত্রের ভিত্তিতে অংকনের কতগুলো শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যেমন: মুক্তহস্তে ড্রইং, সৃজনাত্মকড্রইং, বর্ণণামূলক ড্রইং, সঙ্গীতাংকন ড্রইং, ব্যঙ্গ ড্রইং, অনুকরণ ড্রইং ইত্যাদি।

অংকনের মাধ্যমে কোন কিছুর রূপ দেয়া-ই নকশা। একটি ছবি বা নকশার যথাযথ রূপ দিতে হলে প্রথমেই এর ব্যবহারিক বিষয়ক ৬টি উপাদান সম্পর্কে জানতে হয়। এই উপদানগুলোকে সমষ্টিগত ভাবে প্রাথমিক নকশা (Elementary Design) বলা হয়।

প্রাথমিক নকশার ৬ টি উপাদান

রেখা

আমরা কাগজের উপরে কোন কিছু দিয়ে যখন লম্বা করে দাগ কাটি, তাকে বলি রেখা। প্রাথমিকভাবে রেখার ভূমিকা গতির সঞ্চার করা। রেখা দু'ধরনের ক) সরল রেখা, খ) বক্র রেখা

আকৃতি

আমরা চারপাশে যাই দেখি না কেন তা একটি নির্দিষ্ট স্থান দখল করে রাখে। ফলে আমাদের চোখে যেকোন বস্তু একটি আকৃতিতে দেখা যায়। এই আকৃতির মধ্যে তিনটি মৌলিক আকৃতি রয়েছে। এই তিনটি আকৃতিকে ভিত্তি করেই সাধারণত নকশা আঁকা হয়। মৌলিক আকৃতিগুলো হয়: ক. বৃত্ত খ. ত্রিভূজ ও গ. চতুর্ভূজ

আকার

একটি বস্তুর পাশে আরেকটি বস্তুর পাশে রাখলে একটি বস্তু ছোট এবং আরেকটি বড় হয়। বস্তুর সাথে বস্তু তুলনা করলে একটি বস্তুর আকার পাওয়া যায়। আকার তিন ধরনের: ক. ছোট, খ. মাঝারী ও গ. বড়।

গঠনরীতি বা বুনট

একটি শিল্পকর্মের পটটি কেমন দেখতে তাই শিল্পকর্মের গঠনরীতি বা বুনট বলা হয়। বুনটের মাধ্যমে শিল্পে শিল্পীর আবেগ ও বক্তব্য তুলে ধরা হয়। সাধারণত

আলোছায়া

ছবি আঁকায় আলোছায়ায় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুও ড্রইং করার পর তার উপর যথাযথভাবে আলো ছায়ার বিন্যাস ঘটাতে না পারলে বিষয়বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। তাই ছবি হয়ে পড়ে রসহীন প্রাণবন্ত। দৃষ্টিনন্দন হয় না। ছবিতে আলোছায়ার ব্যবহার করে ছবির বিষয়বস্তুগুলোর ঘনত্ব ও দূরত্বের আবহ তৈরি করা হয়। বস্তুর উপর যে আলো এবং ছায়া পড়ে তা সাধারণত তিন পর্যায়ের আলো ও ছায়া। এর যর্থার্থ প্রয়োগে চিত্রের রূপদান করা হয়। সেগুলো হল- ক. হালকা খ. মাঝারী গ. গাঢ়

রং

পৃথিবীতে যত রকমের বস্তু আছে প্রায় সব কিছুই দেখা যায় আলোতে, অন্ধকারে নয়। আলো এসে যখন কোন বস্তুর ওপর পড়ে তখন সে বস্তুও আকার আর রং দেখা যায়। আসলে আলোই হচ্ছে রং। সূর্যের যে সাদা আলো, তাতে বর্ণালীর সব ধরনের রং মিশ্রিত আছে। সবগুলো রংই মিলেমিশে গিয়ে সাদা আলো তৈরি হয়েছে। এই সাদা আলোকে প্রিজমের ভেতর দিয়ে চালিত করলে বিভিন্ন ধরনের রং পাওয়া যাবে। আলো যখন কোন বস্তুর ওপর এসে পড়ে, তখন সে বস্তু আলোর ভেতর থেকে অনেক কটি রং নিজের মধ্যে শুষে নেয়। যে কটি নিতে পারে না সেগুলো প্রতিফলিত হয়। দর্শকের চোখে সে প্রতিফলিত রং কটি ধরা পড়ে আর বস্তুটিকে ঐ রংগুলোর মতো মনে হয়।

আমরা চারপাশে যত রং দেখি তা মূলত তিনটি মৌলিক রং থেকেই সৃষ্ট। এই মৌলিক রং তিনটি হলো: হলুদ, লাল এবং নীল।

চিত্রকলার বাহন

চিত্রকলার বাহন হচ্ছে দুটো, যথা- অংকন এবং রঞ্জন বা পেইন্টিং। আধুনিক শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে চিত্রকলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা শিক্ষাবিদগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুই ভাবে চিত্রকলার ব্যবহার হয়ে থাকে, যথা- শিক্ষার সহায়ক হিসেবে এবং শিক্ষার উপায় হিসেবে। বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার সহায়ক হিসেবে চিত্রকলার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু শিক্ষার উপায় হিসেবেই চিত্রকলার আলোচনা হবে। শিক্ষার উপায় হিসেবে চিত্রকলার আলোচনার অর্থই হচ্ছে অংকন এবং রঞ্জন সম্পর্কে আলোচনা।

রঙের স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা

সার্থক চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে রঙের স্বচ্ছতা এবং অস্বচ্ছতা সম্পর্কিত ধানণার প্রয়োজন রয়েছে। উপরে ব্যবহৃত রঙের আবরণ ভেদ করে যখন ব্যবহৃত অন্য একটি রঙ আবছা আবছা দৃষ্টিগোচর হয় তখন উপরের রঙটি স্বচ্ছ রঙ বলা হয়। গাঢ় নীলের উপর ঈষৎ হালকা লাল রঙ ব্যবহার করলে নীল রঙটি দৃষ্টিগোচর হয় এবং এই অবস্থাকেই বলা হয় রঙের স্বচ্ছতা। উপরে ব্যবহৃত রঙের আবরণে অন্য রঙটি সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেলে রঙের এই অবস্থাকে বলা হয় অস্বচ্ছতা। জলরঙ সাধারণতঃ স্বচ্ছ হয়ে থাকে। কিন্তু তৈল রঙ এবং পোস্টার রঙের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব থাকে।

নকশার মূলনীতি

যে সমস্ত উপাদান একত্রিত হয়ে নকশার সুগঠন তৈরি করে তাকে নকশার মূলনীতি বলে।

নকশার মূলনীতিগুলো হল-

ক. সম্পর্ক: এক নকশার সাথে আর এক নকশা ঘনিষ্ঠতা

খ. সাদৃশ্য: এক নকশার সাথে আরেক নকশার মিল

গ. বৈসাদৃশ্য: এক নকশার সাথে অপর নকশার কোন অমিল

চারু ও কারুকলা বিষয়ের পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞবৃন্দের নামের তালিকা

ক্রম	নাম, পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	
১	**ড. মিজানুর রহমান ফকির** চেয়ারম্যান প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২	**প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান** শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সিটিটিউট (আইইআর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এনসিটিবি, ঢাকা	
১	**জনাব মোঃ মতিউর রহমান** কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট উইং- সেসিপ, এনসিটিবি, ঢাকা।
২	**জনাব মোঃ ইকরামুজ্জামান খান** কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট উইং, এনসিটিবি, মতিঝিল, ঢাকা।
নায়েম, ধানমন্ডি, ঢাকা	
১	**প্রফেসর মোঃ শাহজাহান** প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট (নায়েম) ধানমন্ডি, ঢাকা।
মাউশিঅ, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	
১	**জনাব মোঃ মঞ্জুরুল আলম** সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (প্রাক্তন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, এনসিটিবি) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
টিটিসি, ঢাকা	
১	**জনাব জয়দীপ দে** সহকারী অধ্যাপক সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।
সেসিপ কর্মকর্তা	
১	**জনাব নাসরিন সুলতানা** উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, নন্দীগ্রাম, বগুড়া।
২	**জনাব টুলটুলি রানী** ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর জেলা শিক্ষা অফিস, রংপুর। সেসিপ কর্মকর্তা
৩	**জনাব ফারজানা হক শারমিন** গবেষণা কর্মকর্তা জেলা শিক্ষা অফিস, বগুড়া।
৪.	**জনাব মোঃ শরীফুজ্জামান** একাডেমিক সুপারভাইজার খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি।
বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি শিক্ষক	
১	**জনাব এ এস এম আতিকুল ইসলাম** প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) সিরাজুল হক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নাজিরপুর, পিরোজপুর।

ক্রম	নাম, পদবি ও প্রতিষ্ঠানের নাম
২	**জনাব বিদ্যুৎ বরুন সাহা** সহকারী শিক্ষক নারিন্দা গভ. হাইস্কুল, ঢাকা।
৩	**জনাব রেজাউল করিম** সহকারী শিক্ষক কক্সবাজার সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, কক্সবাজার।
৪	**জনাব ইসতিয়াক হোসেন** সহকারী শিক্ষক যশোর জিলা স্কুল, যশোর
৫	**জনাব বিলকিস রুমা বীথি** সহকারী শিক্ষক আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা।
৬	**জনাব মোঃ ফজলুর রহমান** সহকারী শিক্ষক ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
৭	**জনাব মোঃ আব্দুল কাদের (তুষার)** সহকারী শিক্ষক রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর।
৮	**জনাব সুজন দে** সহকারী শিক্ষক শেরে-বাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা
৯	**জনাব মোঃ রাবিউদ্দিন চৌধুরী** সহকারী শিক্ষক রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী
১০	**জনাব তাকিয়া সুলতানা** সহকারী শিক্ষক কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
১১	**জনাব সঞ্জয় মিত্র চৌধুরী** সহকারী শিক্ষক নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১২	**জনাব মোঃ হাসান মাসুদ** সহকারী শিক্ষক ময়মনসিংহ জিলা স্কুল, ময়মনসিংহ।
১৩	**জনাব মোহাঃ আবু সেলিম** সহকারী শিক্ষক খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
১৪	**জনাব তাসনুভা রহমান** সহকারী শিক্ষক নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর।
১৫	**জনাব দিলীপ কুমার কর** সহকারী শিক্ষক ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।
১৬	**জনাব চৌধুরী ফাহমী নাহিদা** সহকারী শিক্ষক ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১৭	**জনাব দীপক কুমার ভদ্র** সহকারী শিক্ষক, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, আজিমপুর, ঢাকা।

Specific Objectives of the SESIP

Result Area 1- Enhanced Quality and Relevance: The outputs of this result area are-

- ❖ enhancing quality and relevance of secondary education through review and improvement of curriculum;
- ❖ supporting activity-based science teaching and teachers training;
- ❖ popularizing science subject at secondary level;
- ❖ improving assessment and examination system;
- ❖ facilitating enhanced use of ICT for pedagogy;
- ❖ increasing equitable access & retention and reduction of drop-out rates;
- ❖ supporting poor through providing stipends and harmonize the stipend programs;

Result Area 2- Increased Equality and Retention: The outputs of this result area are-

- ❖ decentralizing education management
- ❖ developing institutionalized M & E and introducing sector performance monitoring.
- ❖ strengthening EMIS and capacity building of DSHE

Result Area 3- Strengthen Education Management and Governance: The outputs of this result area are-

- ❖ assisting underserved areas and overcrowded schools
- ❖ developing model madrashas
- ❖ providing stipends to poverty-targeted group

Teacher's Guide on Continuous Assessment

Arts & Craft

Secondary Education Sector Investment Program (SESIP)

ADB Loan No. 3047 BAN (SF)